মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

দৈনন্দিন জীবনে যিক্‌র ও দোয়া

দৈনন্দিন জীবনে
যিক্‌র ও দোয়া

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

নাকীব পাবলিকেশন্স
২০৮ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

www.pathagar.com

দৈনন্দিন জীবনে যিক্‌র ও দোয়া

গ্রন্থনা
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশনা
বেগম ফিরোজা দিল-আফরোজ
৬-বি/৮-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩
তৃতীয় সংস্করণ
মে, ২০০১

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল্লাহ্ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস
মোস্তাফা কম্পিউটার্স,
খন্দকার ইলেকট্রিক মার্কেট
৪৮-৫০, কাপ্তান বাজার, ঢাকা-১২০৩

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।

মূল্যঃ ৬০ (ষাট) টাকা মা
Price : 60 (Sixty) Taka only.

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

'দৈনন্দিন জীবনে যিকর ও দোয়া' আমার দোয়া পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। ইসলামী জীবন সাধনায় যিক্‌র ও দোয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দিন পূর্বে আমি এ ধরনের একখানি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করি। বলা নিষ্প্রয়োজন, সে পরিকল্পনারই বাস্তব ফসল এ গ্রন্থখানি। ১৯৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রন্থখানি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং পাঠক মহলেও এটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এজন্যে আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

বস্তুত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গঠনের লক্ষ্যে এক সুন্দর ও সুসমঞ্জস কর্মসূচী পেশ করেছে। এ জীবন ব্যবস্থা ব্যক্তির চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে নামাজ-রোজা ও হজ্জ-জাকাতের ন্যায় কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী আবশ্যিক করে দিয়েছে। আর এই কর্মসূচীগুলোকেই পুরোপুরি সার্থক ও সফল করে তোলার জন্যে সে দোয়া-দরূদ ও যিক্‌র-আয্‌কারের ন্যায় কতকগুলো পরিপূরক কর্মসূচী প্রদান করেছে। এ কর্মসূচীগুলো নামাজ-রোজা ও হজ্জ-জাকাতের ন্যায় মৌল গুরুত্বের অধিকারী নয় বটে, তবে ইসলামী জীবন ও চরিত্র গঠনে অবশ্যই এগুলোর কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রয়েছে।

এ কারণেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যিক্‌র ও দোয়ার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষত, মানবতার শাশ্বত আদর্শ হযরত রাসূলে আকরাম (স) দৈনন্দিন জীবনে যিক্‌র ও দোয়া অনুশীলনের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কুরআনী শিক্ষাদর্শের পাশাপাশি তাঁর জীবন-চর্চার এই দিকটির উপরও এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন তফসীর, হাদীসের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী, হাফিজ ইবনে কাইয়্যেম (রহ)-এর আয্‌কারে মাসনূনাহ্‌ এবং আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)-এর রচনাবলী থেকে আমি অকৃপণভাবে সাহায্য নিয়েছি। মোটকথা, গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে প্রামাণ্য, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। একাজে আমি কতটা সফলকাম হয়েছি, তা পাঠকদেরই বিচার্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌র যিকর-সংক্রান্ত বর্ণনা নানা প্রসঙ্গে, নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এ গ্রন্থে সে বর্ণনাগুলোকে নেহাত সাদামাটাভাবে উপস্থাপন না করে আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়া গ্রন্থে আরবী পাঠাংশের সাথে সাথে আমরা তার বাংলা উচ্চারণও জুড়ে দিয়েছি। আধুনিক শিক্ষিত পাঠকরা এ থেকে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন।

গ্রন্থটি প্রণয়নে আমার স্ত্রী বেগম ফিরোজা দিল্‌-আফরোজ আমায় নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর উপর্যুপরি তাগিদ না পেলে নানা ব্যস্ততার মাঝে এ দুরূহ কাজটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হতো। মেসার্স কারেন্ট বুকস্‌ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এজন্যে নিঃসন্দেহে তাঁরা ধন্যবাদার্হ। পরিশেষে বিদগ্ধ পাঠকবর্গ এ গ্রন্থ থেকে কিছুমাত্র উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

বিনয়বনত

৬-বি/৮-২, মিরপুর, ঢাকা

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'দৈনন্দিন জীবনে যিক্‌র ও দোয়া' শীর্ষক এ গ্রন্থটি ১৯৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বাজারে যিক্‌র ও দোয়া সংক্রান্ত ছোট-বড় অনেক বই চালু থাকার কারণে এ গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা সম্পর্কে আমার মনে কিছুটা সংশয় ছায়াপাত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে গ্রন্থটি আশাতীত পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করায় আমার মন থেকে সংশয়ের মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। তাই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটির প্রথম আত্মপ্রকাশের পর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিদগ্ধ পাঠকবর্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া আমায় অবহিত করেছেন। অনেকে সরাসরি চিঠি লিখে গ্রন্থটির আরো উৎকর্ষ সাধনের জন্যে আমায় পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁদের সেসব পরামর্শকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি এবং সে অনুসারে বর্তমান সংস্করণেই কিছুটা পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ নিয়েছি। ভবিষ্যতে গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আরো পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে আমি সহৃদয় পাঠকবর্গকে আশ্বাস দিচ্ছি।

গত দু'বছরে দেশে মুদ্রণ সামগ্রীর মূল্য বহুলাংশে বেড়ে গেছে। বিশেষত, কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রকাশনা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এতৎসত্ত্বেও পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটির মূল্য যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যেই রাখা হয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটির এই সংস্করণ পাঠকদের কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হবে এবং যিকর ও দোয়ার কল্যাণময় আবেদন তাঁদের হৃদয়-মনকে আপ্লুত করবে।

বর্তমান সংস্করণে আমরা গ্রন্থের প্রথম দিকের বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। এছাড়া প্রথম সংস্করণের ভুলত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্যেও আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে গ্রন্থের অঙ্গ সৌষ্ঠবের দিকেও আমরা যথাযথ নজর রেখেছি।

মেসার্স নাকীব পাবলিকেশন্স গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের বিপণনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

বিনয়বনত

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে যিক্‌র ও দোয়া

আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এর গুরুত্ব

আল-কুরআনে যিকর প্রসঙ্গ/১১ আল্লাহ্‌র যিকর অনেক বড় জিনিস/১১ ফিরেশতাকুল সর্বদা যিকর-এ মশগুল/১১ আসমান ও জমীনের সবকিছুই যিকর-এ নিরত/১২ পাহাড়-পর্বত ও পক্ষীকুলও যিকর-এ ব্যাপৃত/১৩ বুদ্ধিমান লোকেরা সর্বদাই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে/১৩ মহানবী (স)-প্রতি যিকর-এর নির্দেশ/১৪ হযরত জাকারিয়ার প্রতি যিকর-এর তাগিদ/১৪ ঈমানদার লোকদের প্রতি যিকর-এর নির্দেশ/১৫ আল্লাহ্‌র যিকরই হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য/১৫ নিম্নস্বরে ও ভীতি সহকারে যিকর করার আদেশ/১৫ আল্লাহ্‌র যিকর-এই পরম শান্তি ও স্বস্তি নিহিত/১৬ মুত্তাকী লোকেরা গুনাহ্‌ করলেও আল্লাহ্‌র স্মরণে রুজু হয়/১৬ আল্লাহ্‌র স্মরণশূন্য ব্যক্তির আনুগত্য না-করার নির্দেশ/১৭ আল্লাহ্‌র যিকর-এ নিরত লোকদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাগিদ/১৭ আল্লাহ্‌র যিকর-এর জন্য নামাজ কায়েমের নির্দেশ/১৮ জীবিকা সন্ধানকালে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার তাগিদ/১৮ শত্রুর বিরুদ্ধতার মুকাবিলায় যিকর-এর উপদেশ/১৯ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর যিকর-এর আদেশ/১৯ আল্লাহর যিকর-এর প্রতিদানের আশ্বাস/১৯ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় লাভের পর তাঁর তসবীহ্‌ করার নির্দেশ/২০ দোয়া হিসেবে সালাম করার আদেশ/২১

আল্লাহর যিকর-এর ফযলীত

আল-হাদীসে যিকর প্রসঙ্গ

আল্লাহ্‌ যখন বান্দাহ্‌র সাথে থাকেন/২২ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীদের ফিরেশতারা ঘিরে নেয়/২২ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় যিকর/২২ ওজন ভারী ও আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় বাক্য/২৩ কিয়ামত দিবসের সবচেয়ে ভাল আমল/২৩ হাজার নেকী অর্জন ও হাজার গুনাহ্‌ মোচনের তসবীহ্‌/২৩ প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্যের সময় দোয়া/২৪ যিকর করা ও না-করার দৃষ্টান্ত যেমন জীবিত ও মৃত/২৪ দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব/২৪ যে কালাম পাঠকারীর জন্যে যথেষ্ট/২৪ তিন প্রকারের দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়/২৫ যে কালাম পাঠকারীর কেউ ক্ষতি করতে পারে না/২৫ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও গুনাহ্‌ মার্জনার দোয়া/২৫ যে কালাম অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করে/২৬ জান্নাত লাভের সর্বোৎকৃষ্ট ইস্তেগফার/২৬ যে কালাম পাঠকারী কখনো ব্যর্থকাম হয়না/২৭ জান্নাতের গুপ্তধন/২৭ মুসলিম ভাইর অসাক্ষাতে দোয়া সুফল/২৮ ধৈর্য ধারণে দোয়া কবুল হয়/২৮ বেশী বেশী দোয়ার বেশী বেশী সুফল/২৮ নিজের বা সন্তানের জন্যে বদ-দোয়া করার বিপদ/২৯ দোয়া বেশী কবুল হওয়ার সময়/২৯

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাহর প্রার্থনা

কুরআনের নির্বাচিত দোয়া-সমষ্টি

সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তাশীল লোকদের স্বতঃস্ফূর্ত নিবেদন/৩০ আল্লাহ্‌র ফরমানের প্রতি নিষ্ঠাবান বান্দাহদের আনুগত্য ঘোষণা/৩১ ঈমানী দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা/৩২ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী মুমিনদের তওফীক কামনা/৩২ ঈমানদার ব্যক্তিদের আল্লাহ্-নির্ভরতার অভিব্যক্তি/৩৩ মুমিন বান্দাহদের জন্যে ফিরেশতাদের মাগফিরাত কামনা/৩৪ আপন পিতামাতা ও সন্তানদের জন্যে কৃতজ্ঞ বান্দাহর দোয়া/৩৫ স্ত্রী-পরিজন ও নেক সন্তানের জন্যে মুমিনের প্রার্থনা/৩৬ অগ্রবর্তী ভাইদের জন্যে পরবর্তী মুমিনদের শুভ কামনা/৩৭ শয়তানী চক্রান্ত ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া/৩৭ আল্লাহ্‌র নির্দেশ লংঘনের পর অনুতপ্ত বান্দাদের তওবা/৩৮ মহত্তম কাজ সম্পাদনের পর মুমিনের দোয়া/৩৯ যান-বাহনে আরোহনের সময় মুমিনদের খোদা-নির্ভরতা/৩৯ বিশাল শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা/৪০ দো-জাহানের কল্যাণকামী বান্দাহদের প্রার্থনা/৪০

দিন রাতের তসবীহ

মহানবী (স)-এর দৈনন্দিন আমল

সকাল-সন্ধ্যার তসবীহ/৪২ শয়ন-কালের তসবীহ/৪৬ জাগরণের তসবীহ/৪৯ নিদ্রাহীনতার তসবীহ/৫১ পসন্দনীয় কিংবা অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখার তসবীহ/৫২ পায়খানায় যাতায়াতের দোয়া/৫৩ অযূর দোয়া/৫৪ মসজিদে যাতায়াতের দোয়া/৫৯ জায়নামাজের দোয়া/৫৯ নামাজ শুরুর দোয়া/৬০ রুকু-সিজদার তসবিহ/৬১ তাশাহ্‌হুদের দোয়া/৬৭ নামাজের দরূদ ও সালাম/৭০ সালামের পরবর্তী দোয়া/৭২ রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্ব-তালাশে দোয়া/৭৫ জানাজা নামাজের দোয়া/৭৭ ঘর থেকে বেরুনোর দোয়া/৮০ ঘরে প্রবেশের দোয়া/৮১ বাজারে প্রবেশকালে দোয়া/৮২ কবর জিয়ারতের দোয়া/৮৪ সফরে যাওয়ার সময় দোয়া/৮৫ যান-বাহনে আরোহনের দোয়া/৮৬ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের দোয়া/৮৭ সফরের বিভিন্ন পর্যায়ের দোয়া/৮৮ পানাহারের নিয়ম ও দোয়া/৯০ পানাহারের শেষে দোয়া/৯১ আপ্যায়নকারীর জন্যে দোয়া/৯২ সালাম ও তার জবাব/৯২ হাঁচির দোয়া ও জবাব/৯৩ ইস্তেখারার তসবীহ/৯৩ বিয়ের খুতবা ও দোয়া/৯৫ স্ত্রী-সংসর্গে যাবার দোয়া/৯৭ সন্তান ভূমিষ্টকালীন দোয়া/৯৮ শিশুর কানে আযান ও ইক্বামত বলা/৯৯ আকীকা ও নামকরণে আল্লাহ্‌র স্মরণ/৯৯ নিয়ামতের সুরক্ষার জন্যে দোয়া/১০০ ঋণ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া/১০১ মুসিবত থেকে পরিত্রাণের দোয়া/১০১ দুঃখ ও বেদনার সময় তসবীহ/১০২ বিপদজ্জনক জনগোষ্ঠির ক্ষতির ভয় ও যুদ্ধের সময় দোয়া/১০৫ দুঃশাসকের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার দোয়া/১০৬ নতুন পোশাক পরার দোয়া/১০৮ বিপদগ্রস্ত লোকের জন্যে দোয়া/১০৯ বেহুদা মসলিসে যোগদানের কাফ্‌ফারা/১০৯ মূর্তির নামে শপথ ও অশ্লীল বাক্যের কাফ্‌ফারা/১১১ নতুন ফল-ফসল দেখার দোয়া/১১১ নতুন চাঁদ দেখার দোয়া/১১২ রোজা ভঙ্গের দোয়া/১১৩ চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালে তসবীহ/১১৩ ঝড়ের সময় দোয়া/১১৫ মেঘ গর্জন ও বজ্রপাতের সময় দোয়া/১১৬ অনাবৃষ্টির সময় দোয়া/১১৬ বৃষ্টির সময় দোয়া/১১৮ অতি-বৃষ্টির সময়

www.pathagar.com

দোয়া/১১৯ ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি ও দোয়া/১২০ ক্রোধ সংবরণের দোয়া/১২৩ ভীতিকর অবস্থায় দোয়া/১২৪ শুভাশুভ নির্ণয়ে দোয়া/১২৪ কুকুর, গাধা ও মোরগের আওয়াজ শুনে দোয়া/১২৫ শয়তান বিতাড়নের দোয়া/১২৬ উপকারকারীর জন্যে দোয়া/১২৭ দৃঢ় মনোবল ও বিশ্বাস নিয়ে দোয়া/১২৭

মহানবী (স)-এর পসন্দনীয় দোয়া

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা/১২৮ নেক কাজে আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা/১২৮ বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে আশ্রয় কামনা/১২৯ উপকারহীন জ্ঞান থেকে আশ্রয় কামনা/১৩০ ক্ষুধা ও অনাহার থেকে আশ্রয় কামনা/১৩১ খারাপ ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/১৩১ দ্বীনের উপর অবিচল থাকার আকুতি/১৩১ প্রাচুর্যের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা/১৩২ খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/১৩২ দুঃখ ও কষ্টের সময়ে আকুতি/১৩২ নিয়মত হারিয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/১৩৩ দুনিয়ার লাঞ্ছনা থেকে নিরাপত্তা কামনা/১৩৩ সুন্দর জীবন ও উত্তম মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা/১৩৪ উজ্জ্বল ও পবিত্র হৃদয় কামনা/১৩৪ জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রার্থনা/১৩৫ ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ না-করার তওফীক কামনা/১৩৬ কল্যাণময় জ্ঞান লাভের প্রার্থনা/১৩৬ বরকতময় জীবিকা লাভের কামনা/১৩৭ গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি প্রার্থনা/১৩৭ ঈমানী উদ্দীপনা ও শক্তিমত্তা কামনা/১৩৮ প্রাণোচ্ছল জীবনের জন্যে প্রার্থনা/১৩৮ ইসলামের উপর কায়েম রাখার আকুতি/১৩৮ কল্যাণ কামনা ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/১৩৯ প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা থেকে বেঁচে থাকার কামনা/১৩৯ শান্তি, স্বস্তি ও জীবিকা প্রার্থনা/১৪০ আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা ভিক্ষা/১৪০ উত্তম ইবাদাতের তওফীক কামনা/১৪১ মনের ব্যাধি দূরীকরণের প্রার্থনা/১৪১ নিয়ামতের শোক্‌র-গুজারীর তওফীক কমনা/১৪২ জান্নাতের নিকটবর্তী করার প্রার্থনা/১৪৩

www.pathagar.com

বাংলা উচ্চারণ প্রসঙ্গে

বর্তমান গ্রন্থে আরবী শব্দ ও বাক্যের সাথে বাংলা উচ্চারণ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ কাজটি খুবই দুরূহ; কারণ আরবী ও বাংলার উচ্চারণ বহুলাংশেই স্বতন্ত্র বিধায় এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করা প্রায় দুঃসাধ্য। তবুও সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা কিছুটা কাছাকাছি উচ্চারণ-বিশিষ্ট হরফের সাহায্যে এবং কিছুটা জোড়াতালি দিয়ে এ প্রচেষ্টা চালিয়েছি। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন বাংলা উচচারণের উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে সম্ভব হলে অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তায় আরবী উচ্চারণ শুদ্ধ করে নেয়ার চেষ্টা করেন। উল্লেখযোগ্য উচ্চারণসমূহ নিম্নরূপঃ (ث), (س), (ص) = স; (ج) = জ্ব; (ذ), (ض) = য; (ز) = ঝ; (ظ) = জ; (ع) = 'আ; (ق) =ক্ব। উল্লেখ্য, (ض) হরফটি 'য' ও 'দ' এ দুভাবেই উচ্চারিত হয়। তবে আমাদের এতদঞ্চলে 'য' উচ্চারণটিই বেশী প্রচলিত। যেমনঃ (فـرض) ফরয, (وضو) অযু, (رمضان) রমযান, (حضرت) হযরত, (غضب) গযব ইত্যাদি। এ কারণে বর্তমান গ্রন্থে এ উচ্চারণটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

দীর্ঘ উচ্চারণের ক্ষেত্রে সাধারণ বাংলা রীতিই আমরা অনুসরণ করেছি। বাংলায় 'আ' উচ্চারণকে দীর্ঘায়িত করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বিকল্প হিসেবে(া)-এর পরে (—) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে যিক্‌র ও দোয়া

দোয়া দরূদ ও যিক্‌র-আযকার ইসলামী জীবন-সাধনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এক ধরনের ইবাদত বিশেষ। কেননা, পবিত্র কুরআন বহুতর ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন কিংবা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনকে মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে। আবার কোথাও কোথাও সে খুব বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকর করার জন্যে মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও দোয়া-দরূদ ও যিকর-আয্‌কারকে ইবাদত বা ইবাদতের মস্তিক (مخ العبادة) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন কি একটি হাদীসে রাসূলে আকরাম (স) এও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে দোয়া করেনা, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। এ কারণেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুমিনদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করা হয়েছে, তার অধিকাংশ স্থানই জুড়ে রয়েছে দোয়া-দরূদ ও যিকর-আয্‌কার।

বস্তুত দোয়া-দরূদ ও যিকর-আয্‌কারের এই অবস্থানটা সামনে রাখলে মুমিনের বাস্তব জীবনে এর ভূমিকাটা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। একজন সাচ্চা মুমিন যেহেতু আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবেক আপন জীবন-ধারা গড়ে তুলতে প্রয়াসী, সেহেতু প্রতিটি মুহূর্তই তার পক্ষে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে দৃশ্য-অদৃশ্য বেশুমার শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে তাকে অবিরাম লড়াই করতে হয়। আর এ জন্যেই প্রতি মুহূর্ত তার সূতীক্ষ্ম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কারণে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসেই সে আল্লাহ্‌র দরবারে তওফীক কামনা ও সাহায্য প্রার্থনার জন্যে হাত বাড়িয়ে রাখে। বারবার সে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা ঘোষণা করে এবং নিজের দীনতা ও হীনতার কথা ব্যক্ত করে তাঁর রহমত ও বরকতের জন্যে আকুলভাবে প্রার্থনা জানাতে থাকে। একজন সাচ্চা মুমিন সকাল-সন্ধ্যায়, ঘরে-বাইরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, নিদ্রায়-জাগরণে, মসজিদে-বাজারে, আনন্দে-বিষাদে, মোটকথা সর্বাবস্থায়ই এই কর্মধারা অব্যাহত রাখে। বলা বাহুল্য, এই সার্বক্ষণিক প্রার্থনা ও নিবেদনকেই বলা হয় আল্লাহ্‌র যিকর। তাই যিকর ও দোয়া হচ্ছে মূলত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

আল্লাহ্‌র যিকর ও দোয়া-দরূদ সংক্রান্ত যে-কোন আলোচনায় স্বভাবতঃই তার কবুলিয়াতের প্রশ্নটি এসে পড়ে। আল্লাহ্ সুবহানাহু পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (উদ্‌'উনী আস্তাজিব লাকুম) অর্থাৎ 'তোমরা আমায় ডাক, আমি তা শুনব।' (আল-মুমিন ঃ ৬০) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ (ফায্‌কুরূনী আযকুরকুম) অর্থাৎ 'তোমরা আমায় স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব।' (আল-বাকারা ঃ ১৫২)। কিন্তু এই ডাক শোনা বা দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে কোন কোন মহলে এক মারাত্মক ভুল ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা মনে করেন, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বা বাক্য মুখে উচ্চারণ করলেই আল্লাহ্‌র দরবারে তা কবুল হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা মোটেই সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা নয়। কেননা, দোয়ার কবুলিয়তের ব্যাপারেও কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। এক ব্যক্তি যদি নিজের বাস্তব জীবনে আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলী পালনে ব্যর্থ হয় এবং গ্রহণ-বর্জন বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘনে কুণ্ঠাবোধ না করে, তাহলে সে কেবল মুখে কুরআন-হাদীসের কিছু শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেই নিজেকে তাঁর সুফল লাভের যোগ্য বলে মনে করতে পারে না। আল্লাহ্ সুবহানাহু পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (ফাদ'উল্লা-হা মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্ দ্বীনা) অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক দ্বীনকে তাঁরই জন্যে একনিষ্ঠ করে।' (আল-মুমিন ঃ ১৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 'আল্লাহ্ শুধু পরহেজগার (মুত্তাকী) লোকদের আমলকেই কবুল করেন।' এক হাদীসে মহানবী (স)ও ইরশাদ করেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল ও অমনোযোগী লোকদের প্রার্থনা কবুল করেন না' (তিরমিযী)। অর্থাৎ যে দোয়া শুধু ঠোঁট থেকেই উচ্চারিত হয়, হৃদয় থেকে বেরোয় না, আল্লাহ্‌র কাছে তার কোনই মূল্য নেই।

এ ব্যাপারে আরেকটি ভুল ধারণার অপনোদন করা দরকার। অনেক সময় মনে করা হয়, যে-দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল হয় এবং যার উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়, তা-ই হচ্ছে সফল ও কার্যকর দোয়া। এটা মূলত বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নিরেট অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে উদ্ভূত। আসলে একজন মুমিনের পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে নিষ্ঠার সাথে আবেদন-নিবেদন করতে পারাটাই বড় কথা। হযরত উমর (রা) প্রায়শ বলতেন ঃ 'আমি দোয়া কবুলিয়াতের কোন চিন্তা করি না। আমার চিন্তা শুধু দোয়া করতে পারার। দোয়া করার সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন তা কবুল হয়ে যাবেই।' প্রকৃত মুমিনের এটাই হচ্ছে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি। এ পর্যায়ে মহানবী (স) যে-পথনির্দেশ দিয়েছেন, তা হামেশা সম্মুখে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন ঃ 'যে কেউ আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তোলে, আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করেন। অতএব, হয় তিনি দুনিয়ার জীবনেই তার ফলাফল প্রকাশ করে দেন, নতুবা পরকালের জন্যে তা সংরক্ষিত রাখেন কিংবা দোয়া অনুপাতে তার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দেন। তবে শর্ত এই যে, সে কোন গুনাহ্ বা সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে দোয়া করবে না কিংবা ফলাফল লাভের জন্যে অস্থিরও হবে না।' (তিরমিযী)

প্রসঙ্গত আল্লাহ্‌র যিকর পর্যায়ে একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন যে, কোন কথা সশব্দে বা সমস্বরে উচ্চারণ করাকেই বলা হয় যিকর; মনে মনে বা চুপিসারে কিছু বললে তা যিকর হয় না। এ ধারণাটা সম্পূর্ণতঃই ভুল এবং নিতান্ত খেয়াল-খুশীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'যিকর'–এর শাব্দিক অর্থ 'স্মরণ' যার আসল স্থান হচ্ছে ব্যক্তির মন বা অন্তঃকরণ। অর্থাৎ কোন কথা মনের ভেতর জাগ্রত হলে তাকেই বলা হয় যিকর বা স্মরণ। তবে পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্‌র স্মরণকেই আমরা 'যিকর' বলে আখ্যায়িত করি। এই যিকরের অভিব্যক্তি ঘটতে পারে নানাভাবে, নানা কাজের মাধ্যমে। এটা যেমন মুখের ভাষায়, শব্দাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে, তেমনি বাস্তব কাজের মাধ্যমেও এর অভিব্যক্তি ঘটে। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু পবিত্র কুরআনে আদেশ করেছেন ঃ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (ওয়া আক্বিমিস্ সালা-তা লিযিক্‌রী) অর্থাৎ (হে মূসা!) তুমি নামাজ কায়েম কর আমার যিকরের জন্যে।' (ত্বা-হা ঃ ১৪) এ আদেশ মুতাবেক নামাজ কায়েমই হচ্ছে যিকরের নামান্তর। এ রকম আরো বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। কাজেই শুধু মৌখিক উচ্চারণকে 'যিকর' বলে গণ্য করা সমীচীন নয়; বরং নিরবে ও অনুচ্চ কণ্ঠে যিকর ও দোয়া করাই উত্তম।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র যিকর-এর গুরুত্ব

আল-কুরআনে যিকর প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনে 'যিকর' (ذِكْر) প্রসঙ্গটি এসেছে নানা স্থানে, নানা প্রেক্ষিতে। কোথাও 'যিকর' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে; আবার কোথাও 'যিকর'-এর স্থলে এসেছে 'তসবীহ' (تَسْبِيْح) কোথাও কোথাও আবার 'দোয়া' (دُعَا) বা ইবাদতকেও বলা হয়েছে 'যিকর।'

অনুরূপভাবে কোথাও 'যিকর' প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে সৃষ্টিলোক—পাহাড়-পর্বত, ফিরেশতাকূল ও পশু-পাখীর স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে; আবার কোথাও 'যিকর'-এর কথা এসেছে নবী-রসূল ও অনুগত বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ হিসেবে। মোটকথা, 'যিকর' এমন একটি বিষয়, যার সাথে সৃষ্টিলোকের প্রতিটি বিষয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। আসমান ও জমিনের কোন বস্তুই 'যিকর'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহই একথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১. আল্লাহ্‌র যিকর অনেক বড় জিনিস

মহানবী (স)-কে নামাজ কায়েমের আদেশ দান ও নামাজের ফায়দা বর্ণনার পর আল্লাহ্ সুবহানাহু ইরশাদ করেনঃ

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (العنكبوت : ٤٥)

উচ্চারণঃ ওয়ালা যিক্‌রুল্লা—হি আক্‌বার।

অর্থাৎঃ আর আল্লাহ্‌র যিকর অনেক বড় জিনিস।

২. ফিরেশতাকূল সর্বদা যিকর—এ মশগুল

আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত ফিরেশতাদের বন্দেগীর কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন বলেছেঃ

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ (الأنبياء : ٢٠)

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ ইয়ুসাব্বিহূনাল্ লাইলা ওয়ান্ নাহা—রা লা—ইয়াফ্‌তুরূন্।

অর্থাৎঃ (তারা) রাতদিন তাঁরই গুণ-কীর্তনে মশগুল থাকে। এ ব্যাপারে কিছুমাত্র বিরত হয় না।

অন্যত্রঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (اَلْمُؤْمِن: ٧)

উচ্চারণঃ আল্লাযীনা ইয়া'হ্‌মিলূনাল 'আর্‌শা ওয়া মান্ 'হাওলাহূ ইয়ু সাব্বী'হূনা বি'হাম্‌দি রাব্বিহিম্।

অর্থাৎঃ খোদার আরশ বহনকারী (ফিরেশতাকূল) এবং যারা তার চারপার্শ্বে উপস্থিত, তারা সবাই তার প্রশংসা সহকারে তসবীহ করছে।

৩. আসমান ও জমীনের সবকিছুই যিকর—এ নিরত

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় সৃষ্টিলোকের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

(بَنِيْ اِسْرَائِيْل: ٤٤)

উচ্চারণঃ তুসাব্বিহু লাহুস্ সামা—ওয়া-তুস্ সাব'উ ওয়াল্ আর্‌যু ওয়া মান্ ফীহিন্না ওয়া ইম্ মিন্ শাইয়িন ইল্লা—ইয়ু সাব্বিহু বিহাম্‌দিহী ওয়া লা—কিল্‌লা-তাফ্‌কাহূনাতাস্‌বীহাহুম্।

অর্থাৎঃ তাঁর পবিত্রতা তো সাত আসমান ও জমীন ও সেই সব জিনিসেই বর্ণনা করে, যা আসমান ও জমীনের মাঝে রয়েছে। কোন জিনিসই এমন নেই, যা তাঁর প্রশংসা করার সাথে তাঁর তসবীহ করছে না। কিন্তু তোমরা ঐ সবের তসবীহ অনুধাবন করতে পারছ না।

অন্যত্রঃ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ

www.pathagar.com

صٰفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسۡبِيۡحَهٗ ؕ (النّور : ٤١)

উচ্চারণঃ আলাম্ তারা আন্নাল্লা–হা ইয়ুসাব্বিহ লাহূ মান্ ফিস্ সামা–ওয়া–তি ওয়াল্ আর্‌যি ওয়াত্ত্ব ত্বাইরু সাফ্‌ফা–ত্, কুল্লুন্ ক্বাদ্ 'আলিমা সালা–তাহূ ওয়া তাস্‌বীহাহূ—।

অর্থাৎঃ তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, আল্লাহ্‌র তসবীহ করছে সেইসব কিছু যা আকাশমণ্ডল ও জমীনে অবস্থিত রয়েছে—আর সেই পক্ষীকূলও যারা পক্ষ বিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে? প্রত্যেকেই নিজের সালাত ও তসবীহ করার নিয়ম জানে।

৪. পাহাড়–পর্বত ও পক্ষীকূলও যিকর–এ ব্যাপৃত

পাহাড়–পর্বত ও পক্ষীকূলের যিকর (তসবীহ) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেনঃ

وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوٗدَ الۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَالطَّيۡرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيۡنَ ۝
(الانبياء : ٧٩)

উচ্চারণঃ ওয়া সাখ্‌খারনা— মা'আ দাউদাল্ জ্বিবা—লা ইয়ুসাব্বিহ্‌না ওয়াত্ত্ব ত্বাইরা ওয়া কুন্না— ফা—'ঈলীন্।

অর্থাৎঃ দাউদের সঙ্গে আমরা পাহাড়–পর্বত ও পক্ষীকূলকেও নিয়ন্ত্রিত ও কাজে নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। তারা তসবীহ করত। এ কাজের কর্তা আমরাই ছিলাম।

৫. বুদ্ধিমান লোকেরা সর্বদাই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তাশীল লোকদের চরিত্র বর্ণনা করে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

اِنَّ فِيۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى
الۡاَلۡبَابِ ۔ الَّذِيۡنَ يَذۡكُرُوۡنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰى جُنُوۡبِهِمۡ
(آل عمران : ١٩١-١٩٠)

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ ইন্না ফী খাল্‌ক্বিস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যি ওয়াখ্‌তিলা-ফিল্‌ লাইলি ওয়ান্‌ নাহা-রি লাআ-য়া-তিল্‌ লিউলিল্‌ আলবা-ব্‌। আল্লাযীনা ইয়ায কুরূনাল্লা-হা ক্বিয়া-মাঁও ওয়া কু'উদাঁও ওয়া 'আলা-জুনূবিহিম।

অর্থাৎঃ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেই সব বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে ও শুইতে—সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

৬. মহানবী (স)—এর প্রতি যিকর—এর নির্দেশ

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় নবীকে যিকর-এর নির্দেশ দিতে গিয়ে বলছেনঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○ (الاعلى : ١)

উচ্চারণঃ সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল্‌ আ'লা-।

অর্থাৎঃ (হে নবী!) তোমার মহান-শ্রেষ্ঠ খোদার নামের তসবীহ কর।

অন্যত্রঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ○ (المزمل : ٨)

উচ্চারণঃ ওয়ায্‌ কুরিস্‌মা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্‌তাল্‌ ইলাইহি তাব্‌তীলা।

অর্থাৎঃ (আর হে নবী!) তোমার খোদার নামের যিকর করতে থাক এবং সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু তারই হয়ে থাক।

অন্যত্রঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

উচ্চারণঃ ওয়া সাব্বিহ্‌ বি'হাম্‌দি রাব্বিকা বিল্‌ আশিয়্যি ওয়াল্‌ ইব্‌কা-র্‌।

অর্থাৎঃ (আর হে নবী!) সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার খোদার প্রশংসা সহকারে তার তসবীহ করতে থাক।

৭. হযরত জাকারিয়ার প্রতি যিকর—এর তাগিদ

হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্মের নিদর্শন হিসেবে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাঁর বৃদ্ধ পিতা হযরত জাকারিয়া (আ)-কে তিন দিন কথা বন্ধ রাখার আদেশ দিয়ে বলেনঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (آل عمران : ٤١)

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ ওয়াযকুর্ রাব্বাকা কাসীরাঁও ওয়া সাব্বিহ্ বিল্ আশিয়্যি ওয়াল্ ইব্‌কা—র্।

অর্থাৎঃ এই সময়ের মধ্যে তোমার খোদাকে খুব বেশী করে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার তসবীহ করতে থাকবে।

৮. ঈমানদার লোকদের প্রতি যিকর—এর নির্দেশ

চরম প্রতিকূল অবস্থায় বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার তাগিদ দিয়ে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

(الاحزاب: ٤١-٤٢)

উচ্চারণঃ ইয়া আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুয্ কুরুল্লা-হা যিক্‌রান্ কাসীরা। ওয়া সাব্বিহূহু বুক্‌রাতাঁও ওয়া আসীলা।

অর্থাৎঃ হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে খুব বেশী করে স্মরণ কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তসবীহ করতে থাক।

৯. আল্লাহ্‌র যিকরই হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্‌র নূরের দিকে হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ○ (النور : ٣٦)

উচ্চারণঃ ফী বুইয়ূতিন্ আযিনাল্লাহু আন্ তুর্‌ফা'আ ওয়াইয়ুয্‌কারা ফীহাস্ মুহূ ইয়ু সাব্বিহু লাহূ ফী-হা বিল্ গুদুওয়্যি ওয়াল্ আ-সা-ল্।

অর্থাৎঃ (এ ধরণের লোক) সেইসব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উচ্চ-উন্নত করার এবং যার মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। সেখানে এসব লোক সকাল-সন্ধ্যা তার তসবীহ করে।

১০. নিম্নস্বরে ও ভীতি সহকারে যিকর করার আদেশ

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে যিকর করার নিয়ম বাতলে দিয়ে বলেনঃ

www.pathagar.com

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ○ (الاعراف : ٢٠٥)

উচ্চারণঃ ওয়াযকুর রাব্বাকা ফী নাফ্‌সিকা তাযাররু'আঁও ওয়া খীফাতাঁও ওয়া দূনাল্ জ্বাহ্‌রি মিনাল্ ক্বাওলি বিল্ গুদুওয়্যি ওয়াল আ-সা-ল্, ওয়ালা- তাকুম্ মিনাল্ গা-ফিলীন্।

অর্থাৎঃ (হে নবী!) তোমার প্রভুকে স্মরণ কর অন্তরে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আর তুমি গাফিল লোকদের মধ্যে শামিল হয়ো না।

১১.আল্লাহ্‌র যিকর—এই পরম শান্তি ও স্বস্তি নিহিত

পবিত্র কুরআন ঈমানদার ও হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের চরিত্র বর্ণনা করে বলছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○ (الرعد : ٢٨)

উচ্চারণঃ আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া তাত্বমাইন্নু কুলূবুহুম বিযিক্‌রিল্লা-হি, আলা- বিযিক্‌রিল্লা-হি তাত্বমাইন্নুল্ কুলূব্।

অর্থাৎঃ (এ লোক হলো তারা), যারা নবীর দাওয়াতের প্রতি ঈমান রাখে এবং যাদের দিল্ আল্লাহ্‌র স্মরণে পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। সাবধান থেক, আল্লাহ্‌র স্মরণ আসলে সেই জিনিস, যার দ্বারা দিল্ পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে।

১২. মুত্তাকী লোকেরা গুনাহ্ করলেও আল্লাহ্‌র স্মরণে রুজু হয়

আল্লাহ্ সুবহানাহু মুত্তাকী লোকদের একটি বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ○ (اٰل عمران : ١٣٥)

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ ওয়াল্লাযীনা ইযা–ফা'আলূ ফা–হিশাতান্ আও জালামূ আন্ফুসাহুম্ যাকারুল্লা–হা ফাস্তাগ্ফিরূ লিযুনূবিহিম্–।

অর্থাৎঃ (এবং তারাই মুত্তাকী) যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা স্বীয় জীবনের উপর জুলুম করে বসলে (সঙ্গে সঙ্গে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহসমূহের জন্যে মাফ চায়।

১৩. আল্লাহ্‌র স্মরণশূন্য ব্যক্তির আনুগত্য না করার নির্দেশ

মুমিনের আনুগত্য লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র যিকরকে অপরিহার্য ঘোষণা করে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝ (الكهف: ٢٨)

উচ্চারণঃ ওয়ালা– তুতি' মান্ আগ্ফাল্না– ক্বাল্বাহূ 'আন্ যিক্‌রিনা– ওয়াত্ তাবা'আ হাওয়া–হু ওয়া কা–না আম্‌রুহূ ফুরুত্বা–।

অর্থাৎঃ (হে নবীর অনুসারী! (তুমি) এমন ব্যক্তির অনুসরণ কোরনা, যার দিল্‌কে আমরা আমাদের স্মরণশূন্য করে দিয়েছি এবং যে–ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরন করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে আর যার কর্মনীতি সীমালংঘনমূলক।

১৪. আল্লাহ্‌র যিকর–এ নিরত লোকদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাগিদ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় নবীকে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতিমালা বর্ণনা করে বলছেনঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج (الكهف: ٢٨)

উচ্চারণঃ ওয়াস্‌বির নাফ্‌সাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা রাব্বাহুম্ বিল্ গাদা–তি ওয়াল্ 'আশিয়্যি ইয়ুরিদূনা ওয়জ্হাহূ ওয়ালা– তা'দু 'আইনা–কা আন্‌হুম·····।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ আর (হে নবী) তোমার দিল্‌কে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের খোদার সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানী হয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তোমার দৃষ্টি যেন তাদের উপর থেকে সরে না যায়।

১৫. আল্লাহ্‌র যিকর—এর জন্যে নামাজ কায়েমের নির্দেশ

আল্লাহ্ সুবহানাহু হযরত মূসা (আ)–কে তাঁর বন্দেগীর নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ○ (طٰهٰ : ١٤)

উচ্চারণঃ ওয়া আক্বিমিস্ সালা–তা লিযিক্‌রী।

অর্থাৎঃ আর (হে মূসা) আমার স্মরণে নামাজ কায়েম কর।

অন্যত্রঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ط (الْجُمُعَة : ٩)

উচ্চারণঃ ইয়া–আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ–মানূ ইযা– নূদিয়া লিস্‌সালা–তি মিঁইয়াওমিল্ জুমু'য়াতি ফাস্'আও ইলা–যিক্‌রিল্লা–হি ওয়া যারুল্ বাই'আ।

অর্থাৎঃ হে ঈমানদারগণ! জুম'য়ার দিনে যখন নামাজের ঘোষণা দেয়া হবে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা–বেচা পরিত্যাগ কর।

১৬. জীবিকা সন্ধানকালে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার তাগিদ

জীবিকার সন্ধানকালে আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখার তাগিদ দিয়ে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (الْجُمُعَة : ١٠)

উচ্চারণঃ ফাইযা– কুযিয়াতিস্ সালা–তু ফান্‌তাশিরূ ফিল্ আর্‌যি ওয়াব্‌তাগূ মিন্ ফায্‌লিল্লা–হি, ওয়ায্‌কুরুল্লা–হা কাসীরাল্ লা'আল্লাকুম্ তুফলিহূন্।

অর্থাৎঃ আর নামাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তোমরা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান কর আর আল্লাহ্‌কে বেশী পরিমাণে স্মরণ কর।

www.pathagar.com

১৭. শত্রুর বিরুদ্ধতার মুকাবিলায় যিকর–এর উপদেশ

কাফিরদের নিন্দাবাদ ও অপপ্রচারের মুকাবিলা করার জন্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় নবীকে উপদেশ দিচ্ছেনঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ○
(طٰهٰ : ١٣٠)

উচ্চারণঃ ফাস্‌বির 'আলা– মা–ইয়াকূলূনা ওয়া সাব্বিহ্ বি'হাম্‌দি রাব্বিকা ক্বাব্‌লা ত্বলূ'ইশ্ শাম্‌সি ওয়া ক্বাব্‌লা গুরূবিহা, ওয়া মিন্ আ–নাইল লাইলি ফাসাব্বি'হ্ ওয়া আত্বরা–ফান্ নাহা–র্।

অর্থাৎঃ অতএব (হে নবী!) ওরা যা কিছু বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাক এবং তোমার খোদার তারীফ প্রশংসা সহকারে তাঁর তসবীহ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাতের বিভিন্ন সময়েও তসবীহ্ কর এবং দিনের কিনারায়ও----।

১৮. হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর যিকর–এর আদেশ

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহু আদেশ করছেনঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ
(اَلْبَقَرَة : ٢٠٠)

উচ্চারণঃ ফাইযা– ক্বাযাইতুম মানা–সিকাকুম ফায্‌কুরুল্লা–হা কাযিক্‌রিকুম্ আ–বা–আকুম্ আও আশাদ্দা যিক্‌রা।

অর্থাৎঃ আর হজ্জের সমস্ত রুকন যখন সম্পূর্ণ আদায় করবে তখন পূর্বে যেভাবে তোমরা আপন বাপ–দাদাদের স্মরণ করছিলে, এখন সেভাবে, বরং তার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে খোদাকে স্মরণ কর।

১৯. আল্লাহর যিকর–এর প্রতিদানের আশ্বাস

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাঁর যিকর কবুল করার আশ্বাস দিয়ে বলছেনঃ

www.pathagar.com

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ○ (اَلْمُؤْمِن: ٦٠)

উচ্চারণঃ উদ্‌'উনী আস্‌তাজিব্‌ লাকুম্‌ ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা 'আন 'ইবা–দাতী সাইয়াদ্‌খুলূনা জাহান্নামা দা–খিরীন্‌

অর্থাৎঃ (হে মুমিনগণ!) তোমরা আমার নিকট দোয়া কর; আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরায়, নিঃসন্দেহে তারা অবিলম্বে লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অন্যত্রঃ

মুমিনদের কাছে রাসূল প্রেরণ সংক্রান্ত নিয়ামতের উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ইরশাদ করেনঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○ (اَلْبَقَرَة، ١٥٢)

উচ্চারণঃ ফায্‌কুরূনী আয্‌কুরকুম্‌ ওয়াশ্‌ কুরূলী ওয়ালা– তাক্‌ফুরূন।

অর্থাৎঃ কাজেই (হে মুমিনগণ!) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব।

অন্যত্রঃ

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু হযরত মূসা (আ)–এর অনুবর্তীদের সাবধান করে বলেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○ (اِبْرَاهِيْم: ٧)

উচ্চারণঃ লাইন্‌ শাকার্‌তুম লাআঝী দান্নাকুম্‌ ওয়া লাইন্‌ কাফার্‌তুম্‌ ইন্না আযা–বী লাশাদীদ্‌।

অর্থাৎঃ যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দান করব আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তাহলে জেনে রেখ, আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ও কঠোর।

২০. আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভের পর তাঁর তসবীহ্‌ করার নির্দেশ

মক্কা বিজয় ও দলে দলে লোকদের ইসলামে দাখিল হবার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় নবীকে নির্দেশ করেনঃ

www.pathagar.com

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○ (النصر: ٣)

উচ্চারণঃ ফাসাব্বি'হ্ বি'হাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্ তাগ্‌ফির্‌হু ইন্নাহূ কা-না তাওয়া-বা-।

অর্থাৎঃ অতঃপর (হে নবী!) তুমি তোমার খোদার প্রশংসা সহকারে তার তসবীহ কর এবং তার নিকট ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি বড় তওবা গ্রহণকারী।

২১. দোয়া হিসেবে সালাম করার আদেশ

মুমিনদের পারস্পরিক সাক্ষাতের শিষ্টাচার হিসেবে সালাম বিনিময় বা শান্তি কামনার আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআন বলছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ○ (النور: ٢٧)

উচ্চারণঃ ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্‌খুলূ বুইয়ুতান্ গাইরা বুইয়ূতিকুম হাত্তা-তাসতা'নিসূ ওয়া তুসাল্লিমূ 'আলা-আহ্‌লিহা।

অর্থাৎঃ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তার বাসিন্দাদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম কর।

কুরআন আরো বলছেঃ

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ○ (النور: ٦١)

উচ্চারণঃ ফাইযা- দাখাল্‌তুম বুইয়ূতান ফাসাল্লিমূ 'আলা- আনফুসিকুম্ তাহিয়্যাতাম্ মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হি মুবা-রাকাতান্ তাইয়্যিবাহ্।

অর্থাৎঃ আর তোমরা যখন নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর, নিজেদের লোকদের সালাম কর দোয়া হিসেবে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা বরকতময়, উৎকৃষ্ট।

www.pathagar.com

আল-হাদীসে যিকর প্রসঙ্গ

১. আল্লাহ্ যখন বান্দাহ্‌র সাথে থাকেন

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ইরশাদ করেছেনঃ আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি ঠিক তদ্রূপ। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি মনে মনে আমায় স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে স্মরণ করি এমন সমাবেশে যা তার চেয়ে উত্তম।

২. আল্লাহ্‌র স্মরণকারীদের ফিরেশতারা ঘিরে নেয়

রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই, যারা আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) করতে থাকে অথচ ফিরেশতারা তাদের ঘিরে নেয় না, তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত দিয়ে ঢেকে দেয় না এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করে না। আর আল্লাহ্ তাঁর কাছে যারা থাকে, তাদের সাথে এ স্মরণকারীদের কথা আলোচনা করেন না।

সহীহ্ মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

৩. আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় যিকর

সাহাবী হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে — لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্)। তিনি আরো বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুব্‌হা-ল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহ্) তার জন্যে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগান হয়।

হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে যে কথাটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়, সেটি হচ্ছে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহ্)। তিনি আরো বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

www.pathagar.com

(সুব্‌হা–নাল্লা–হি ওয়া বিহাম্‌দিহ্‌), তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান।

৪. ওজনে ভারী ও আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় বাক্য

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলছেনঃ এমন দু'টি বাক্য আছে যা মুখে হাল্কা লাগে (সহজে উচ্চারণ করা যায়) কিন্তু ওজনে খুব ভারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। বাক্য দু'টি হচ্ছেঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ · سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (সুবহা–নাল্লা–হি ওয়া বিহামদিহ্‌ সুবহা–নাল্লা–হিল্‌ আঁজীম,) অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে' 'মহীয়ান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি আরো বলেছেন, আমার কাছে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ، (সুব্‌হা–নাল্লা–হ্‌, ওয়াল্‌ হামদু লিল্লা–হ্‌ ওয়ালা–ইলা–হা ইল্লাল্লা–হু ওয়াল্লা–হু আকবার্‌) বলা দুনিয়ার সব জিনিসের চেয়েও বেশী প্রিয়।

৫. কিয়ামত দিবসের সবচেয়ে ভাল আমল

রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যখন সকাল হয় ও যখন সন্ধ্যা হয়, তখন যে ব্যক্তি ১০০ বার বলে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুব্‌হা–নাল্লা–হি ওয়া বিহাম্‌দিহ্‌) কিয়ামতের দিন তার চেয়ে ভাল আমল আর কারো হবে না, তবে একমাত্র সেই ব্যক্তির ছাড়া যে এই কালামটি তার সমান বলে কিংবা তার চেয়ে বেশী বার বলে।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৬. হাজার নেকী অর্জন ও হাজার গুনাহ্‌ মোচনের তসবীহ

সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ১০০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুব্‌হা–নাল্লা–হ্‌) পড়বে, তার নামে ১০০০ নেকী লেখা হবে কিংবা তার ১০০০ গুনাহ্‌ মিটিয়ে দেয়া হবে। তিনি আরো বলেছেনঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের পোশাকের উপর সাদকা ওয়াজিব। কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেক বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুব্‌হা–নাল্লা–হ্‌) বলা একটি সাদকা, প্রত্যেকবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লা–হ্‌) বলা সাদকা, প্রত্যেক বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলা সাদকা, প্রত্যেকবার 'তাকবীর' বলা সাদকা, ভাল কাজের আদেশ করা সাদকা এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা সাদকা।'

(সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

৭. প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্যের সময় দোয়া

রসূলে করীম (স) আবু হুরাইরা (রা)–কে বলেনঃ বান্দাহ্ যখন সিজদায় থাকে, তখনই সে আপন প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। কাজেই সিজদায় বেশী করে দোয়া কর। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)–কে বলেনঃ রুকূতে আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর আর সিজদায় বেশী বেশী দোয়া করার চেষ্টা কর। কারণ তা তোমাদের জন্যে কবুল হয়ে যাওয়াই সঙ্গত।

হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

৮. যিকর করা ও না–করার দৃষ্টান্ত যেমন জীবিত ও মৃত

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার প্রভুর (রব–এর) যিকর করে আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিকর করেনা, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। এ প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ যে গৃহে আল্লাহ্‌র যিকর হয় আর যে গৃহে হয়না, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে সহীহ্ মুসলিম শরীফে।

৯. দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব

নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

উচ্চারণঃ লা–ইলা–হা ইল্লা–ল্লা–হু ওয়াহ্‌দাহূ লা–শারীকা লাহূ লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ 'হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা–কুল্লি সাইয়িন্ ক্বাদীর্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিশালী।

সে দশটি গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে। তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে মুছে ফেলা হবে ১০০টি গুনাহ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

১০. যে কালাম পাঠকারীর জন্যে যথেষ্ট

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) আব্দুল্লাহ ইবনে

www.pathagar.com

খুবাইব (রা)-কে বলেছেনঃ সকাল ও সন্ধ্যায় قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (কুল হুয়াল্লা-হু আ'হাদ্, কুল আ'উযু-বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স্) এই তিনটি সূরা তিনবার করে পড়; তাহলে এগুলো সব কিছু থেকে তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে। (সকাল ও সন্ধ্যা বলতে সাধারণতঃ ফজর ও মাগরিবের নামাজের পরবর্তী সময়কে বুঝানো হয়ে থাকে।)

১১. তিন প্রকারের দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়

রসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তিনটি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সেগুলো হচ্ছেঃ মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পুত্রের জন্যে পিতার দোয়া। হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনা অনুসারে মহানবী (স) বলেছেনঃ মজলুমের ফরিয়াদ আর আল্লাহ্‌র মাঝে কোন আবরণ থাকে না।

১২. যে কালাম পাঠকারীর কেউ ক্ষতি করতে পারে না

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ও প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোয়াটি ৩ বার পড়লে কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারে নাঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হিল্ লাযী লা-ইয়া যুররু মা'আস্‌মিহী শাইয়ুন্ ফিল্ আরযি ওয়ালা-ফিস্ সামা-ই ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম্।

অর্থাৎঃ শুরু করছি আমি সেই আল্লাহ্‌র নামে, যার নামের বরকতে আকাশে ও পৃথিবীতে কোন জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।

১৩. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও গুনাহ মার্জনার দোয়া

নবী করীম (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাঁর সেই বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে আহার করার সময় আল্লাহ্‌র গুণগান করে এবং পানি পান করার সময়ও তাঁর প্রশংসা কীর্তন

www.pathagar.com

করে। সহীহ্ মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছে। আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আহার করার পর বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা–হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা–যা ওয়া রাঝাক্বতানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা–ক্বুওওয়াহ্।

অর্থাৎঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন এবং আমাকে রিযিক দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই।

তার পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

১৪. যে কালাম অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করে

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, খাওলা বিন্‌তে হাকীম (রা) রসূলে আকরাম (স)–কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে সাময়িক বিরতির জন্যে অবতরণ করে এবং বলে–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা–তিল্লা–হিত্ তা–ম্মা–তি মিম্ শার্‌রি মা–খালাক্ব।

অর্থাৎঃ আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কালেমাগুলোর সহায়তায় তার সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, তাকে সেই স্থান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না।

১৫. জান্নাত লাভের সর্বোৎকৃষ্ট ইস্তেগফার

নবী করীম (স) বলেছেনঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইস্তেগফার হচ্ছে বান্দাহ্‌র এটা বলাঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ

www.pathagar.com

اِغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ، لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ (بخارى)

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা, খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্‌দুকা ওয়া আনা 'আলা- 'আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু, আউযুবিকা মিন্ শাররি মা-সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্‌বী ইগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা-আন্‌তা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকব। আমার কৃতকর্মের কুফল ও মন্দ পরিণাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমাকে প্রদত্ত তোমার সমস্ত নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি আমার গুনাহ্‌র কথাও। তুমি আমায় মাফ কর, কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।

মহানবী (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এ কথাগুলো দিনের বেলা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলে এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে ঐ দিনই মারা যায়, সে জান্নাতবাসী। যে ব্যক্তি তা রাতের বেলায় আন্তরিকতার সাথে বলে এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়, সেও জান্নাতবাসী।

সহীহ বুখারী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

১৬. যে কালাম পাঠকারী কখনো ব্যর্থকাম হয়না

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ নামাজের পর পঠিতব্য এমন কতিপয় কালাম আছে, যা পাঠকারী কখনো ব্যর্থকাম হয় না। সে কালামগুলো হচ্ছেঃ প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহা-নাল্লা-হ্), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদু লিল্লা-হ্) ও ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার)বলা।

১৭. জান্নাতের গুপ্তধন

রসূলে আকরাম (স) হযরত আবু মূসা (রা)-কে বলেন, জান্নাতের গুপ্তধন হচ্ছেঃ

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. (بخارى و مسلم)

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্‌।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া কেউ দুষ্কৃতি বর্জন ও সুকৃতি সম্পাদন করতে পারে না।

১৮. মুসলিম ভাইর অসাক্ষাতে দোয়ার সুফল

আবু দারদা (রা) বলেন, তিনি রসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ কোন মুসলিম বান্দাহ যখন তার ভাইয়ের জন্যে তার অসাক্ষাতে দোয়া করে, তখন ফিরেশতা বলে, 'তোমার জন্যেও অনুরূপ।' তিনি আরো বলেন, রসূলে করীম বলতেনঃ ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্যে কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখন মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে কোন দোয়া করে, তখন ঐ দায়িত্বশীল ফিরেশতা বলেঃ 'আমীন, তোমার জন্যেও অনুরূপ।'

ইমাম মুসলিম উভয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯. ধৈর্য ধারণে দোয়া কবুল হয়

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেন, নবী করীম (স) বলেনঃ তোমাদের যে কোন লোকের দোয়া কবুল করা হয়, যদি সে তাড়াহুড়া না করে। অর্থাৎ সে বলতে থাকেঃ আমি আমার প্রভুর কাছে দোয়া করেছিলাম; কিন্তু আমার সেই দোয়া তিনি কবুল করেননি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ বান্দাহ্‌র দোয়া হামেশাই কবুল করা হয়, যতক্ষণ সে কোন গুনাহ্‌ কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করার দোয়া না করে এবং যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাড়াহুড়া বলতে কি বুঝায়? জবাব দিলেনঃ দোয়াকারী বলতে থাকে, আমি অনেক দোয়া করেছি (অর্থাৎ আমি বারবার দোয়া করেছি); কিন্তু আমার দোয়া কবুল হতে দেখলাম না। এরফলে সে নিরাশ হয়ে দোয়া করা ছেড়ে দেয়।

২০. বেশী বেশী দোয়ার বেশী বেশী সুফল

উবাদা বিন্‌ সামেত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ পৃথিবীর যে কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে (অর্থাৎ কিছু চাইলে) তিনি তাকে তা দান করেন অথবা তার থেকে সেই ধরণের কোন অনিষ্টকারিতা দূর করে দেন, যতক্ষণ না সে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে। উপস্থিত এক ব্যক্তি

www.pathagar.com

বললঃ এবার থেকে তাহলে আমরাও বেশী করে দোয়া করব। রসূলে করীম (স) বললেনঃ আল্লাহ্‌ও তোমাদের দোয়া বেশী বেশী করে কবুল করবেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২১. নিজের বা সন্তানের জন্যে বদ দোয়া করার বিপদ

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করছেন, নবী করীম (স) বলেনঃ নিজের জন্যে বদ দোয়া কোরনা, নিজের সন্তানদের জন্যে বদ দোয়া কোরনা, নিজের সম্পদের ব্যাপারেও বদ দোয়া কোরনা। কারণ এই বদ দোয়ার মুহূর্তটি সেই সময়ে পড়ে যেতে পারে, যখন আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাইলে বা প্রার্থনা করলে তা কবুল করা হয়। এভাবে এই বদ দোয়াটিও কবুল হয়ে যেতে পারে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২২. দোয়া বেশী কবুল হওয়ার সময়

আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে খোদা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ কোন্ দোয়া বেশী কবুল হয়? জবাব দিলেনঃ 'শেষ রাতের মধ্যকালের ও ফরয নামাজের পরবর্তী সময়ের দোয়া।'

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে বান্দাহর প্রার্থনা

কুরআনের নির্বাচিত দোয়াসমষ্টি

১. সৃষ্টিলোক সম্পর্কে চিন্তাশীল লোকদের স্বতঃস্ফূর্ত নিবেদন

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন সম্পর্কে চিন্তাশীল লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নিবেদন পেশ করেঃ

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ○ (آل عمران : ١٩٣)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- ইন্নানা- সামি'না- মুনা-দিইয়াঁই ইয়ুনা-দী লিল্ ঈমা-নি আন্ আ-মিনূ বিরাব্বিকুম ফা আ-মান্না-, রাব্বানা- ফাগ্ফিরলানা- যুনুবানা- ওয়া কাফ্ফির 'আন্না- সাইয়্যিআ-তিনা- ওয়া তাওয়াফ্ফানা- মা'আল্ আবরা-র্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমরা একজন আহবানকারীর আমন্ত্রণ শুনতে পেয়েছি, যে ঈমানের জন্যে আহবান জানাচ্ছিল (এবং বলছিল যে) তোমরা তোমাদের খোদাকে মেনে নাও; আমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করেছি। অতএব, হে আমাদের পরোয়ারদিগার! (গাফলতির দরুণ) যে অপরাধ আমরা করেছি, তা ক্ষমা কর; আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষত্রুটি রয়েছে, তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন কর।

তারা আরো বলে উঠেঃ

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○ (آل عمران : ١٩٤)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- ওয়া আ-তিনা- মা-ওয়া 'আদ্তানা-'আলা-রুসুলিকা ওয়ালা-তুখ্যিনা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্, ইন্নাকা লা-তুখ্লিফুল মি'য়া-দ্।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে খোদা! তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছ, তা পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার সম্মুখীন কোরনা। এটা নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাপী নও।

২. আল্লাহ্‌র ফরমানের প্রতি নিষ্ঠাবান বান্দাহ্‌দের আনুগত্য ঘোষণা

খোদার অনুগত বান্দাহ্‌রা তাঁর ফরমানের প্রতি এইভাবে আনুগত্য ঘোষণা করেঃ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ○ (اٰلِ عِمْرٰن : ٥٣)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- আ-মান্না- বিমা- আন্‌যাল্‌তা ওয়াত্‌ তাবা'নার্‌ রাসূলা ফাক্‌তুব্‌না মা'আশ্‌ শা-হিদীন্‌।

অর্থাৎঃ হে খোদা! তুমি যে ফরমান নাজিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

তারা মহান আল্লাহ্‌র সমীপে হর-হামেশা এই আনুগত্যসূচক বাক্য উচ্চারণ করেঃ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ○ (اَلْمُؤْمِنُوْن : ١٠٩)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- আ-মান্না- ফাগ্‌ফির্‌লানা- ওয়ার্‌হাম্‌না- ওয়া আন্‌তা খাইরুর রা-হিমীন্‌।

অর্থাৎঃ হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি রহম কর; তুমি সব রহমকারী থেকে অতি উত্তম দয়াবান।

মুমিন বান্দাহ্‌ একথাও আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়াবনত চিত্তে নিবেদন করেঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ○ (اَلْمُؤْمِنُوْن : ١١٨)

উচ্চারণঃ রাব্বিগ্‌ফির্‌ ওয়ার্‌'হাম ওয়া আন্‌তা খাইরুর রা-হিমীন্‌।

অর্থাৎঃ হে আমার খোদা! আমায় মাফ কর, রহম কর; তুমি সব দয়াবান থেকে অতি উত্তম দয়াবান।

www.pathagar.com

৩. ঈমানী দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা

মুমিন বান্দাহ্‌গণ ঈমানী দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করে এভাবেঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ أَنْتَ
مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ (البقرة : ٢٨٦)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- লা-তু আ-খিয্‌না-ইন্না সীনা- আও আখ্‌ত্বানা-, রাব্বানা- ওয়ালা- তা'হ্‌মিল 'আলাইনা- ইস্‌রান্ কামা-'হামাল্‌তাহূ আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিনা-, রাব্বানা- ওয়ালা- তু'হাম্মিলনা- মা-লা- ত্বা-ক্বাতা লানা- বিহ্‌, ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগ্‌ফির লানা- ওয়ারহাম্‌না- আন্‌তা মাও লা-না- ফান্‌সুরনা-'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়, তার জন্যে আমাদের শাস্তি দিও না। হে খোদা! আমাদের উপর সেই ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা, যে রূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে খোদা! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিও না। (প্রভু হে!) আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর; তুমিই আমাদের মাওলা - আশ্রয়দাতা; কাফিরদের উপর তুমি আমাদের সাহায্য দান কর।

৪. আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী মুমিনদের তওফীক কামনা

নবীদের সঙ্গী-সাথী ও আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী লোকেরা নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করেঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○ (اٰل عمران : ١٤٧)

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ রাব্বানাগ্ ফির্‌লানা–যুনূবানা–ওয়া ইস্‌রা–ফানা–ফী আম্‌রিনা–ওয়া সাব্বিত্ আক্বদা–মানা–ওয়ান্‌সুর্‌না–'আলাল্ ক্বাওমিওল্ কা–ফিরীন্।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কর্মকান্ডে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যাকিছু লংঘিত হয়েছে তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফিরদের মুকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)–এর ন্যায় নিম্নোক্ত ভাষায় আল্লাহ্‌র তওফীক কামনা করেঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ○ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ○ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ○ (طٰهٰ : ٢٥-٢٨)

উচ্চারণঃ রাব্বিশ্ রা'হ্‌লী সাদ্‌রী, ওয়া ইয়াস্‌সির্‌লী আম্‌রী, ওয়াহ্‌লুল্ উক্বদাতাম্ মিল্ লিসা–নী, ইয়াফ্‌ক্বাহূ ক্বাওলী।

অর্থাৎঃ হে খোদা! আমার বক্ষদেশ খুলে দাও, আমার কাজকে আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার মুখের গ্রন্থি শিথিল করে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।

সে আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের সময় নিম্নরূপ ভাষায় প্রার্থনা করেঃ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○ (طٰهٰ : ١١٤)

উচ্চারণঃ রাব্বি ঝিদ্‌নী 'ইল্‌মা–।

অর্থাৎঃ হে পরোয়ারদিগার, আমাকে অধিকতর জ্ঞান দান কর।

৫. ঈমানদার ব্যক্তিদের আল্লাহ্ নির্ভরতার অভিব্যক্তি

ঈমানদার ব্যক্তিগণ হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর সঙ্গী–সাথীদের ন্যায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা ব্যক্ত করে নিম্নরূপ ভাষায়ঃ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ (الممتحنة : ٤)

উচ্চারণঃ রাব্বানা–'আলাইকা তাওয়াক্কাল্‌না– ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না– ওয়া ইলাইকাল্ মাসীর্।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার উপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার সমীপেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তারা আল্লাহ্‌র দরবারে আরো প্রার্থনা করেঃ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (الممتحنة: ٥)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- লা-তাজ্ব'আলনা- ফিত্‌নাতাল্ লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগ্‌ফির্ লানা- রাব্বানা-, ইন্নাকা আন্‌তাল্ আঝীঝুল্ 'হাকীম্।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে কাফিরদের জন্যে ফিতনা বানিয়ে দিওনা; হে আমাদের প্রভু! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ-বিচক্ষণ।

৬. মুমিন বান্দাহ্‌দের জন্যে ফিরেশতাদের মাগফিরাত কামনা

আরশের নিকটবর্তী ফিরেশতারা ঈমানদার লোকদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করে এই ভাষায়ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ (المؤمن، ٧)

উচ্চারণঃ রাব্বানা-ওয়াসি'তা কুল্লা শাইয়িন্ রা'হমাতাঁও ওয়া 'ইলমান্ ফাগ্‌ফির লিল্লাযীনা তা-বূ ওয়াত্তাবা'উ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম আযাবাল্ জ্বা'ঈম।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! তুমি তোমার রহমত ও ইলম দ্বারা সকল জিনিসকে গ্রাস করে রেখেছ, অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোজখের আযাব থেকে বাঁচাও সেই লোকদেরকে যারা তওবা করেছে এবং তোমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছে।

তারা মুমিনদের জন্যে আরো দোয়া করেঃ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

www.pathagar.com

اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

উচ্চারণঃ রাব্বানা- ওয়াদ্‌খিল্‌হুম জ্বান্না-তি 'আদ্‌নিনিল্ লাতী ওয়া আদ্‌তাহুম্ ওয়া মান্ সালা'হা মিন্ আ-বা-ইহিম্ ওয়া আঝ্‌ওয়াজ্বিহিম্ ওয়া যুররিইয়া-হিম্ ইন্নাকা আন্‌তাল 'আঝীঝুল 'হাকীম।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আর তাদেরকে দাখিল কর চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, তুমি তাদের নিকট যার ওয়াদা করেছ। আর তাদের পিতামাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক হবে, (তাদেরকেও সেখানে তাদের সঙ্গেই পৌঁছিয়ে দাও।) নিঃসন্দেহে তুনি নিরঙ্কুশ শক্তিমান ও মহাবিজ্ঞানী।

৭. আল্লাহর কাছে মুমিন বান্দাহর হিকমত ও জান্নাত প্রার্থনা

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রকৃত অনুবর্তী খোদার কাছে হিকমত প্রার্থনা করে এই ভাষায়ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○ (الشُّعَرَاء : ٨٣)

উচ্চারণঃ রাব্বি হাব্‌লী 'হুক্‌মাঁও ওয়াল 'হিক্বনী বিস্‌সা-লি'হীন্।

অর্থাৎঃ হে আমার খোদা! আমাকে হিকমত (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান কর। আর আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত কর।

সে খোদার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে এই বলেঃ

وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ○ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ○ (الشُّعَرَاء ٨٥-٨٧)

উচ্চারণঃ ওয়াজ্ব'আলনী মিঁও ওয়ারাসাতি জান্নাতিন্ না'য়ীম্- -, ওয়ালা- তুখ্‌ঝিনী ইয়াওমাইউব্'আসূন্।

অর্থাৎঃ (হে খোদা! আমাকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শামিল কর---আমাকে সেদিন লাঞ্ছিত কোরনা, যেদিন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে।

৮. আপন পিতামাতা ও সন্তানদের জন্যে কতজ্ঞ বান্দাহর দোয়া

আল্লাহ্‌র বিশেষ নিয়ামত লাভের পর কৃতজ্ঞ বান্দা নিজের ও সন্তানদের জন্যে দোয়া করে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

www.pathagar.com

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ○ (ابْرَاهِيْم: ٤٠)

উচ্চারণঃ রাব্বিজ্‌'আল্‌নী মুক্বীমাস্‌ সালা–তি ওয়া মিন্‌ যুররিইয়াতী, রাব্বানা– ওয়া তাক্বাব্বাল্‌ দু'আ–ই।

অর্থাৎঃ হে আমার খোদা! আমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও (এমন লোক বের কর, যারা এ কাজ করবে)। হে খোদা! আমার দোয়া কবুল কর।

তারা আপন পিতামাতার জন্যে প্রার্থনা করে এই বলেঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○ (ابْرَاهِيْم: ٤١)

উচ্চারণঃ রাব্বানাগ্‌ ফিরলী ওয়ালি ওয়া–লিদাইয়্যা ওয়া লিল্‌ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল্‌ হিসা–ব্‌।

অর্থাৎঃ হে খোদা! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে–আর সব ঈমানদার লোকদেরকে সেই দিন ক্ষমা করে দিও, যেদিন হিসাব কার্যকর হবে।

৯. স্ত্রী–পরিজন ও নেক সন্তানের জন্যে মুমিনের প্রার্থনা

মুমিন বান্দাহ আল্লাহ্‌র কাছে স্ত্রী–পরিজনের জন্যে এই প্রার্থনা করেঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○ (الفرقان: ٧٤)

উচ্চারণঃ রাব্বানা– হাব্‌লানা– মিন আঝওয়া–জ্বিনা– ওয়া যুর্‌রিইয়া–তিনা– ক্বুর্‌রাতা আ'ইয়ুনিঁও ওয়াজ্ব'আল্‌না– লিল্‌ মুত্তাক্বীনা ইমা–মা–।

অর্থাৎঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহ শীতল করে দাও এবং আমাদেরকে খোদাভীরু (মুত্তাকী) লোকদের ইমাম বানাও।

সে খোদার নিয়ামতের শুক্‌র আদায় করে নেক সন্তানের জন্যে দোয়া করে এই ভাষায়ঃ

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَ اَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○ (الاحقاف : ١٥)

উচ্চারণঃ রাব্বি আওঝি'নী আন্ আশ্‌কুরা নি'মাতাকাল্ লাতী আন্'আম্‌তা আলাইয়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন্ আ'মালা সা-লিহান তারযা-হু ওয়া আস্‌লিহলী ফী যুর্‌রিইয়াতী ইন্নী তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন্।

অর্থাৎঃ হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তওফীক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোক্‌র আদায় করি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যেন এমন নেক আমল করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; আর আমার সন্তানকেও নেক বানিয়ে আমাকে শান্তি-সুখ দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত বান্দাহ্‌দের মধ্যে শামিল আছি।

১০. অগ্রবর্তী ভাইদের জন্যে পরবর্তী মুমিনদের শুভ কামনা

প্রশস্ত-হৃদয় মুমিনগণ তাদের নিজেদের ও অগ্রবর্তী ভাইদের জন্যে শুভ কামনা করে এইভাবেঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا
غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○ (الحشر : ١٠)

উচ্চারণঃ রাব্বানাগ্ ফির্‌লানা- ওয়ালি ইখ্‌ওয়া-নিনাল লাযীনা সাবাকূনা বিল্ ঈমা-নি ওয়ালা- তাজ্ব'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা- ইন্নাকা রাউফুর রাহীম্।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমা দান কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের হৃদয়ে ঈমানদার লোকদের জন্যে কোন হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুভাব রেখনা; হে আমাদের খোদা! তুমি বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়।

১১. শয়তানী চক্রান্ত ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া

ঈমানদার ব্যক্তি শয়তানী চক্রান্ত থেকে সুরক্ষার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এ ভাষায়ঃ

www.pathagar.com

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ○
(اَلْمُؤْمِنُوْن : ٩٧-٩٨)

উচ্চারণঃ রাব্বি আ'ঊযুবিকা মিন্ হামাঝা-তিশ্ শায়া-তীন্, ওয়া আ'ঊযুবিকা রাব্বি আঁইইয়াহ্যুরূন্।

অর্থাৎঃ হে পরোয়ারদিগার! আমি সব শয়তানের উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। বরং হে আমার খোদা! আমি তো আমার কাছে তাদের আগমন থেকেও আশ্রয় চাই।

আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাহ কোন ভ্রান্তির দরুণ বিপদে নিপতিত হলে হযরত ইউনুস (আ)-এর ন্যায় পরিত্রাহি কামনা করে এ ভাষায়ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা সুব্‌হা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্ জা-লিমীন।

অর্থাৎঃ নেই কোন মাবুদ তুমি ছাড়া, পবিত্র মহান সত্তা। আমি অবশ্যই অপরাধী—জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

১২. আল্লাহ্‌র নির্দেশ লংঘনের পর অনুতপ্ত বান্দাহদের তওবা

আল্লাহ্‌র নির্দেশ লংঘনের পর তাঁর অনুতপ্ত বান্দাহরা আদিমানব হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করে নিম্নরূপ ভাষায়ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○
(اَلْاَعْرَاف:٢٣)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- জালাম্‌না- আন্‌ফুসানা-, ওয়া ইল্লাম্ তাগ্‌ফির্‌লানা- ওয়া তার্'হামনা- লানাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন্।

অর্থাৎঃ হে খোদা! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব।

প্রকৃত মুত্তাকী ও জান্নাত প্রত্যাশী লোকেরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতি জানায় এভাবেঃ

www.pathagar.com

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ○ (اٰلِ عِمْرَان : ١٦)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগ্‌ফির্‌লানা- যুনূবানা- ওয়াক্বিনা- আযা-বান্‌ না-র।

অর্থাৎঃ হে খোদা! আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহ-খাতাহ্‌ (দোষত্রুটি) মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

দয়াময় আল্লাহ্‌র সচেতন বান্দাহরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে আরো প্রার্থনা জানায় রহমানের দরবারেঃ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا○ (اَلْفُرْقَان : ٦٥)

উচ্চারণঃ রাব্বানাস্‌ রিফ্‌ 'আন্না- আযা-বা জাহান্নাম্‌, ইন্না আযা-বাহা- কা-না গারা-মা-।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও; তার আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে।

১৩. মহত্তম কাজ সম্পাদনের পর মুমিনের দোয়া

ঈমানদার ব্যক্তি কোন মহত্তম কাজ সম্পাদনের পর তার কবুলিয়তের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে, যেমন করে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) কাবাগৃহের প্রাচীর নির্মাণের পর দোয়া করেছিলেন এই ভাষায়ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○ (اَلْبَقَرَة ١٢٧)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- তাক্বাব্বাল্‌ মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল 'আলীম্‌।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের এই কাজকে তুমি কবুল কর (একে বরকত ও কল্যাণে পূর্ণ করে দাও)।

১৪. যান-বাহনে আরোহণের সময় মুমিনদের খোদা-নির্ভরতা

মুমিন বান্দাহগণ যান-বাহনে আরোহনের সময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করে বলেঃ

www.pathagar.com

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○ (الزخرف : ١٣-١٤)

উচ্চারণঃ সুব্‌হা–নাল্‌ লাযী সাখ্‌খারা লানা– হা–যা– ওয়ামা– কুন্না– লাহূ মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না– ইলা– রাব্বিনা– লামুন্‌ক্বালিবূন্‌।

অর্থাৎঃ মহান পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্যে এই জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে বশ করতে পারতাম না। আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের খোদার নিকট ফিরে যেতে হবেই।

তারা নৌযানে আরোহনের সময় হযরত নূহ (আ)–এর ন্যায় নিবেদন করেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (هود : ٤١)

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা–হি মাজ্বরে–হা ওয়া মুর্‌সা–হা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রা'হীম।

অর্থাৎঃ (নূহ তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীকে নৌকারোহণের আদেশ দিয়ে বললেনঃ) আল্লাহ্‌র নামেই এর চলা এবং এর স্থিতি। আমার খোদা বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৫. বিশাল শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা

ঈমানদার ব্যক্তিগণ যখন সংখ্যায় অল্প হয়েও বিশাল শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হয়, তখন তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে নিম্নরূপ ভাষায়ঃ

رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ؕ (البقرة : ٢٥٠)

উচ্চারণঃ রাব্বানা– আফ্‌রিগ্‌ 'আলাইনা– সাব্‌রাঁও ওয়া সাব্বিত্‌ আক্বদা– মানা– ওয়ান্‌সুরনা–'আলাল্‌ ক্বাওমিল্‌ কা–ফিরীন্‌–।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।

১৬. দো–জাহানের কল্যাণকামী বান্দাহ্‌দের প্রার্থনা

দো–জাহানের কল্যাণকামী মুমিন বান্দাহ্‌রা মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে এ ভাষায়ঃ

www.pathagar.com

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (البقرة)

উচ্চারণঃ রাব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্ দুন্‌ইয়া- হাসানাতাঁও ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা- আযা-বান্ না-র্।

অর্থাৎঃ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও; আর দোজখের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

www.pathagar.com

মহানবী (স)–এর দৈনদিন আমল

১. সকাল–সন্ধ্যার তসবীহ

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) সকাল হলে বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা বিকা আস্‌বা'হ্‌না– ওয়া বিকা আম্‌সাইনা– ওয়া বিকা না'হ্‌ইয়া– ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমারই কুদরতে আমরা সকাল করি এবং তোমারই কুদরতে আমরা সন্ধ্যা করি আর তোমারই নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারই নামে আমরা মরি আর তোমারই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

আবার সন্ধ্যা হলে তিনি বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা বিকা আম্‌সাইনা– ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া– ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার কুদরতে আমরা সন্ধ্যা করি, তোমার নামে আমরা বাঁচি ও তোমার নামে আমরা মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

হাদীসটি তিরমিযী ও আবু দাউদ উভয় গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) সকাল বেলা নিম্নোক্ত কালামও উচ্চারণ করতেনঃ

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ○ (مسلم)

উচ্চারণঃ আস্‌বাহ্‌না– ওয়া আস্‌বা'হাল মুল্‌কু লিল্লা–হ্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র জন্যে আমরা রাত কাটিয়ে ভোর করলাম এবং গোটা পৃথিবীও ভোর করল।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (স) সন্ধ্যাকালে এ দোয়াটিও পড়তেনঃ

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

উচ্চারণঃ আম্‌সাইনা- ওয়া আম্‌সাল্ মুল্‌কু লিল্লা-হি ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লা-হ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া'হ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহ্, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র জন্যেই আমরা সন্ধ্যা করলাম এবং গোটা পৃথিবীই সন্ধ্যা করল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই জন্যে এবং প্রশংসা তাঁরই জন্যে আর তিনি সব কিছুর উপর প্রতাপশালী।

তিনি সন্ধ্যাকালে আরো বলতেনঃ

رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ○

উচ্চারণঃ রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা-ফী হা-যিহীল্ লাইলাহ্, ওয়া খাইরা মা-বা'দাহা- ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ শার্‌রি মা-ফী হা-যিহিল্ লাইলাতি ওয়া শার্‌রি মা-বা'দাহা, রাব্বি আ'উযুবিকা মিনাল্ কাস্‌লি ওয়া সুইল্ কিবার্, রাব্বি আ'উযুবিকা মিন্ আযা-বি ফিন্ না-রি ওয়া আযা-বি ফিল্ ক্বাব্‌র।

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু বকর (রা)-কে নিম্নোক্ত কালামসমূহ সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে বলেনঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّ مَلِيْكَهٗ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুমা ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি আ-লিমাল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাহ্, রাব্বা কুল্লা শাইয়িঁও ওয়া মালীকাহ্, আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রি নাফ্সী ওয়া শার্‌রিশ্ শাইত্বা-নি ওয়া শির্‌কিহ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সহূহের জ্ঞানের অধিকারী, প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও স্বত্ত্বাধিকারী, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং শয়তানের অনিষ্টকারিতা ও তার শির্ক করানো থেকে।

রসূলে করীম (স) বলেনঃ সকালে, সন্ধ্যায় ও বিছানায় শয়নকালে এ কথাগুলো বল।

সুনানে তিরমিযী ও সহীহ হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) সকাল-সন্ধ্যা কখনো এই কালামসমূহ পরিহার করতেন নাঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَ دُنْيَاىَ وَ اَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَ اٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَ مِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ ، وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুমা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আ-ফিয়াতা ফিদ্দুন্ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ্, আল্লা-হুমা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফ্ওয়া ওয়াল্ 'আ-ফিয়াতা ফী

www.pathagar.com

দ্বীনী ওয়া দুন্‌ইয়া-য়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাস্ তুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিন্ রাও'আ-তি, আল্লা-হুম্মা'হ্ ফিজ্‌নী মিম্ বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন্ খাল্‌ফী ওয়া 'আন্ ইয়ামীনী ওয়া' 'আন্ শিমা-লী ওয়া মিন্ ফাওক্বী, ওয়া আ'উযু বি'আজমাতিকা আন্ আগ্‌তা-লা মিন্ তাহ্‌তী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার কাছে শান্তি ও স্বস্তি প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি আমার দ্বীন ও দুনিয়া এবং আমার পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে তোমার কাছে ক্ষমা ও শান্তি প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার নগ্নাবস্থাকে তুমি আবৃত করে দাও এবং অস্থিরতাকে স্থিরতায় পরিণত কর। হে আল্লাহ্! সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে ও উপর থেকে আমায় হিফাজত কর; আর আমি ভূমি ধসে নিহত হওয়ার বিপদ থেকে তোমার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রসূলে আকরাম (স) থেকে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন ব্যক্তি সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিপদে নিপতিত হবে না এবং সন্ধ্যায় পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিপদ আসবে না। সে কালাম হলোঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ، وَمَالَمْ يَشَآءْ لَمْ يَكُنْ وَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. وَاَنَّ اللّٰهَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ رَبِّىْ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, 'আলাইকা তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়া আন্‌তা রাব্বুল 'আর্‌শিল্ 'আজীম্, মা-শা-আল্লা-হু কা-না, ওয়ামা- শা-আ লাম্ ইয়াকুন্ ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-

www.pathagar.com

বিল্লা–হিল্ 'আলিয়্যিল 'আজীম, আ'লামু আন্না ল্লা–হা 'আলা– কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর, ওয়া আন্না ল্লা–হা আহা–ত্বা বিকুল্লি শাইয়িন 'ইল্‌মা, আল্লা–হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ শার–রি নাফ্‌সী ওয়া মিন্ শার্‌রি কুল্লি দা–ব্বাতিন্ রাব্বী আ–খিযুন্ বিনা–সিয়াতিহা– ইন্না রাব্বী 'আলা–সিরা–ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার উপর নির্ভর করি। তুমি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ যা চান তা–ই সংঘটিত হয় আর যা চান না তা সংঘটিত হয়না। মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন চেষ্টা ও শক্তিই কার্যকর হয়না। আমি বিশ্বাস রাখি, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর প্রতাপশালী। তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টিত। হে আল্লাহ্! আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমি প্রভুর আয়ত্তাধীন প্রতিটি প্রাণীর অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। নিঃসন্দেহে আমার প্রভু সরল–সোজা পথের উপর অবিচল।

২. শয়ন কালের তসবীহ

সাহাবী হযরত হুজাইফা (রা) বলেনঃ নবী করীম (স) যখনই বিছানায় শয়ন করতে যেতেন, তখনই বলতেনঃ

بِسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا ○

উচ্চারণঃ বিস্‌মিকা আল্লা–হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার নামে আমি মরি এবং তোমার নামে জাগি।

আর যখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, তখন বলতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

উচ্চারণঃ আল্ হামদু লিল্লা–হিল্ লাযী আহ্‌ইয়া–না– বা'দা মা–আমা–তানা– ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে আবার ফিরে যেতে হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ রসূলে খোদা (স) যখন রাতের বেলা নিজের বিছানায় যেতেন, তখন নিজ হাতের তালু দুটি

www.pathagar.com

একত্র করে তাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর দু'হাতের তালু দিয়ে শরীরের যতটুকু অংশ সম্ভব মলতেন। প্রথমে হাতের তালু দু'টি নিজের মাথায় ও মুখমণ্ডলে মলতেন, তারপর শরীরের সামনের অংশ মলতেন। এভাবে তিনবার করতেন।

রসূলে করীম (স) হযরত বারাআ ইবনে আজিব (রা)-কে বলেন, তুমি যখন নিজের বিছানায় শয়ন করার মনস্থ কর, তখন ঠিক নামাজের অযুর ন্যায় অযু কর। তারপর ডানপাশে শুয়ে বলঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَوَلَامَنْجٰى اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আস্‌লাম্‌তু নাফ্‌সী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়াল জ্বা'তু জাহ্‌রী ইলাইকা রাগ্‌বাতান্‌ ওয়া রাহ্‌বাতান্‌ ইলাইকা লা-মাল্‌জ্বাআ ওয়ালা- মান্‌জ্বী ইলাইকা আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্‌ লাযী আন্‌যাল্‌তা ওয়া নাবিয়্যিকাল্‌ লাযী আরসাল্‌তা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! আমার প্রাণ তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, আমার কাজ তোমার উপর সোপর্দ করেছি এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়ে দিয়েছি। এ সমস্ত কাজই তোমার সওয়াবের আগ্রহে ও আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া (আমার) আর কোন পালাবার এবং (নিজেকে) বাঁচাবার জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তুমি যে কিতাব নাজিল করেছ এবং যে নবী প্রেরণ করেছ, তার উপর।

এখন তুমি যদি ঘুমের মধ্যে মারা যাও, তাহলে তুমি স্বভাব-ধর্মের উপর মারা গেলে। কাজেই এগুলোকে তুমি নিজের শেষ বাক্যে পরিণত কর।

হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলে আকরাম (স) যখন শয়নের ইচ্ছা করতেন, তখন নিজের ডান হাতটা গালের নীচে রেখে বলতেনঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব্'আসু ইবা-দাক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাও তোমার আযাব থেকে যেদিন তোমার বান্দাদেরকে (পুনরায়) জীবিত করবে।

তিনি এ কথাটি ৩ বার বলতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি শয়নকালে সূরা বাক্বারার শেষ দু' আয়াত তেলাওয়াত করবে, তা তার জন্যে সব দিক থেকেই যথেষ্ট হবে।' অর্থাৎ তা তেলাওয়াতকারীকে সব রকমের বিপদ ও অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করবে। হযরত আলী (রা) বলেন, 'আমি মনে করি না কোন বুদ্ধিমান লোক সূরা বাক্বারার শেষ তিন আয়াত না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলে করীম (স) হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-কে এই উপদেশ প্রদান করেনঃ 'যখন তোমরা দু'জনে তোমাদের বিছানায় শুয়ে পড়, তখন ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লা-হ' ও ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' পাঠ কর। এ ওজীফা তোমাদের জন্যে গোলাম বা ভৃত্য রাখার চেয়ে শ্রেয়তর।'

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থে এ হাদীসটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায়, গৃহস্থালী কাজে সাহায্যের জন্যে হযরত ফাতিমা (রা) পিতার কাছে যুদ্ধলব্ধ একটি গোলাম প্রার্থনা করলে রসূলে খোদা (স) মেয়ে-জামাইকে উপরিউক্ত নসীহত প্রদান করেন।

সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) যখন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى، مُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَ
الْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ
بِنَاصِيَتِهٖ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ

www.pathagar.com

بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা- হুম্মা রাব্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বাল্ আরযি ওয়া রাব্বাল্ 'আরশিল্ 'আজীম্, রাব্বানা- ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফা-লিকুল্ হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, মুন্‌ঝিলাত্ তাওরা-তি ওয়াল্ ইনজ্বীলি ওয়াল্ ফুরক্বা-ন, আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রি কুল্লি যী শার্‌রিন আন্‌তা আ-খিযুন্ বিনা-সিয়াতিহ, আন্‌তাল্ আওওয়ালু ফালাইসা ক্বাব্‌লাকা শাইউন, ওয়া আন্‌তাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন, ওয়া আনতাজ্ জা-হিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন, ওয়া আন্‌তাল্ বা-ত্বিনু ফালাইসা দুনাকা শাইউন, ইক্বযি 'আন্নাদ্ দাইনা ওয়া আগ্‌নিনা- মিনাল ফাক্বর।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু, মহান আরশের অধিপতি। আমাদের এবং প্রতিটি বস্তুর প্রভু। বীজ ও গুল্ম বিদীর্ণকারী; তওরাত, ইঞ্জীল ও ফুরকান অবতরণকারী। আমি প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে, যার চূড়া তোমার করায়ত্ত, তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে আর কিছুই ছিল না। তুমিই অন্ত, তোমার পর আর কিছুই থাকবে না। তুমিই প্রকাশ্য, তোমার উপর আর কিছুই নেই। তুমিই গোপন, তোমার নীচে আর কিছুই নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং অর্থ-সঙ্কট থেকে আমাদের রক্ষা কর।

৩. জাগরণের তস্‌বীহ্

হযরত উবাদাহ বিন্ সামেত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে এই দোয়া পড়বে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্'দাহূ লা-শারীকা লাহ্, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর্, আল্‌হামদু লিল্লা-হি ওয়া সুবহা- নাল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব বস্তুর উপর প্রতাপশালী। আল্লাহ্‌র সত্তাই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি ও চেষ্টাই কার্যকর হতে পারে না।

এবং তারপর "আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী" (হে আল্লাহ্ আমায় ক্ষমা কর) বলবে কিংবা অন্য কোন দোয়া চাইবে, তার দোয়া কবুল করা হবে। আর সে যখন ওযু করে নামাজ আদায় করবে, তার নামাজ কবুলিয়্যত অর্জন করবে।

হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ছাড়াও আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাতের বেলায় যখনই নবী করীম (স)-এর চোখ খুলে যেত, তিনি এই দোয়াটি পড়তেনঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ ، اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْاَلُكَ رَحْمَتَكَ ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّلَا تُزِغْ قَلْبِيْ اِذْ هَدَيْتَنِيْ وَ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা সুবহা-নাক্, আল্লা-হুমা আস্তাগ্‌ফিরুকা লিযাম্বী, ওয়া আস্‌আলুকা রা'হমাতাক্, আল্লা-হুম্মা ঝিদ্‌নী ইল্‌মাঁও ওয়ালা- তুঝিগ্ ক্বাল্‌বী ইয্ হাদাইতানী ওয়া হাব্‌লী মিল্ লাদুন্‌কা রা'হমাতান্ ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হা-ব।

অর্থাৎঃ তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তোমার সত্ত্বা পবিত্র ও নির্দোষ। হে আল্লাহ্ তোমার কাছে আমার গুনাহ্‌র জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি এবং তোমার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে দাও আর তুমি যখন আমায় সোজা পথে চালিত করছ, তখন তুমি আমায়

www.pathagar.com

বক্রতার মধ্যে ফাসিয়ে দিওনা আর তোমার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে আমায় রহমত দান কর; নিঃসন্দেহে তুমিই প্রকৃত ঐশ্বর্যের মালিক।

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

৪. নিদ্রাহীনতার তসবীহ

সুনানে তিরমিযীতে হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খালিদ বিন্ ওলীদ (রা) রসূলে খোদা (স)–এর কাছে অনিদ্রাজনিত সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি খালিদ (রা)–কে বলেন, 'তুমি বিছানায় শয়নকালে এ দোয়াটি পড়ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَ مَا اَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا اَضَلَّتْ ، كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى عَلَيَّ ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ ، وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুমা রাব্বাস্ সামা–ওয়া–তি ওয়াল আরযিস্ সাব্'য়ি ওয়ামা–আযাল্লাত্, ওয়া রাব্বাল্ আরযীনা ওয়ামা– আক্বাল্লাত্, ওয়া রাব্বাশ্ শায়াতি–না ওয়ামা– আযাল্লাত্, কুন্লী জ্বা–রাম মিন্ শাররি খাল্ক্বিকা কুল্লিহিম জ্বামী'আন আঁইয়াফ্রুত্বা আলাইয়্যা আহাদুম্ মিন্হুম আও আঁইয়াত্বগা–'আলাইয়্যা, আঝ্ঝা জ্বা–রুকা ওয়া জ্বাল্লা সানা–উকা, ওয়ালা– ইলা–হা গাইরুকা ওয়ালা– ইলা–হা ইল্লা–আন্তা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! সাত আসমান ও জমীন এবং যা কিছুর উপর এরা ছায়া বিস্তারকারী সে সবের প্রভু! জমীনসমূহ এবং যা কিছু এদের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণকারী সে সবের প্রভু! শয়তানসমূহ এবং যাদেরকে এরা পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের প্রভু! তুমি তোমার সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমায় নিরাপত্তা দান কর; যেন কেউ আমার উপর শক্তি প্রয়োগ করতে না পারে কিংবা বিদ্রোহী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম না হয়। তোমার নিরাপত্তা লাভকারী

www.pathagar.com

সম্মানিত হয়েছে। তোমার প্রশংসা অত্যন্ত সমুন্নত। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তুমিই শুধু মহান খোদা।

হাদীসটি তাবারানী, ইবনে আবী শায়বা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর বিন্ আস্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়া কিংবা অস্থিরতা প্রকাশের অসুবিধা দূর করার জন্যে নিম্নোক্ত কালামটি শিক্ষা দিতেনঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ، وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ○

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন্ গাযাবিহ্ ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শার্‌রি 'ইবা-দিহ্, ওয়া মিন্ হামাঝা-তিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আঁইইয়াহ্যুরূন্।

অর্থাৎঃ আমি আল্লাহ্‌রই পূর্ণাঙ্গ কালামের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে, তাঁর প্রতিশোধ থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং আমার নিকট তার আগমন থেকে।

মুস্তাদরাকে হাকেমেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৫. পসন্দনীয় কিংবা অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখার তসবীহ

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে, সে বাঁ দিকে তিনবার থু থু ফেলবে, তিনবার তা'আউয (অর্থাৎ আ'উযুবিল্লাহ্) পড়বে এবং কাৎ বদল করবে। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ সুস্বপ্ন দেখানো হয় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কেউ অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে ঘুম থেকে জেগেই বাঁ দিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং তার অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইবে। তাহলে ঐ স্বপ্ন ইন্‌শা আল্লাহ্ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

নবী করীম (স) থেকে উদ্ধৃত একটি বর্ণনায় জানা যায়, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে স্বপ্নের বিবরণ দিল। তিনি বললেনঃ

www.pathagar.com

خَيْرًا رَأَيْتَ وَخَيْرًا يَكُوْنُ ○

উচ্চারণঃ খাইরান রাআইতা ওয়া খাইরাই ইয়াকূনু।

অর্থাৎঃ ভাল স্বপ্ন দেখেছ, ভাল ব্যাখ্যা পাবে।

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেনঃ

خَيْرًا تَلْقَاهُ وَ شَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرًا لَّنَا ـ وَ شَرًّا عَلٰى اَعْدَائِنَا ،
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

উচ্চারণঃ খাইরান তাল্‌ক্বা-হু ওয়া শার্‌রান তাওয়াক্বক্বা-হু খাইরাল্ লানা-, ওয়া শার্‌রান 'আলা-আ'দা-ইনা, ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন।

অর্থাৎঃ এই স্বপ্নের কল্যাণ তোমার নসীব হোক এবং এর অকল্যাণ থেকে তুমি বেঁচে থেক, এটি আমাদের পক্ষে মঙ্গলময় এবং শত্রুদের জন্যে ক্ষতিকর হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু।

৬. পায়খানায় যাতায়াতের দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) পায়খানায় প্রবেশ করার সময় বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি শয়তানের নোংরামী ও নোংরা বস্তুনিচয় থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।

আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও দোয়াটি উদ্ধৃত হয়েছে। দোয়াটি ঠিক পায়খানায় প্রবেশকালে পড়াই বিধেয়। হাদীস বিশেষজ্ঞ হাফিজ ইবনে হাজার বলেনঃ পায়খানার স্থানটি কোন নির্দিষ্ট গৃহের পরিবর্তে খোলামেলা বা উন্মুক্ত হলে সেক্ষেত্রে কাপড় তোলার সময়ই দোয়াটি পড়া যেতে পারে।

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবু ইমামাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা পায়খানায় প্রবেশকালে এ দোয়া পড়তে কখনো ভুল করবে না-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الرِّجْسِ الْخَبِيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনার্ রিজ্‌সিল্ খাবীসিল্ মুখাব্বাসিশ্ শাইত্বা-নির রাজ্বীম।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি নোংরা, ময়লা, অপবিত্র ও স্থূল নোংরামী এবং পথভ্রষ্ট শয়তান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (স) পায়খানা থেকে বাইরে আসার সময় বলতেনঃ غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাকা) হে আল্লাহ্! আমি তোমার মার্জনা চাইছি।

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইমাম আহমদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজায় হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) পায়খানা থেকে বেরুবার সময় বলতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্ লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা-ওয়া আ-ফা-নী।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং আমায় স্বস্তি দিয়েছেন।

হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে, পায়খানা থেকে বেরুবার পর মহানবী (স) এ কারণেই আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় আল্লাহ্‌র যিকর করা সম্ভব হয়না। এই ত্রুটির জন্যেই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

৭. অযূর দোয়া

সহীহ মুসলিম শরীফে রসূলে করীম (স)-এর অযূ সম্পর্ক হযরত জাবির (রা) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, রসূলে করীম (স) হযরত জাবির (রা)-কে অযূর কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ মুতাবেক তিনি ঘোষণা প্রচার করলে রসূলে করীম (স) বলেনঃ জাবির! তুমি পানি নিয়ে এস এবং 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে তা আমার উপর ঢালতে থাক। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে রসূলে করীম (স)-এর উপর অযূর পানি ঢালতে লাগলেন।

নাসায়ী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) পানির পাত্রে হাত রেখে বলতেনঃ اَتَوَضَّأُ بِسْمِ اللّٰهِ (আতাওয়াযযাউ বিসমিল্লা-হ্) অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নামে আমি অযূ শুরু করছি।' মুসনাদে আহমদ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সাঈদ বিন্

www.pathagar.com

জায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম বলেনি, তার কোন অযূ নেই।' হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স)–এর পবিত্র ঘোষণা হলোঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অযূ করেনি, তার অযূ হয়নি'।

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারে কুতনী, বায়হাকী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেনঃ 'যে–ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অযূ করেনি সে অযূ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রসূলে করীম (স) হযরত আবু হুরাইরা (রা)–কে বলেনঃ 'তুমি যখন অযূ কর তখন 'বিসমিল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ পড়' তোমার সংরক্ষক ফিরেশতা অযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমার অনুকূলে নেকী লিখতে থাকবে।'

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ অযূ করবে, সে যদি সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ যথোচিতভাবে ধুয়ে অযূ করে এবং অযূর পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে, তাহলে তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যাবে। তারপর সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করতে পারবেঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

উচ্চারণঃ আশ্‌হাদু আল্‌লা–ইলা–হা ইল্লাল্লা–হু ওয়া'হদাহূ লা–শারীকা লাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ

অর্থাৎঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দাহ্ ও তার রসূল।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ পর্যায়ের আরো কতিপয় দোয়া উল্লেখিত হয়েছে। তিরমিযী শরীফে উপরিউক্ত শাহাদাতের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মাজ্ব 'আলনী 'মিনাত্ তাওয়া–বীনা ওয়াজ্ব 'আলনী মিনাল্ মুতাত্বাহ্‌হিরীন্।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমায় তওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর এবং আমায় পবিত্রতা অর্জনকারী বানিয়ে দাও।

এই হাদীস বর্ণনাকালে আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল এও উল্লেখ করেন যে, অযূ সম্পাদনকারী খুব সুন্দরভাবে অযূ করবে এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়াটি পড়বে।

নাসায়ী শরীফে আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি, অযূ সম্পাদনের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে, তার সে দোয়াকে মোহরাঙ্কিত করে আরশে ইলাহীর দিকে তুলে দেয়া হবে, সেখানে তা কিয়ামত অবধি সুরক্ষিত থাকবে।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ○

উচ্চারণঃ সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বি'হাম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা, আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. আযানের দোয়া

হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করছেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা যখন আযানের ধ্বনি শুনবে, তখন মুয়ায্‌যিন যা বলবে, তা-ই তোমরা বলতে থাকবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) বলছেন, তিনি রসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ 'তোমাদের কেউ যখন মুয়ায্‌যিনের আওয়াজ শুনবে, তখন মুয়ায্‌যিন যা বলবে, সেও তা-ই বলে যাবে এবং তারপর আমার উপর দরূদ প্রেরণ করবে।---- তারপর আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্যে "অসীলা" সন্ধ্যান করবে। এটি বেহেশতের একটি স্থান, যা আল্লাহ্‌র কোন বিশেষ বান্দার জন্যে নির্দিষ্ট।---- যে ব্যক্তি আমার জন্যে অসীলা খুঁজবে, তার জন্যে আমার 'শাফায়াত' অনিবার্য হবে।'

(সহীহ মুসলিম)

আযানের বিভিন্ন কালামের জবাবে আসল কালামেরই পুনরাবৃত্তি করতে হবে; তবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ('হাই' আলাস্ সালা-হ্) এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ('হাই

www.pathagar.com

আলাল্ ফালাহ্) এর জবাবে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া কেউ দুষ্কৃতি পরিহার ও সুকৃতি সম্পাদন করতে পারে না) বলবে। অধিকাংশ ইমামের এটাই অভিমত। তাঁদের মতে আযানের জবাব জোরে জোরে কিংবা নিম্নস্বরে যে কোনভাবে দেয়া যেতে পারে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আযানের ধ্বনি শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে, তার জন্যে কিয়ামতের দিন শাফায়াত ওয়াজিব (অবশ্য প্রাপ্য) হয়ে যাবেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ ○

উচ্চারণঃ আল্লা- হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল ক্বা-ইমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাতা ওয়াব'আস্‌হু মাক্বা-মাম্ মাহমূদানিল্ লাযী ওয়া'আদ্‌তাহ।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমিই এই পূর্ণাঙ্গ তওহীদী আহবান ও স্থায়ী চিরন্তন নামাজের প্রভু। তুমি মুহাম্মদ (স)-কে জান্নাতের অসীলা নামক সর্বোচ্চ সম্মান এবং তোমার ওয়াদা মুতাবেক মাকামে মাহমুদ দান কর।

এই দোয়াটি তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এই দোয়াটি সাধারণতঃ যেভাবে পড়া হয়, তাতে وَالْفَضِيْلَةَ (ওয়াল্ ফাযীলাতা) এরপর وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (ওয়াদ্ দারাজ্বাতার রাফীয়া'তা) এই দু'টি বাড়তি শব্দ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হাদীসের কোথাও এ শব্দ দুটি পাওয়া যায় না। এই দোয়ার শেষে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল মী'আ-দ্) অর্থাৎঃ নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করনা অঙ্গীকার এই অতিরিক্ত বাক্যাংশটি সাধারণত পড়া হয়। কিন্তু বায়হাকী ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ থেকে এই বাক্যাংশটি প্রমাণিত হয় না।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যে দোয়া কখনও নাকচ হয়ে যায় না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! তখন আমরা কি দোয়া চাইব? নবী করীম (স) বললেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও শান্তি কামনা কর। (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল্ 'আফ্‌ওয়া ওয়াল্ 'আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আ-খিরাহ্। (সুনানে তিরমিযী)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রসূলে খোদা (স) আমায় মাগরিবের আযানের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার উপদেশ দিয়েছেনঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَ حُضُوْرُ صَلٰوتِكَ فَاغْفِرْلِيْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হা-যা- ইক্বা-লু লাইলিকা ওয়া ইদ্‌বা-রু নাহা-রিকা ওয়া আস্‌ওয়া-তু দু'আ-তিকা ওয়া হুযূরু সালা-তিকা ফাগ্‌ফিরলী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমারই রাত আসছে, তোমার দিন বিদায় হয়ে যাচ্ছে। তোমার মুয়ায্‌যিনের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছে। তোমার নামাজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে আমায় মার্জনা কর।

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেনঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا ○

উচ্চারণঃ ওয়া আনা আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁও ওয়া বিল্ ইসলা-মি দ্বীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদির রাসূলা।

অর্থাৎঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; তিনি এক ও একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দাহ ও রসূল। আমি আল্লাহ্‌কে আপন প্রভু, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মদ (স)-কে

www.pathagar.com

আপন রসূল মানতে সম্মত হয়েছি। (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী)

ইকামতের জবাবও আযানের অনুরূপ। তবে আবু দাউদের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত বিলাল (রা) ইকামতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদ্‌ক্বা-মাতিস্ সালা-হ্) বললে নবী করীম (স) বলতেনঃ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا (আক্বা-মাহা ল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা) অর্থাৎ 'আল্লাহ্ একে প্রতিষ্ঠিত এবং চিরস্থায়ী রাখুন'।

৯. মসজিদে যাতায়াতের দোয়া

সহীহ মুসলিমে আবু উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন যেন বলেঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাফ্ তা'হ্‌লী আব্‌ওয়া-বা রা'হমাতিক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

আর যখন সে মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন বলেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ ফায্‌লিক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

১০. জায়নামাজের দোয়া

আবু দাউদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) যখন নামাজের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন বলতেনঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ○

উচ্চারণঃ ইন্নী ওয়াজ্জ্বাহ্‌তু ওয়াজ্জ্বহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যা হানীফাঁও ওয়ামা-আনা মিনাল্ মুশরিকীন।

অর্থাৎঃ আমি আমার সত্তাকে ফিরাচ্ছি সেই মহান আল্লাহর দিকে, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি অন্য সব দিক থেকে নিজের মন ও সত্তাকে

www.pathagar.com

ফিরিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে একমুখী হয়ে দাঁড়াচ্ছি। আর আমি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এটি মূলতঃ কুরআনের একটি দোয়া। নামাজ শুরুর প্রাক্কালে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে এই দোয়াটি পড়া নামাজীর কর্তব্য। সহী মুসলিমে হযরত আলী (রা) বর্ণিত একটি হাদীসেও এই দোয়া পাঠের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য তাতে আরো কিছু অতিরিক্ত কথা আছে।

১১. নামাজ শুরুর দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) নামাজের শুরুতে এই দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ্ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-য়া কামা-বা'আদ্‌তা বাইনাল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগ্‌রিব্, আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিন্ খাত্বা-ইয়া-য়া কামা-ইয়ুনাক্কাস্ সাওবুল্ আব্‌ইয়াযু মিনাদ্ দানাস্, আল্লা-হুম্মাগ্ সিলনী মিন্ খাত্বা-ইয়া-য়া বিল্ মা-ই ওয়াস্ সাল্‌জ্বি ওয়াল বার্‌দ।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্ আমার ও আমার দোষ-ত্রুটির মধ্যে ঠিক ততটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যতটা দূরত্ব রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে। হে আল্লাহ্! আমায় গুনাহ-খাতা থেকে এমনভাবে পাক-সাফ করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা দূর করার ফলে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ-খাতাকে পানি, বরফ ও তুষার দিয়ে ধুয়ে দাও।

সুনানে আবু দাউদে হযরত জাবীর বিন মাতয়াম (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) একবার নামাজের শুরুতে বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

www.pathagar.com

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهٖ وَ نَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা আক্‌বারু কাবীরা–,আল্‌হামদু লিল্লা–হি কাসীরা–, সুবহা–নাল্লা–হি বুক্‌রাতাঁও ওয়া আসীলা–, আ'উযুবিল্লা–হি মিনাশ্‌ শাইত্বা–নির্‌ রাজীমি মিন্‌ নাফ্‌খিহী ওয়া নাফ্‌সিহী ও হাম্‌ঝিহ্‌।

(এই কালাম তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।)

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের সাথে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা সমস্ত প্রাচুর্যের সাথে। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি সকাল ও সন্ধ্যায়। আমি আল্লাহ্‌র পানাহ চাচ্ছি পথভ্রষ্ট শয়তান থেকে, তার অহঙ্কারের প্রভাব থেকে, তার যাদুর ফুঁক থেকে, তার কুমন্ত্রণার স্পর্শ থেকে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) যখন তাকবীর বলে নামাজ শুরু করতেন, তখন বলতেনঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ○

উচ্চারণঃ সুব্‌হানা–কা আল্লা–হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা–রা কাস্‌মুকা ওয়া তা'আ–লা জ্বাদ্দুকা ওয়ালা–ইলা–হা গাইরুক্‌।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার নাম অতীব বরকতময়, তোমার মর্যাদা অনেক উচ্চ ও বিরাট এবং তুমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই—হতে পারে না।

সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌ ও নাসায়ীতে আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং অন্য কতিপয় সাহাবী থেকে এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

১২. রুকু'–সিজ্‌দার তসবিহ্‌

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন রুকূ'তে যাবে তখন সে তার রুকূ'তে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুব্‌হা–না রাব্বিয়াল 'আজীম অর্থাৎ 'আমি মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি।')

এই তসবীহ তিনবার পড়বে। তাহলে তার রুকূ' পূর্ণ হবে। আর যখন সে সিজদায় যাবে, তখন সে তার সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুব্‌হা–না রাব্বিয়াল

www.pathagar.com

'আলা- অর্থাৎ 'আমি সমুচ্চ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি') এই তসবীহ তিনবার পড়বে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণতা লাভ করবে।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম (স) যখন রুকূতে থাকতেন, তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আস্‌লাম্‌তু, খাশা'আ লাকা সাম'ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্‌ঈ ওয়া 'আজ্‌মী ওয়া আসাবী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! তোমার জন্যেই আমি রুকূ করেছি। তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি। তোমার প্রতিই আনুগত্য ঘোষণা করেছি। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড়, পিঠ সবকিছুই তোমার সামনে অবনত।

হযরত আওফ বিন্ মালিক (রা) থেকে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) রুকূ' ও সিজদায় নিম্নোক্ত তসবীহ পড়তেনঃ

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَ الْمَلَكُوْتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ○

উচ্চারণঃ সুবহা-না যিল্ জ্বাবারূতি ওয়াল্ মালাকূতি ওয়াল কিব্‌রিইয়া-ই ওয়াল্ 'আজমাহ্ ।

অর্থাৎঃ আমরা আধিপত্য, বাদশাহী, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের অধিকারী খোদার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) যখন রুকূ' থেকে পিঠ সোজা করে দাঁড়াতেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্) অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল, আল্লাহ্ তার প্রশংসা শুনতে পেয়েছেন' বলতেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেনঃ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা-লাকাল হামদ) অর্থাৎ 'আমাদের প্রভু! তোমার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।'

অপর এক বর্ণনায় এর সাথে নিম্নোক্ত কালামটি যুক্ত হয়েছেঃ

مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَابَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ মিল্‌আস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মিল্‌আল্ আর্‌য, ওয়া মিল্‌আ মা-বাইনাহুমা- ওয়া মিল্‌আ মা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ্।

অর্থাৎঃ এতখানি যে, সমস্ত আসমান যেন পূর্ণ হয়ে যায়, সমস্ত জমীন যেন পূর্ণ হয়ে যায়, এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থান যেন পূর্ণ হয়ে যায় এবং তারপর তুমি যা চাইবে তার প্রতিটি জিনিস যেন পূর্ণ হয়ে যায়।

বুখারী শরীফে রিফায়া' বিন্ রাফি' থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ একদিন আমরা নবী করীম (স)-এর পিছনে নামাজ পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকূ' থেকে উঠে বললেন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (সামি'আলা-হু লিমান্ হামিদাহ্) পিছন থেকে একজন মুক্তাদি তা শুনে বললঃ

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ○

উচ্চারণঃ রাব্বানা- ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান্ কাসীরান ত্বাইয়িবান্ মুবা-রাকান্ ফীহ্।

অর্থাৎঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা; অনেক প্রশংসাই পবিত্র, উত্তম ও বরকতময়।

সালাম ফিরানোর পর নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, 'এরূপ কে বলছিল?' লোকটি বললঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমি।' তখন নবী করীম (স) বল্লেনঃ 'আমি দেখলাম, ছত্রিশ জন ফিরেশতা প্রতিযোগিতা করছে কে এই কালামটি সবার আগে লিখবে।'

মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেনঃ রসূলে আকরাম (স) সাধারণতঃ নফল নামাজের সিজদায় গিয়ে এই তসবীহ পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ ، دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ ، اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লী যাম্‌বী কুল্লাহূ দিক্কাহূ ওয়া জ্বিল্লাহূ, আওওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহূ ওয়া সির্‌রাহূ।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও— ছোট-বড়, আগে-পরের এবং প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) আপন রুকূ' ও সিজদায় নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশী পড়তেনঃ

www.pathagar.com

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ○

উচ্চারণঃ সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফির্‌লী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, আমাদের প্রতিপালক এবং তোমারই প্রশংসা। হে আল্লাহ্‌ আমায় ক্ষমা করে দাও।

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম যখন সিজদায় থাকতেন তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সাজ্বাদ্‌তু, ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আস্‌লামতু, সাজ্বাদা ওয়াজ্বহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া সাওওয়ারাহূ ওয়া শাক্কা সাম'আহূ ওয়া বাসারাহূ তাবা-রাকাল্লা-হু আ'হ্‌সানুল্‌ খা-লিক্বীন।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার জন্যে সিজদা করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার প্রতি অনুগত হয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার সামনে সিজদাবনত হয়েছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাতে কান ও চোখ বানিয়েছেন। অতীব বরকতময় আল্লাহ্‌, সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিকর্তা।

মুসলিম শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাতে হযরত আয়েশা (রা) দেখতে পেলেনঃ রসূলে করীম (স) সিজদায় গিয়ে বলছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ، لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিযা-কা মিন্‌ সাখাত্বিকা ওয়া বিমু'আ-ফা-তিকা মিন্‌ 'উক্‌বাতিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা, লা-উহ্‌সী সানা-আন 'আলাইকা আন্‌তা কামা- আস্‌নাইতা 'আলা-নাফ্‌সিক্‌।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার সন্তোষের মাধ্যমে তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার গযব থেকে। তোমার প্রশংসা কীর্তন করতে আমি অপারগ। তুমি ঠিক তেমনই, যেমন তুমি আপন প্রশংসায় বলেছ।

আবু দাউদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করছেন, নবী করীম (স) দুই সিজদার মাঝখানে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লী ওয়ার্‌হাম্‌নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়াজ্‌বুর্‌নী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ার্‌যুক্বনী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমায় ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর, আমায় সোজা পথে চালাও, আমার দুরবস্থা মোচন কর, আমায় শান্তি দাও এবং আমায় রিজিক দান কর।

আবু দাউদ হযরত হুজাইফা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (স) দুই সিজদার মাঝে এই তসবীহ পড়তেনঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ، رَبِّ اغْفِرْلِىْ ○

উচ্চারণঃ রাব্বিগ্ ফির্‌লী, রাব্বিগ্ ফির্‌লী।

অর্থাৎঃ প্রভু হে! আমায় ক্ষমা কর, প্রভু হে! আমায় ক্ষমা কর।

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) রাতের নামাজের শুরুতে এই দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ
اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
مَا اخْتُلِفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা জ্বিব্‌রাঈলা ওয়া ইস্‌রা-ফীলা, ফা-ত্বিরাসি সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌য, 'আ-লিমাল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি আন্‌তা তাহ্‌কুমু বাইনা 'ইবা-দিকা ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন্, ইহ্‌দিনী লিমাখ্‌তালাফ্‌তু ফীহি মিনাল্ হাক্কি বিইয্‌নিকা ইন্নাকা তাহ্‌দী মান্ তাশা-উ ইলা- সিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! জিব্রাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! জমীন ও আসমানের স্রষ্টা। গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞানী। তোমার বান্দাগণ যেসব মতানৈক্যে লিপ্ত, তুমিই তার নিষ্পত্তি করে দাও। তুমি নিজের অনুমতিক্রমে সেই সত্য বিষয়ে আমায় পথ দেখাও, যে বিষয়ে আমি মতানৈক্য করে বসেছি। নিঃসন্দেহে তুমি যাকে চাও, তাকে সঠিক পথ দেখাও।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেনঃ রসূলে খোদা (স) মধ্যরাতে যখন নামাজের জন্যে দাঁড়াতেন, তখন শুরুতেই এই দোয়াটি পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ

وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ، وَ لَكَ

الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَ لِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ

حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ

لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ

خَاصَمْتُ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا

اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ○

...ণঃ আল্লা-হুম্মা লাকাল্ হাম্‌দ, আন্‌তা নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌যি ওয়া মান্ ফীহিন্না ওয়া লাকাল্ হামদা, আন্‌তা ক্বাইয়া-মুস্ সামা-ওয়া-তি ...ল আরযি ওয়া মান্ ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হাম্‌দু, আন্‌তাল হাক্ব ওয়া

www.pathagar.com

ওয়া'দুকাল্ হাক্ব ওয়া ক্বাউলুকাল্ হাক্ব ওয়া লিক্বা-উকাল হাক্ব ওয়াল্ জ্বান্নাতু হাক্ব ওয়ান্ না-রু হাক্ব, ওয়ান্ নাবিয়্যুনা হাক্ব ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্ব ওয়াস্ সা-'আতু হাক্ব, আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আ-মান্তু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কাল্তু ওয়া ইলাইকা আনাব্তু ওয়া বিকা খা-সাম্তু ওয়া ইলাইকা হা-কামতু— ফাগ্ফির্লী মা-ক্বাদ্দাম্তু ওয়ামা- আখ্খারতু, ওয়ামা- আস্রার্তু, ওয়ামা- আ'লান্তু, আন্তা ইলা-হী, লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! প্রশংসা তোমারই; তুমি আসমান ও জমীন এবং সে সবের মধ্যে যাকিছু আছে তার জ্যোতি। প্রশংসা তোমারই; তুমিই আসমান ও জমীন এবং যাকিছু সে সবের মধ্যে আছে, সব কিছুর ব্যবস্থাপক। প্রশংসা তোমারই; তুমিই আসমান ও জমীন এবং যাকিছু সেসবের মধ্যে আছে, সব কিছুর প্রভু। প্রশংসা তোমারই; তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তেমার বিধান সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাত সত্য, বেহেশত সত্য, দোজখ সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! তোমার সমীপে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার উপর নির্ভর করেছি, তোমার দিকে ফিরে এসেছি, তোমারই শক্তির উপর ভরসা করে (শত্রুদের সাথে) লড়াই করছি, তোমার কাছ থেকেই আমার বিষয়াদির নিষ্পত্তি চাইছি।— অতএব, তুমি মাফ করে দাও যেসব গাফলতি আমি পূর্বে করেছি ও পরে করেছি, যা গোপনে করেছি ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমি আমার মাবুদ, তুমি ছাড়া মাবুদ নেই।

১৩. তাশাহহুদের দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) আমায় ঠিক সেভাবে তাশাহ্হুদের দোয়া শিক্ষা দেন, যেভাবে তিনি কুরআনের কোন সূরা আমায় পড়াতেন। সে দোয়াটি হলো এইঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى
عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ

www.pathagar.com

اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্ত্বাইয়্যিবা-ত, 'আস্‌সালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ, আস্‌সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া 'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস্ সা-লিহীন, আশহাদু আল্‌লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।

অর্থাৎঃ আদব ও তা'জীমের সমস্ত বাণীই আল্লাহ্‌র জন্যে, সমস্ত প্রার্থনা ও পবিত্র বাণীই আল্লাহ্‌র জন্যে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ; শান্তি ও সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সব নেক বান্দাহর প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও তাঁর রসূল।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) আমাদের ঠিক সেভাবে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। সে তাশাহ্‌হুদ হলো এইঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তুল্ মুবা-রাকা-তুস সালা-ওয়া-তুত্ ত্বাইয়্যিবা-তু লিল্লা-হ্, আস্‌সালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ'মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ্, আস্‌সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া 'আলা-'ইবা-দিল্লাহিস্ সা-লিহীন, আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ্।

অর্থাৎঃ আমাদের সমস্ত মুবারক সালাম-শ্রদ্ধা, সমস্ত দোয়া-প্রার্থনা ও সমস্ত পবিত্র ক্রিয়াকর্মই আল্লাহ্‌র জন্যে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকতরাজি। শান্তি ও সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

সব নেক বান্দার প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রসূল।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়তে বসে, তখন তার আল্লাহ্‌র কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তার বলা উচিতঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ•

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'আযা–বি জ্বাহান্নামা ওয়া মিন্ আযা–বিল্ ক্বাব্‌র, ওয়া মিন্ ফিত্‌নাতিল্ মাহ্‌ইয়া ওয়াল্ মামা–ত্, ওয়া মিন্ শার্‌রি ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন নামাজ পড়তেন, তখন তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মাঝখানে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মাগ্ ফির্‌লী মা–ক্বাদ্দামতু ওয়ামা– আখ্‌খারতু, ওয়ামা– আস্‌রারতু ওয়ামা– আ'লান্‌তু ওয়ামা–আস্‌রাখ্‌তু ওয়ামা– আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল মুক্বাদ্দামু ওয়া আন্‌তাল মুআখ্‌খার, লা–ইলা–হা ইল্লা–আন্‌তা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার সেই গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও, যেগুলো আমি পূর্বে করেছি এবং যেগুলো আমি পরে করেছি আর যেগুলো আমি গোপনে করেছি ও যেগুলো প্রকাশ্যে করেছি এবং আমি যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি আর সেই

www.pathagar.com

গুনাহও যে সম্পর্কে আমার চেয়ে তুমি বেশী জান। তুমিই অগ্রসরকারী এবং তুমিই পিছিয়ে দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

১৪. নামাজে দরূদ ও সালাম

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু মসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা বশীর ইবনে আ'দ (রা) রসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পড়ব? কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রসূলে করীম (স) বললেন, তোমরা বলঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিঁও ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা- সাল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রাহীমা, ওয়া বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদিন্ কামা- বা-রাক্‌তা 'আলা-ইব্‌রামহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্‌রাহী'মা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজ্বীদ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি দরূদ পৌছাও, যেমন তুমি ইব্রাহীমের প্রতি দরূদ পাঠিয়েছ এবং মুহাম্মদের প্রতি বরকত প্রেরণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীম ও ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি বরকত প্রেরণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ প্রশংসিত ও মহান পবিত্র।

হাদীসটি মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ এবং মুসনাদে আহমদে কা'ব বিন 'আজরা (রা) থেকে কিছুটা ভিন্ন রকমের একটি দরূদ উদ্ধৃত হয়েছে এবং তা নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

www.pathagar.com

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- সাল্লাইতা 'আলা-ইব্‌রাহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজ্বীদ্। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা- বা-রাক্‌তা 'আলা- ইব্‌রাহীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজ্বীদ।

এই দরূদটি হাফিজ ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। অন্যান্য দরূদের তুলনায় এটি সাধারণভাবে বেশী প্রচলিত।

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুমাইদ সা'দী (রা) থেকে আরেকটি দরূদ উদ্ধৃত হয়েছে। লোকেরা রসূলে করীম (স)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের তরিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিম্নোক্ত দরূদ পড়তে বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আঝ্‌ওয়া-জ্বিহী ওয়া যুর্‌রিইয়াতিহী, কামা-সাল্লাইতা 'আলা- ইব্রা-হীম, ওয়া বা-রিক 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আঝ্‌ওয়াজ্বিহী ওয়া যুর্‌রিইয়াতিহী, কামা-বা-রাক্‌তা 'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজ্বীদ।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদের উপর এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রী-পরিজনদের উপর, যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীমের উপর আর তুমি বরকত প্রদান কর মুহাম্মদকে ও তাঁর পবিত্র স্ত্রী-পরিজনকে, যেভাবে তুমি বরকত দান করেছিলে ইব্রাহীমের পরিজনকে; তুমিই প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (স)-এর কাছে আরয করলেনঃ আমায় এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাজের মধ্যে পড়ব। নবী করীম (স) বললেন, এই দোয়াটি পড়ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসী জুলমান কাসীরাঁও ওয়ালা– ইয়াগ্‌ফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা– আন্‌তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম্‌ মিন্‌ 'ইন্‌দিকা ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! আমি আমার জীবনের উপর অনেক জুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া আর কেউ আমায় ক্ষমা করতে পারে না। তুমি নিজের দিক থেকে আমায় ক্ষমা কর এবং আমার উপর রহম কর। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমা প্রদর্শনকারী ও রহম বর্ষণকারী।

সাধারণতঃ তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মাঝামাঝি এ দোয়াটি পড়া হয়।

১৫. সালামের পরবর্তী দোয়া

সহীহ মুসলিমে হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌' পড়তেন এবং তারপর বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা আন্‌তাস্‌ সালা–মু ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালা–ম, তাবা–রাক্‌তা ইয়া–যাল্‌জ্বালা–লি ওয়াল্‌ ইক্‌রা–ম্‌।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! তুমিই শান্তি এবং তোমার কাছ থেকেই শান্তি উৎসারিত। তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও দাক্ষিণ্যের অধিকারী।

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূলে করীম (স) সালাম ফিরানোর পূর্বে এ দোয়াটি পড়তেন। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ দোয়াটি উদ্ধৃত করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন নামাজ শেষে সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

www.pathagar.com

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، فَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহ্‌, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দ, ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা-আ'ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা, ওয়ালা- ইয়ানফা'উ যাল্ জ্বাদ্দু মিন্‌কাল জ্বাদ্দু।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সব বস্তুর উপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ্‌! তুমি যা দিয়েছ, তা রোধ করার কেউ নেই আর তুমি যা রোধ করেছ, তা দান করার ক্ষমতা কারো নেই। আর তোমার আযাবের মুকাবিলায় ধনবানের ধন কোন উপকারে আসতে পারে না।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্ জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) প্রত্যেক নামাজ শেষে সালাম ফিরানোর পর বলতেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহ্‌, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা-'হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্‌, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা- না'বুদু ইল্লা-ইয়্যা-হু, লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফায্‌লু ওয়া লাহুস্ সানা-উল্ হাসান,

www.pathagar.com

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখ্‌লিসীনা লাহুদ্ দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তারই; তিনি সব কিছুর উপর শক্তিশালী; আল্লাহ্‌র সাহায্যই তাবৎ শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না। সমস্ত অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। সমস্ত সুন্দর ও ভাল প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আমরা দ্বীনকে শুধু তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি, যদিও কাফিরদের কাছে তা অপ্রিয়।

হাদীসটি সামান্য হেরফেরসহ মুসনাদে আহমদেও বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নোক্ত কালামের সাহায্যে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল্ জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌ল, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ আন্ আরাদ্দা ইলা-আর্‌যালিল্ 'উমুর, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ ফিত্‌নাতিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ ফিত্‌নাতিল্ ক্বাব্‌র।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ব্যর্থতা ও কৃপণতা থেকে আর তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি বয়সের অথর্ব অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা থেকে।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) একদা হযরত মুয়াজ (রা)-এর হাত ধরে বললেনঃ হে মুয়াজ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমায় ভালবাসি। তারপর বললেনঃ হে মুয়াজ! আমি তোমায় অসিয়ত করছি, প্রত্যেক নামাজের পর তুমি নিম্নোক্ত কালামসমূহ পড়ঃ

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবা-দাতিক্‌।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! তোমার যিকর, শুক্‌র ও সুন্দর ইবাদাতের ব্যাপারে তুমি আমায় সহায়তা কর।

১৬. রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্ব-তালাশে দোয়া

রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশোনা ও পরিচর্যা করা সুন্নাত। ইমাম ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন, রসূলে করীম (স) যখন কোন রোগীর তত্ব-তালাশ নিতে যেতেন, তার মাথার কাছে বসতেন, তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন এবং তার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া করতেন। কখনো তিনি রোগীর শরীরে ডান হাত রেখে তার জন্যে এই দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِهِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقَمًا○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আয্‌হিবিল বা'সা রাব্বান্‌ না-সি ওয়াশ্‌ফিহী ওয়া আন্‌তাশ্‌ শা-ফী, লা-শিফা-আ ইল্লা-শিফা-উকা শিফা- আল্‌ লা-ইয়ুগা-দিরু সাক্বমান।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি এর কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের প্রভু! তুমি একে নিরাময় দান কর। তুমিই নিরাময় দানকারী। তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় নেই। তুমি এমন নিরাময় দান কর, যা রোগের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলবে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কখনো তিনি বলতেনঃ

لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ○

উচ্চারণঃ লা-বা'সাতু হূরুনইন্‌-শা-আল্লাহ্‌।

অর্থাৎঃ কোন সন্দেহ কোরনা, ইন্‌শা আল্লাহ্‌ তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী ও নাসায়ী শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যদি রোগীর ব্যাপারে তিনি নিরাশ হয়ে যেতেন, তাহলে বলতেনঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জ্বি'উন।

অর্থাৎঃ নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তাঁরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

তিনি হযরত সা'দ বিন্ আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর পরিচর্যা করতে গেলে তিনবার বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাশ্‌ফি সা'দা-।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! সা'দকে নিরাময় দান কর।

যখন কারো মৃত্যু সময় ঘনিয়ে আসে, তাকে কিবলামুখী করে শুইয়ে দেয়া উচিত। মৃত্যুপথ যাত্রীকে এই দোয়া পড়তে উপদেশ দেয়া উচিত।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লী ওয়ার্‌হাম্‌নী ওয়াল্ হিক্বনী বির্‌রাফীক্বিল আ'লা-।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমায় ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর এবং আমায় উচ্চ পর্যায়ের বন্ধুদের (আম্বিয়া ও সালেহীন) দলভুক্ত কর।

বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, অন্তিম কালে নবী করীম (স)-এর পবিত্র মুখে এই কালামই উচ্চারিত হচ্ছিল এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর মুখেও সর্বশেষ বাক্য ছিল এটি।

যখন মৃত্যু পথযাত্রীর রূহ তার দেহ ছেড়ে চলে যাবে, তখন আলতোভাবে তার চোখ দুটি বন্ধ করে দিয়ে এই দোয়া পড়া উচিতঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمُهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْتَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْلَهٗ فِيْهِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লাহু ওয়ার্‌ফা' দারাজ্বাতাহ্ ফিল্ মুহ্‌দিঈনি ওয়াখ্‌লুফহু ফী 'আক্বাবিহী ফিল্ গা-বিরীনা ওয়াগ্‌ফির্‌লানা- ওয়া লাহ্ ইয়া রাব্বাল আ-লামীনা ওয়াফ্‌তা'হ্ লাহ্ ফী ক্বাব্‌রিহী ওয়া নাওয়ির লাহ্ ফীহ্।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! একে ক্ষমা কর, হেদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে একে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং পিছনে রেখে যাওয়া লোকদের মাঝে তার স্থলাভিষিক্ত হও। হে বিশ্ব-জাহানের প্রভু! আমাদের এবং এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর, এর কবরকে প্রশস্ত কর এবং তাকে 'নূর' (জ্যোতি) দ্বারা প্রোজ্জ্বল করে দাও।

রসূলে আকরাম (স) উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা)-এর প্রথম স্বামী আবু সালমার মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দুটি বন্ধ করার সময় এই দোয়াটিই পড়েছিলেন।

হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

১৭. জানাজা নামাজের দোয়া

আবদুর রহমান আওফ বিন্ মালিক (রা) বলেনঃ রসূলে করীম (স) একটি জানাজার নামাজ পড়ান, যাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَ وَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَ اَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুমাগ্ ফির্‌লাহু ওয়ার্‌হাম্‌হু ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আক্‌রিম নুঝুলাহু, ওয়া ওয়াস্‌সি' মুদ্‌খালাহূ ওয়াগ্‌সিল্‌হু বিল্ মা-ই ওয়াস্ সাল্‌জ্বি ওয়াল্ বারাদ, ওয়া নাক্কিহী মিনাল্ খাত্বা-য়া কামা- নাক্কাইতাস্ সাওবাল্ আব্‌ইয়াযা মিনাদ্ দানাসি ওয়া আব্‌দিল্‌হু দা-রান খাইরাম্ মিন্ দা-রিহী ওয়া আহ্‌লান খাইরাম্ মিন্ আহ্‌লিহী ওয়া ঝাওজ্বান খাইরাম মিন্ ঝাওজ্বিহী ওয়া আদ্‌খিল্‌হুল্ জ্বান্নাতা ওয়া আ'ইয্‌হু মিন্ আযা-বিল ক্বাব্‌রি ওয়া মিন্ আযা-বিন্ না-র।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তাকে মাফ করে দাও, তাকে রহমতের কোলে আশ্রয় দান কর, তাকে নিরাপত্তা দান কর, তাকে ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে ভাল মর্যাদা দান কর; তার নিবাস (কবর)কে প্রশস্ত করে দাও, তার গুনাহকে পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দ্বারা ধৌত কর, তাকে ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা দূরীভূত করে কাপড়কে তুমি উজ্জ্বল করে দাও; তাকে দুনিয়ার ঘর থেকে উত্তম ঘর, দুনিয়ার আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে উন্নত আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার জীবন-সঙ্গীর চেয়ে উত্তম জীবন-সঙ্গী দান কর, তাকে বেহেশতে দাখিল কর এবং কবরের আযাব ও দোজখের আযাব থেকে হেফাজত কর।

(সহীহ মুসলিম)

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) এক জানাজার নামাজে এই দোয়া পড়েনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্-লিহাইয়্যিনা- ওয়া মাইয়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-ইবিনা- ওয়া সাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উন্‌সা-না-, আল্লা-হুম্মা মান্‌আহ্ইয়াই-তাহূ মিন্না- ফাআ'হ্ইহী 'আলাল্ ইস্‌লা-মি ওয়া মান্ তাওয়াফ্ফাইতাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফ্ফাহূ 'আলাল্ ঈমা-ন, আল্লা-হুম্মা লা-তাহ্‌রিম্‌না- আজ্‌রা'হূ ওয়ালা- তুযিল্লানা- বা'দাহূ।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিত ও মৃত, আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্য থেকে যাকে তুমি জীবিত রাখবে, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রেখ এবং যাকে মৃত্যু দান কর, তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু

www.pathagar.com

দিও। হে আল্লাহ্! এর প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত কোর না এবং এর মৃত্যুর পর আমাদের পথভ্রষ্ট কোরনা।

আবু দাউদ শরীফে ওয়াস্‌লা বিন্ ইস্‌ক্বা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি রসূলে করীম (স)-কে এক জানাজার নামাজে পড়তে শুনেছিঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَ حَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهٗ، وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন্ ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাব্‌লি জ্বিওয়ারিক, ফাক্বিহী ফিত্‌নাতাল্ ক্বাব্‌রি ওয়া আযা-বান্ না-র, ওয়া আন্‌তা আহ্‌লুল্ ওয়াফা-ই ওয়াল্ হাম্‌দ, আল্লা-হুম্মা ফাগ্‌ফির্‌লাহূ ওয়ার্‌হাম্‌হু, ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! অমুকের সন্তান অমুক (এখানে মৃতের নাম ও তার পিতার নাম বলেন) তোমার জিম্মায় আবদ্ধ রয়েছে, তোমার শান্তি ও আশ্রয়ে রয়েছে। তুমি তাকে কবরের পরীক্ষা ও দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। তুমি ওয়াদা পালনকারী ও প্রশংসার অধিকারী। হে আল্লাহ্! এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর, এর প্রতি দয়া কর; নিঃসন্দেহে তুমি মার্জনাকারী ও দয়া প্রদর্শনকারী।

একবার হযরত আবু হুরাইরা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ আপনি রসূলে আকরাম (স)-কে জানাজার নামাজে কি দোয়া পড়তে শুনেছেন? জবাবে হযরত আবু হুরাইরা (রা) নিম্নোক্ত দোয়া পড়েনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا، وَ اَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَ اَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا ،وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَ عَلَانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهَا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বুহা-, ওয়া আন্‌তা খালাক্বতাহা- ওয়া আন্‌তা হাদাইতাহা- লিল্ ইসলা-ম, ওয়া আন্‌তা ক্বাবায্‌তা রূহাহা-, ওয়া আন্‌তা আ'লামু বিসিররিহা- ওয়া 'আলা-নিয়াতিহা-, জ্বি'না-শুফা'আ-আ ফাগ্‌ফির্‌লাহা-।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি এর (এই মৃতের) প্রভু। তুমিই একে সৃষ্টি করেছ, তুমিই একে ইসলামের পথ দেখিয়েছ; তুমি এর রূহ বের করে নিয়েছ, তুমি এর গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবহিত। আমরা এর জন্যে তোমার দরগায় সুপারিশ করতে এসেছি। অতএব, তুমি একে মাফ করে দাও।

১৮. ঘর থেকে বেরুনোর দোয়া

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি ঘর থেকে বেরুনোর সময় এই দোয়া পড়ে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ○

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা–হি, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা–হ্, ওয়ালা– হাওলা ওয়ালা–কুওওয়াতা ইল্লা–বিল্লা–হ্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র নামে (আমি বাইরে পা রাখলাম), আল্লাহ্‌র উপরই আমি ভরসা করলাম আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে না।

তাকে জবাব দেয়া হয়ঃ كُفِيْتَ (কুফী তা অর্থাৎ 'তোমার কাজ ঠিক করে দেয়া হয়েছে'), هُدِيْتَ (হুদীতা) অর্থাৎ 'তোমার পথ নির্দেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে' এবং শয়তান তাকে ছেড়ে চলে যায়। অতঃপর সে অপর সাথী শয়তানকে গিয়ে বলে, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিশা পেয়েছে, যার কাজ ঠিক করে দেয়া হয়েছে এবং যাকে সুরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে, তার উপর কিভাবে তোমার কর্তৃত্ব চলতে পারে?

হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে হাদীসটি হযরত উসমান বিন আফফান (রা) বর্ণনা করেছেন। সেখানে এই বাক্য–সমষ্টিও উল্লেখিত হয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি এটি পড়বে, সে বাইরে যেখানেই যাবে, আল্লাহ্ তাকে কল্যাণের তওফীক দান করবেন এবং অকল্যাণ থেকে সুরিক্ষত রাখবেন।'

অবশ্য মুসনাদে আহমদে উপরোক্ত হাদীসটি একটু ভিন্নতরভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ، اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা–হি, আ–মান্‌তু বিল্লা–হ, ই'তিসাম্‌তু বিল্লা–হ, তাওয়াক্কাল্‌তু আলাল্লা–হ্‌, লা–হাওলা ওয়ালা– কুওওয়াতা ইল্লা–বিল্লা–হ্‌।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র নামে (আমি বাইরে পা রাখলাম), আল্লাহ্‌র প্রতি আমি পূর্ণ বিশ্বাস এনেছি, আল্লাহ্‌র আশ্রয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করেছি। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি ও ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, নবী করীম (স) যখনই আমার ঘর থেকে বাইরে বেরুতেন, তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন্‌ আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আঝিল্লা আও উঝাল্লা আও আজ্‌লিমা আও উজ্‌লিমা, আও আজ্বহিলা আও ইয়ূজ্বহালা 'আলাইয়্যা।

অর্থাৎঃ হে, আল্লাহ্‌! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি যেন আমি নিজে পথভ্রষ্ট না হই কিংবা অন্য কেউ আমায় পথভ্রষ্ট না করে অথবা আমি নিজে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত না হই কিংবা অন্য কেউ আমায় বিভ্রান্ত করতে না পারে অথবা আমি নিজে জুলুম করে না বসি কিংবা অন্য কেউ আমার উপর জুলুম করে না বসে অথবা আমি নিজে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেই কিংবা অন্য কেউ আমার সাথে নির্বুদ্ধিতা না করে।

১৯. ঘরে প্রবেশের দোয়া

সুনানে আবু দাউদে আবু মালিক আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মানুষ যখন নিজের ঘরে ফিরে আসে, সে যেন সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে এবং তারপর ঘরের লোকদের "আস্‌সালা–মু আলাইকুম" বলেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল্ মাওলিজ্বি ওয়া খাইরাল্ মাখ্‌রিজ্ব, বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া লাজ্বনা- ওয়া বিস্‌মিল্লা-হি খারাজ্বনা-, ওয়া 'আলাল্লা-হি রাব্বানা- তাওয়াক্কাল্‌না-।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে শুভাগমন ও শুভযাত্রা প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্‌র নামে আমি ভিতরে এসেছি এবং আল্লাহ্‌রই নামে বাইরে বেরিয়েছি। আর আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপরই আমাদের নির্ভরতা।

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রসূলে আকরাম (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ কোন ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে প্রবেশ কালে এবং আহার করার সময় আল্লাহ্‌র যিকর করে, তখন শয়তান নিজের দলবলের কাছে বলেঃ

لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ○

উচ্চারণঃ লা-মাবীতা লাকুম ওয়ালা-'আশাআ।

অর্থাৎঃ এখানে তোমাদের জন্যে না রাত্রিবাসের কোন সুযোগ আছে, না খাবারের।

আর যদি গৃহে প্রবেশকালে আল্লাহ্‌র যিকর না করে, তাহলে শয়তান বলেঃ

اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ ○

উচ্চারণঃ আদ্‌রাক্‌তুমুল্ মাবীতা।

অর্থাৎঃ তোমাদের রাত্রিবাসের সুযোগ পাওয়া গেল।

হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে হাব্বান, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

২০. বাজারে প্রবেশকালে দোয়া

সুনানে তিরমিযীতে হযরত উমর বিন্ খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে এই দোয়া পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমল-নামায় দশ লাখ নেকী লিখে দেবেন, তার দশ লাখ ভুল-ত্রুটি মুছে দেবেন এবং তার দশ লাখ মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ

www.pathagar.com

وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহ্‌, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ 'হাম্‌দ, ইয়ু'হ্‌ঈ ওয়াইয়ামূতু ওয়াহুয়া 'হাইয়ুন্ লা-ইয়ামূতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসারও অধিকারী তিনি। জীবন ও মৃত্যু তারই ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোন মৃত্যু নেই। কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।

হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাকে হাকেম, শরহেস্ সুন্নাহ্ প্রভৃতি গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা মতে একটি মামুলি যিকরে এতবড় সওয়াব পাওয়ার রহস্য এই যে, যিকরকারী গাফেল লোকদের ভিড়ের মাঝে আল্লাহ্‌কে স্মরন করে ঠিক যেন গাজী ও মুজাহিদদের ভূমিকা পালন করেছে।

হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে আকরাম (স) বাজারে গমনকালে বলতেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِيْبَ بِهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً، اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ○

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরা হা-যিহিস্ সূক্বি ওয়া খাইরা মা-ফীহা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ শার্‌রিহা- ওয়া শর্‌রি মা-ফীহা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা আন্ উসীবা বিহা- ইয়ামীনান্ ফা-জ্বিরাহ্, আও সাফ্‌ক্বাতান্ খা-সিরাহ্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র নামে (বাজারে প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে বাজারের কল্যাণ এবং যাকিছু এর মধ্যে রয়েছে, তার মঙ্গল কামনা করছি এবং এর (বাজারের) অনিষ্ট থেকে আর যাকিছু এর মধ্যে রয়েছে, তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি। হে আল্লাহ্! আমি যেন এখানে মিথ্যা শপথ না

www.pathagar.com

করি কিংবা আমি যেন খুঁৎযুক্ত পণ্য কেনাবেচা না করি, সেজন্যে তোমার আশ্রয় চাইছি।

২১. কবর জিয়ারতের দোয়া

হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) সাহাবীদের উপদেশ দিতেনঃ তোমরা যখন কবরস্থানে যাবে, তখন এই দোয়া পড়বেঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ، نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ○

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম আহ্‌লাদ্ দিয়া-রি মিনাল্ মু'মিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীনা ওয়া ইন্না ইন্‌শা-আল্লা-হু বিকুম লা-হিক্বুন, নাস্‌আলুল্লা-হা লানা- ওয়া লাকুমুল্ 'আ-ফিয়াহ্।

অর্থাৎঃ এই গৃহের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ্, আমরা খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে এসে মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্যে আরাম ও স্বস্তি কামনা করছি।

ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাতে নবী করীম (স) জান্নাতুল বাকীতে প্রবেশ করে বললেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ، اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَاِنَّا بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ ○

উচ্চারণঃ আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিম্ মু'মিনীনা, আন্‌তুম লানা-ফারাত্বন ওয়া ইন্না-বিকুম লা-হিক্বুন, আল্লা-হুম্মা লা-তাহ্‌রিমনা আজ্বরাহুম ওয়ালা- তাফ্‌তিনা- বা'দাহুম।

অর্থাৎঃ এই গৃহে বসবাসকারী মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী, আমরা তোমাদের পিছনে পিছনে আসছি। হে আল্লাহ্! এঁদের সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত কোর না। এবং এঁদের পরে আমাদের পরীক্ষায় ফেল না।

www.pathagar.com

২২. সফরে রওয়ানার সময় দোয়া

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, সফরে রওয়ানাকারী ব্যক্তি যেন পিছনে রেখে যাওয়া লোকদের অনুকূলে নিম্নোক্ত কালাম বলেঃ

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهٗ ○

উচ্চারণঃ আস্‌তাওদি 'উকুমুল্লা–হাল্‌লাযী লা–তাযী'উ ওয়া দা–ই'উহূ।

অর্থাৎঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি, যার কাছে আমানত কখনো বিনষ্ট হয় না।

হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (স)–এর খেদমতে উপস্থিত হযে বললঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি সফরে যেতে চাই, আপনি আমায় কিছু পাথেয় দান করুন। নবী করীম (স) বললেনঃ

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى ○

উচ্চারণঃ ঝাওয়াদাকাল্লা–হুত্‌ তাক্বওয়া।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌ তোমায় তাকওয়ার পাথেয় দান করুন।

লোকটি বললঃ 'আর কিছু?' নবী করীম (স) বললেনঃ

وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ○

উচ্চারণঃ ওয়া গাফারা যাম্‌বাকা

অর্থাৎঃ আর তোমার গুনাহ মাফ করে দিন।

লোকটি আরো কিছু প্রার্থনা করল। নবী করীম (স) আবার বললেনঃ

وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ○

উচ্চারণঃ ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল্‌ খাইরা হাইসু মা–কুন্‌তু।

অর্থাৎঃ আর তুমি যেখানেই থাক, তোমার জন্যে কল্যাণকে সহজ করে দিন।

হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করছেন, এক ব্যক্তি এসে আরয করলঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি সফরের জন্যে তৈরী হয়েছি, আপনি আমায় কিছু অসিয়ত করুন। রসূলে খোদা (স) বললেনঃ

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ○

উচ্চারণঃ 'আলাইকুম বিতাক্বওয়াল্লা–হি 'আঝ্‌ঝা ও জ্বাল্লা ওয়াত্তাক্‌বীরি 'আলা– কুল্লি শারাফ্‌।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং কোন উচ্চ স্থানে উঠলে তাকবীর বল।

লোকটি বিদায় হয়ে যাওয়ার পর নবী করীম (স) তার জন্যে এই দোয়া করলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মাত্ব উইলাহ্‌ল্ বু'দা, ওয়া হাওউইন 'আলাইহিস্ সাফার।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! এর জন্যে সফরের দূরত্বকে হ্রাস করে দাও এবং এর পক্ষে সফরকে সহজ করে দাও।

হাদীসটি মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. যান–বাহনে আরোহনের দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) যখন সফরে যাওয়ার জন্যে উটের পিঠে চড়তেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। তারপর এই দোয়া পড়তেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ○وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَ الْخَلِيْفَةُ

www.pathagar.com

فِي الْأَهْلِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ ○

উচ্চারণঃ সুব্‌হা–নাল্ লাযী সাখ্‌খারা লানা–হা–যা– ওয়ামা– কুন্না– লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না– ইলা– রাব্বিনা– লা মুন্‌ক্বালিবূন। আল্লা–হুম্মা ইন্না– নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা– হা–যাল্ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল্ 'আমালি মা–তারযা–, আল্লা–হুম্মা হাওউইন 'আলাইনা– সাফারানা– হা–যা– ওয়া আত্বি 'আন্না–বু'দাহ্, আল্লা–হুম্মা আন্‌তাস্ সা–হিবু ফিস্ সাফার, ওয়াল্ খালীফাতু ফিল্ আহ্‌ল, আল্লা–হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ ওয়া'সা–ইস্ সাফারি ওয়া কা–বাতিল মান্‌জারি ওয়া সূইল্ মুন্ ক্বালাবি ফিল্ মা–লি ওয়াল্ আহ্‌লি ওয়াল্ ওয়ালাদ্।

অর্থাৎঃ পাক–পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এটিকে অধীন করে দিয়েছেন আমাদের জন্যে, অথচ আমাদের এর শক্তি ছিল না। আর আমরা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে নেকী ও তাকওয়ার প্রার্থনা করছি এবং সেই আমল চাচ্ছি, যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্যে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্যে সঙ্কুচিত করে দাও। হে আল্লাহ্! এ সফরে তুমিই আমাদের সংরক্ষণকারী এবং আমাদের পরিবারের তুমিই অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা থেকে এবং নিজেদের ধন–সম্পদ, পরিবার–পরিজন ও সন্তান–সন্ততির মধ্যে খারাপভাবে ফিরে আসা থেকে।

হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হয়েছে। আবু দাউদ ও মুস্‌নাদে এটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন।

২৪. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের দোয়া

রসূলে করীম (স) যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন ইবনে উমর (রা) বর্ণিত উপরিউক্ত দোয়াটিই পড়তেন এবং তার সাথে নিম্নোক্ত কালাম যোগ করতেনঃ

www.pathagar.com

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ○

উচ্চারণঃ আ–ইবূনা, তা–ইবূনা, 'আ–বিদূনা লিরাব্বিনা–হা– মিদূন্।

অর্থাৎঃ আমরা (সফর থেকে নিরাপদে) প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা অনুশোচনাকারী, আমরা আপন প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী। (সহীহ মুসলিম)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে কা'ব বিন্ মালিক (রা)–এর একটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবী করীম (স) সফর থেকে ফিরে আসার পর দু'রাকয়াত নফল নামাজ পড়তেন।

২৫. সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরাহ থেকে ফেরার পথে কোন উঁচু জায়গায় চড়তেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। তারপর বলতেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اٰئِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ ، عَابِدُوْنَ ، سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ○

উচ্চারণঃ লা–ইলা–হা ইল্লাল্লা–হু ওয়াহ্‌দাহূ লা–শারীকা লাহূ, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা–কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ–ইবূনা, তা–ইবূনা, 'আ–বিদূনা, সা–জ্বিদূনা লিরাব্বিনা– হা–মিদূন। সাদাক্বাল্লা–হু ও'য়াদাহূ ওয়া নাসারা আবদাহূ ওয়া হাঝামাল্ আহ্‌ঝা–বা ওয়াহ্‌দাহ্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই জন্যে। তিনি সবকিছুর উপর পরাক্রমশালী। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা সিজদাকারী, আমরা আমাদের খোর্দার প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর

www.pathagar.com

বান্দাহ্‌কে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই প্রতিপক্ষ বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন সফর করতেন এবং সফরে রাত হয়ে যেত, তখন তিনি বলতেনঃ

يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ اَسَدٍ وَّاَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَ مِنْ وَّالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ○

উচ্চারণঃ ইয়া আরযু রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হ্, আ'উজু বিল্লা-হি মিন্ শার্‌রিকি ওয়া শার্‌রি মা-ফীকি ওয়া শার্‌রি মা-খুলিক্বা ফীকি ওয়া শার্‌রি মা-ইয়াদিবু আলাইক্। ওয়া আ'উযু বিল্লা-হি মিন্ শার্‌রি আসাদিওঁ ওয়া আস্‌ওয়াদ্, ওয়া মিনাল্ হাইয়্যাতি ওয়াল 'আক্‌রাব, ওয়া মিন্ সা-কিনিল্ বালাদ্। ওয়া মিঁও ওয়া-লিদিওঁ ওয়ামা- ওয়ালাদ্।

অর্থাৎঃ হে ধরিত্রি! তোমার ও আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাই তোমার অনিষ্টকারিতা থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে তার অনিষ্টকারিতা থেকে এবং তোমার উপরে যাকিছু চরে বেড়ায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে। আর আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই বাঘ ও কালো সাপ থেকে এবং জন্মদানকারী ও জন্মলাভকারীর অনিষ্টকারিতা থেকে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেন, রসুলে করীম (স) কোন সফরে থাকাকালে ফজর কিংবা সূর্যোদয় দেখলে বলতেনঃ

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهٖ وَحُسْنِ بَلَائِهٖ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا فَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ○

উচ্চারণঃ সামি'আ সা-মি'উন বি'হাম্‌দিল্লা-হি ওয়া নি'মাতিহী ওয়া হুস্‌নি বালা-ইহী 'আলাইনা-, রাব্বানা- সা-হিবনা- ফাআফ্‌যিল 'আলাইনা- 'আ-ইযান বিল্লা-হি মিনান্ না-র্।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ শ্রবণকারী শ্রবণ করেছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর নিয়ামতের শুক্‌রগুজারী এবং আমাদের উপর তাঁর দয়া প্রদর্শনের স্বীকৃতি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।—সেই সঙ্গে আমরা দোজখ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাইছি।

২৬. পানাহারের নিয়ম ও দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে খোদা (স) আমর বিন্ আবু সালামা (রা)–কে বলেছেনঃ "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে ডান হাতে আহার শুরু কর এবং নিজের সামনে থেকে খাবার খাও। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা যখন আহার শুরু কর, তখন প্রথমেই 'বিস্‌মিল্লাহ্' বল। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে পরে বলবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ ○

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা–হি আওওয়ালাহূ ও আ–খিরাহূ।

অর্থাৎঃ প্রথমেও শেষে আল্লাহ্‌র নামে।

আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস বিন্ মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহর এই অভ্যাসে সন্তুষ্ট হন যে, সে এক লোকমা খাবার খেলেও তার শুক্‌রগোজারী করে, এক ঢোক পানি গলধঃকরণ করলেও তার শুকরানা আদায় করে।"

হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে।

ওয়াহ্‌শী বিন্ হারব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আহার করি, কিন্তু তাতে তৃপ্তি আসে না। নবী করীম (স) বলেনঃ 'তোমরা সম্ভবত পৃথক পৃথকভাবে খাও।' সাহাবীগণ বললেনঃ 'জ্বী হাঁ।' রসূলে করীম (স) বললেনঃ 'তোমরা সবাই মিলে বিসমিল্লাহ বলে খাবার খাও। আল্লাহ্ তোমাদের খাবারে বরকত দেবেন।'

আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

২৭. পানাহার শেষে দোয়া

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, (আহার শেষে) রসূলে আকরাম (স)–এর সামনে থেকে যখন দস্তরখান তুলে নেয়া হত, তখন তিনি এই দোয়া পড়তেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা–হি কাসীরান্ ত্বাইয়্যিবান্ মুবা–রাকান্ ফীহ্, গাইরা মাক্‌ফিয়্যিন ওয়ালা– মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা– মুস্তাগ্‌নান্ 'আনহু রাব্বুনা–

অর্থাৎঃ পাক–পবিত্র, বরকতময়, প্রচুর প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে। হে আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসা থেকে কখনো মুখ ফিরাতে পারব না, একে কখনো চিরতরে বিদায় করতে পারব না, এ থেকে নির্লিপ্ত হতেও পররব না।

বুখারী শরীফে আবু উমামার অপর এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন আহার শেষ করতেন এবং তিনি দস্তরখানা তুলে ফেলতেন, তখন এ দোয়া পড়তেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مَكْفُوْرٍ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা–হিল্ লাযী কাফা–না– ওয়া আর্‌ওয়া–না– গাইরা মাক্‌ফিয়্যিন ওয়ালা– মাক্‌ফূর্।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন এবং পরিতৃপ্ত করেছেন। না আল্লাহ্‌র প্রশংসা থেকে মুখ ফিরানো যায়, না তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) যখন আহার শেষ করতেন, তখন এ দোয়াটি পড়তেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা–হিল্ লাযী আত্ব'আমানা– ওয়া সাকা–না– ওয়া জ্বা'আলানা– মিনাল মুসলিমীন।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্–এই সুনান চতুষ্টয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। পানাহার শেষের দোয়া হিসেবে এটিই সাধারণভাবে প্রচলিত।

২৮. আপ্যায়নকারীর জন্যে দোয়া

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবুল হাইসাম বিন্ তাইহান একদা নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীদের আমন্ত্রণ জানান। লোকেরা পানাহার শেষ করার পর নবী করীম (স) বল্লেনঃ 'আপন ভাইকে প্রতিদান দাও।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! কি প্রতিদান দেব?' বললেনঃ 'মানুষ যখন আপন ভাইর ঘরে যাবে, সেখানে আহার করবে, তখন তার জন্যে কল্যাণের দোয়া করবে। এটাই তার প্রতিদান।'

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ বুস্‌র (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) একদা আমাদের বাড়ীতে মেহমান হয়ে আসেন। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাবার ও পানীয় উপস্থাপন করি। তিনি তার কিছু অংশ গ্রহণ করেন। বিদায়ের সময় তিনি আমাদের জন্যে এই দোয়া করেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা বা–রিক লাহুম্ ফীমা– রাঝাক্বতাহুম্ ওয়াগ্‌ফির্‌লাহুম ওয়ার্'হামহুম।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! এর রিজিকে বরকত দাও এবং এর উপর ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন কর।

২৯. সালাম ও তার জবাব

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেছেনঃ 'তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলব না যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? সে কাজটি হচ্ছেঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন কর।'

সালামের ব্যাপারে মুস্তাহাব হলো, যিনি প্রথমে সালাম দেবেন তিনি বলবেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ○

উচ্চারণঃ আস্‌সালা–মু 'আলাইকুম ওয়া রা'হ্‌মাতুল্লা–হি ওয়া বারাকা–তুহ্।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

এর জবাবে জবাব দানকারী বলবেনঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ○

উচ্চারণঃ ওয়া 'আলাইকুমুস্ সালা-মু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ্‌।
অর্থাৎঃ আর তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

আবু উমামা সুদাই বিন আজলান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেনঃ লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নিকটবর্তী, যে আগে সালাম করে।

৩০. হাঁচির দোয়া ও জবাব

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তার বলা উচিতঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদুলিল্লা-হ্‌) অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে।'

এরপর তার ভাই বা সাথীর বলা উচিতঃ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ার্‌হামু কাল্লা-হ্‌) অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন।'

আর يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ার্‌হামু কাল্লা-হ্‌) বলা হলে তার জবাবে বলা উচিত يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহ্‌দীকুমুল্লা-হু ওয়া ইয়ুসলিহ্‌ বা-লাকুম্‌) অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌ তোমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা শুধরে দিন।'

৩১. ইস্তেখারার তসবীহ্‌

সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের ইরাদা করবে, তখন দু' রাক'আত নফল আদায় করে এই দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ
تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইল্‌মিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিক্বুদ্‌রাতিক্, ওয়া আস্‌আলুকা মিন্ ফায্‌লিকাল্ 'আজীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা- আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা- আ'লামু ওয়া আন্‌তা আল্লা-মুল্ গুয়ূব, আল্লা-হুম্মা ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যা-ল আম্‌র।—

এখানে নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে ----------

خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنْهُ وَ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ○

উচ্চারণঃ খাইরুল লী ফী দ্বীনী ও মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতু আম্‌রী ফাক্বদুরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী সুম্মা বা-রিক লী ফীহ্, ওয়া ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল্ আমরা শার্‌রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতু আম্‌রী ফাস্‌রিফ্‌হু 'আন্‌হু ওয়াক্বদুর লীয়াল্ খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা আর্‌যিনী বিহ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার ইলমের বদৌলতে কল্যাণ চাইছি এবং তোমার কুদরতের সাহায্যে শক্তি চাইছি। আর তোমার কাছে তোমার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; এ কারণে যে, তুমি শক্তিমান আর আমার কাছে শক্তি নেই; তুমি জ্ঞানবান আর আমার কাছে জ্ঞান নেই আর তুমি সমস্ত গোপন রহস্য অবহিত। হে আল্লাহ্! যদি তোমার জ্ঞানমতে একাজটি দ্বীন ও দুনিয়া এবং পরিণতির দৃষ্টিতে আমার জন্যে উত্তম হয়, তাহলে সেটিকে আমার জন্যে স্থির করে দাও, আমার জন্যে সহজ করে দাও এবং আমার জন্যে বরকতময় করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানমতে কাজটি দ্বীন, দুনিয়া ও পরিণতির দৃষ্টিতে আমার জন্যে মন্দ হয়, তাহলে সেটিকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাকেও তা থেকে বিরত রাখ। আর আমার জন্যে যা কল্যাণ, তা স্থির করে দাও এবং তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট ও স্থিরচিত্ত করে দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

www.pathagar.com

মুসনাদে আহমদে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তেখারা (শুভ কামনা) করা বনী আদমের সৌভাগ্যের নিদর্শন। আর আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্টি লাভ করাও বনী আদমের জন্যে সৌভাগ্যের লক্ষণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ইস্তেখারা ছেড়ে দেয়া এবং তার সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে দুর্ভাগ্যের নামান্তর।

উল্লেখ্য, নিষিদ্ধ সময় (যথা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত) ছাড়া যে কোন সময় ইস্তেখারার নামাজ পড়া যেতে পারে। বড় বড় কাজে (যথা ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ ইত্যাদি) মনস্থির করার পূর্বে ইস্তেখারা করা বিধেয়।

৩২. বিয়ের খুতবা ও দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে খোদা (স) বিয়ের জন্যে নিম্নোক্ত খুতবা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা–হি নাস্‌তা'ঈনুহূ ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুহূ ওয়া না'উযুবিল্লা–হি মিন্ শুরূরি আন্‌ফুসিনা– মাঁই ইয়াহ্‌দিহিল্লা–হু ফালা–মুযিল্লা লাহ্। ওয়া মাঁইয়ুযলিল্ ফালা– হা–দিয়া লাহ্, ওয়া আশ্‌হাদু আল্ লা–ইলা–হা ইল্লাল্লা–হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহ্।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্যে। আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা চাইছি এবং আপন প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়েত দান করেন, তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, তাকে কেউ হিদায়েত দিতে সক্ষম নয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও তাঁর রসূল।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

উচ্চারণঃ ইয়া-আইয়্যুহান্না-সুত্তাক্বু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্‌সিও ওয়া-হিদাতিঁও ওয়া খালাক্বা মিন্‌হা- ঝাওজ্বাহা- ওয়া বাস্‌সা মিন্‌হুমা-রিজ্বা-লান কাসীরাঁও ওয়া নিসা-আঁও ওয়াত্তাকুল্লা-হাল লাযী তাসা-আলূনা বিহী ওয়াল্ আরহা-মা ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলাইকুম রাক্বীবা। ইয়া আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়া কুলূ ক্বাওলান্ সাদীদা। ইয়ুস্‌লিহ লাকুম আ'মা- লাকুম ওয়া ইয়াগ্‌ফির্ লাকুম যুনূবাকুম ওয়া মাইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাক্বাদ ফা-ঝা ফাওঝান্ 'আজীমা।

অর্থাৎঃ হে জনমণ্ডলী! আপন প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ (মানুষ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রাণ থেকে তার জুটি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এই জুটি থেকে দুনিয়ায় বহু নর ও নারী সৃষ্টি করছেন। তোমরা সেই খোদাকে ভয় কর, যার দোহাই পেড়ে তোমরা একে অন্যের কাছে অধিকার দাবি কর এবং পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রাখ; নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তত্ত্বাবধান করছেন। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যপরায়ণতার কথা বল; এতে করে আল্লাহ্ তোমাদের নেক কাজের তওফীক দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে নিঃসন্দেহে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করে।

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন কোন নববিবাহিত দম্পতিকে মুবারকবাদ দিতেন, তখন একথা বলতেনঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ○

উচ্চারণঃ বা-রাকাল্লা-হু লাকা, ওয়া বা-রাকা 'আলাইকুমা- ওয়া. জ্বামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ তোমাদের সুখে রাখুন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাজিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণের ব্যাপারে একমত রাখুন।

আমর বিন্ শুয়াইব আপন পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিয়ে করবে, তখন এই দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরা মা-জ্বাবাল্‌তাহা- 'আলাইহি ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা-জ্বাবাল্‌তাহা- 'আলাইহ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্ আমায় তার কল্যাণকারিতা দ্বারা এবং তার সত্তার অন্তর্নিহিত ভাল অভ্যাসগুলো দ্বারা মণ্ডিত করে তোল। পক্ষান্তরে তার অনিষ্টকারিতা এবং তার সত্তার মন্দ অভ্যাসগুলো থেকে তোমার আশ্রয়ে রাখ।

৩৩. স্ত্রী-সংসর্গে যাবার দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা যখন আপন স্ত্রীদের সংসর্গে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا○

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জ্বান্নিব্‌নাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জ্বান্নিবিশ্ শাইত্বা-না মা-রাঝাক্বতানা-

অর্থাৎঃ মহান আল্লাহ্‌র নামে। প্রভু হে! আমাদেরকে শয়তানের কবল থেকে নিরাপদ রাখো আর আমাদের নসীবে যা কিছু তুমি লিপিবদ্ধ করেছ (অর্থাৎ সন্তানাদি), তা থেকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখো।

www.pathagar.com

এই সংসর্গ থেকে দম্পতি যদি সন্তান লাভ করে, তাহলে শয়তান কক্ষনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. সন্তান ভূমিষ্টকালীন দোয়া

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত ফাতিমা (রা)-এর যখন প্রসব-বেদনা শুরু হয়, তখন রসূলে আকরাম (স) হযরত উম্মে সালমা (রা) ও জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-কে তাঁর কাছে এই বলে প্রেরণ করেন যে, তাঁর পার্শ্বে বসে 'আয়াতুল কুরসী' এবং নিম্নোক্ত দু' আয়াত তিলাওয়াত করবে এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে তাঁকে ফুঁক দেবেঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ، اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

উচ্চারণঃ ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল্ লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরয্যা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ সুম্মাস্ তাওয়া- 'আলাল্ 'আরশ, ইয়ুগ্‌শিল্ লাইলান্ নাহা-রা ইয়াত্বলুবুহূ হাসীসাঁও ওয়াশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা ওয়ান্ নূজূমা মুসাখ্‌খারা-তিম্ বিআম্‌রিহ্, আলা-লাহুল খাল্‌কু ওয়াল্ আম্‌র, তাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল 'আ-লামীন। উদ্'উ রাব্বাকুম তাযার্‌রু'আঁও ওয়া খুফ্‌ইয়াতান্ ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্।

অর্থাৎঃ নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর বিশ্ব-সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন এবং তারপর দিন রাতের

www.pathagar.com

পিছনে ছুটে চলে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। সব তাঁরই নির্দেশের অনুগত। সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই। অত্যন্ত বরকতময় আল্লাহ্, সমগ্র বিশ্বের মালিক ও প্রভু (তিনিই)। আপন প্রভুকে ডাক কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে ও চুপিসারে; তিনি সীমা লংঘনকারীকে কক্ষনো পসন্দ করেন না।

৩৫. শিশুর কানে আযান ও ইকামত বলা

আবু রাফে (রা) বলেন, হযরত ফাতিমা (রা)–এর ঘরে যখন হাসান বিন আলী (রা) ভূমিষ্ট হন, তখন আমি নবী করীম (স)–কে তাঁর দু'কানে আযান দিতে শুনি। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকেম ও বায়হাকী)।

তিনি আরো বলেন, হযরত হুসাইন (রা)–এর জন্মের পরও নবী করীম (স) তাঁর কানে আযান বলেন।

হযরত হুসাইন বিন্ আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলে, সে সন্তান জ্বিনসৃষ্ট শিশু রোগে কষ্ট পাবে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রসূলে খোদা (স)–এর নিকট শিশুদের নিয়ে আসা হত এবং তিনি 'তাহনীক' করতেন; অর্থাৎ তিনি শুকনো খেজুর ভালমত চিবিয়ে তার কিছু অংশ শিশুর মুখে পুরে দিতেন এবং তার কল্যাণ ও বরকত কামনা করে দোয়া করতেন।

হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

৩৬. আকীকা ও নামকরণে আল্লাহ্‌র স্মরণ

আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমরা নবজাতকের সাত দিনে নাম রাখবে, তার দৈহিক ময়লা (মাথার চুল ইত্যাদি) পরিষ্কার করবে এবং আকীকা করবে। (তাবারানী ও তিরমিযী) নবী করীম (স) নিজে এই নিয়মে তাঁর সন্তানদের জন্মলাভের পর তাদের নামকরণ করেন।

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজ নিজ নামে ডাকা হবে; কাজেই তেমরা ভাল নাম রাখ।' (আবু দাউদ ও বায়হাকী)।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তোমাদের নামের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্' 'আবদুর রহমান' ইত্যাকার নাম সবচেয়ে বেশী পসন্দ করেন। আবু দাউদ ও ইবনে মাজায়ও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আবু ওয়াহাব জাশমী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেনঃ নবীদের নাম অনুসারে তোমাদের নাম রাখ।

৩৭. নিয়ামতের সুরক্ষার জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেনঃ যে বান্দাহ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ামত লাভ করেছে, তা সন্তান-সন্ততি আকারে হোক কি ধন-মালের আকারে, সে যদি কৃতজ্ঞতা বোধের সাথে مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (মা-শা-আল্লা-হু লা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্) এই দোয়াটি পড়ে, তাহলে মৃত্যু ছাড়া তার উপর আর কোন আপদ নিপতিত হবে না।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেনঃ মানুষ যখন কোন আনন্দদায়ক বস্তু দেখবে, তখন বলবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصّٰلِحٰتُ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা-হিল লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস্ সা-লিহা-ত্।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যাঁর অনুগ্রহবশে নেক কাজ পূর্ণতা লাভ করে।

আর যখন কোন খারাপ বস্তু দেখবে, তখন বলবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি হা-ল্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্‌র শুক্‌র ও তাঁর প্রশংসা সর্বাবস্থায়ই।

৩৮. জীবিকা অর্জন ও দারিদ্র মোচনের তসবীহ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে খোদা (স) ইরশাদ করেনঃ 'যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে নিজের স্থায়ী অজীফায় পরিণত করে নিয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তাকে সমস্ত দুঃখ থেকে নাজাত ও সকল সঙ্কীর্ণতা থেকে রেহাই দেবেন এবং তাকে এমন সব জায়গা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবেন, যা সে ধারণা বা কল্পনাও করতে পারবে না।'

এক বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ মান্ ক্বারাআ সূরাতুল ওয়া-ক্বি'আতি কুল্লা ইয়াওমিন্ লাম্ তুসিব্‌হু ফা-ক্বাতুন আবাদা।

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা ওয়াক্বিয়া পড়বে, তাকে কখনো উপোষ করতে হবে না।

হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, ইমাম আহমদ, বায়হাকী, ইমাম হাকেম, নাসায়ী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

৩৯. ঋণ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া

আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করছেন, মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ এক গোলাম আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে নিবেদন করলঃ আমি মুক্তিপণ আদায় করতে পারছিনা। আপনি আমায় সাহায্য করুন। হযরত আলী (রা) বললেনঃ 'আমি কি তোমায় সেই দোয়াটির কথা বলব, যা রসূলে করীম (স) আমায় শিখিয়েছেন? তোমার যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ ঋণও থাকে, তবু আল্লাহ্ তা পরিশোধ করে দেবেন।' লোকটি বললঃ আপনি অবশ্যই আমায় তা শিখিয়ে দিন। হযরত আলী (রা) এই দোয়াটি পড়লেনঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাক্ ফিনী বিহালা-লিকা 'আন্ 'হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমায় হালাল রিজিক দান কর এবং হারাম রিজিক থেকে বাঁচাও। আর তোমার দয়া ও অনুগ্রহ বলে আমায় পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা কর।

হাদীসটি তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে।

৪০. মুসিবত থেকে পরিত্রাণের দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেন, তোমরা যে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষতির বেলায় اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জি'উন) অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহ্‌রই জন্যে এবং আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে' বল; কেননা এও মুসিবতের একটি অংশ।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমি রসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে-মুসলিম বান্দার উপর মুসিবত নিপতিত হবে সে যদি এই দোয়া পড়ে, তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাকে তার প্রতিফল ও বিনিময় দান করবেনঃ

إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ اخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا ○

উচ্চারণঃ ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জ্বি'উন, আল্লা-হুম্মা আজ্বিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখ্‌লুফ্ লী খাইরাম্ মিন্‌হা-।

অর্থাৎঃ আমরা আল্লাহ্‌রই জন্যে এবং আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ্! আমায় এই মুসিবতের প্রতিফল এবং এর বিনিময় প্রদান কর।

উম্মে সালমা (রা) বলেনঃ যখন আবু সালমা (উম্মে সালমা (রা)-এর প্রথম স্বামী) ইন্তেকাল করেন, তখন আমি রসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ মুতাবেক এই দোয়া পড়ি। এর ফলে আল্লাহ্ সুবহানাহু আমায় এর বিনিময় হিসেবে রসূলে করীম (স)-এর ন্যায় স্বামী দান করেন।

হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

৪১. দুঃখ ও বেদনার সময়ে তসবীহ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) যখন কোন দুঃখ ও বেদনায় নিপতিত হতেন, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে এই দোয়া করতেনঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল 'আর্‌শিল 'আজীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আর্‌যি, রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি আসমান ও জমীনের প্রভু। বিরাট আরশের প্রভু।

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন কোন অস্থিরতা ও অস্বস্তিকর অবস্থায় নিপতিত হতেন, তখন তাঁর জবান থেকে এই ফরিয়াদ বের হতঃ

www.pathagar.com

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ○

উচ্চারণঃ ইয়া–হাইয়্যু ইয়া–ক্বাইয়্যুমু বিরা'হ্‌মাতিকা আস্তাগীস্‌।

অর্থাৎঃ হে চিরঞ্জীব সত্তা! হে মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপক! তোমার রহমতের কাছে ফরিয়াদ করছি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেনঃ নবী করীম (স) যখন কোন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন আসমানের দিকে মাথা তুলে বলতেনঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (সুবহা–নাল্লা–হিল্‌ 'আজীম) অর্থাৎ 'পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মহান আল্লাহ্‌।' আর যখন দোয়ার প্রতি বেশী নিবিষ্ট হতেন, তখন বলতেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (ইয়া– হাইয়্যু ইয়া– কাইউমু) (সুনান তিরমিযী)

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু বাকরা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেনঃ বিপদগ্রস্থ ও দুঃখ–ভারাক্রান্ত লোকদের প্রার্থনা হলোঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا، فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ اَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা রাহ্‌মাতাকা আরজু, ফালা– তাকিল্‌নী ইলা– নাফ্‌সী ত্বারফাতা 'আইনিন ওয়া আস্‌লিহ্‌ লী শা'নী কুল্লাহূ, লা–ইলা–হা ইল্লা–আন্‌তা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী। তুমি আমায় মুহূর্তের জন্যেও আমার প্রবৃত্তির কাছে ছেড়ে দিওনা। তুমি নিজেই আমার সমস্ত কাজ ঠিক করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হাব্বান, তাবারানী, হাকেম প্রমুখও উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত আসমা বিন্‌তে আমীস বলেন, রসূলে খোদা (স) আমায় বলেছেনঃ 'আমি কি তোমায় এমন কথা বলে দেব যা তুমি দুঃখ ও বেদনার সময় উচ্চারণ করবে?' এরপর নবী করীম (স) বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি বলঃ

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ، لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আল্লা-হু রাব্বী, লা-উশ্‌রিকু বিহী শাইআ।

অর্থাৎঃ মহিয়ান আল্লাহ্‌! গরিয়ান আল্লাহ্‌ আমার প্রভু। আমি কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) আসমাকে বলেনঃ 'তুমি কালামটি সাতবার পড়।'

তাবারানীতে 'আল্লাহ্‌' শব্দটি তিনবার উল্লেখিত হয়েছে; অতএব, তা তিনবার পড়াই শ্রেয়।

সুনানে তিরমিযীতে হযরত সা'দ বিন্‌ আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেনঃ 'জুন নূন' [হযরত ইউনূস (আ)] মাছের পেটে বসে আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করেছিলেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা সুব্‌হা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্‌ জা-লিমীন্‌।

অর্থাৎঃ তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি নির্দোষ ও পবিত্র। আমি নিজেই আমার উপর জুলুমকারী।

অতএব, যে মুসলিম বান্দাহই তার কোন কষ্ট বা সঙ্কটকালে এই দোয়াটি পড়ে, সে অবশ্যই কবুলিয়তের সৌভাগ্য অর্জন করে।

অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) বলেনঃ আমি একটি বিশেষ কালাম জানি; তা যে ভাগ্যবান ব্যক্তিই উচ্চারণ করেছে, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাকে দুঃখ, বেদনা, সঙ্কট ও মুসিবত থেকে নাজাত দিয়েছেন। সে কালামটি হলো আমার ভাই ইউনূস (আ)-এর ফরিয়াদ।

মুসনাদে আহমদ ও ইবনে হাব্বানে হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ যে বান্দাই কোন দুঃখ ও বেদনা পাবে, সে যদি এই দোয়া পড়ে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই তার দুঃখ-কষ্টকে আনন্দে পরিবর্তিত করে দেবেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ

www.pathagar.com

فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ بَصَرِيْ، وَجَلَاءَ حُزْنِيْ، وَ ذَهَابَ هَمِّيْ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আবদুক্, ইবনু আব্‌দিক্, ইব্‌নু আমাতিকা না-সিয়াতী বিয়াদিকা মা-যিন ফী হক্‌মুক্, 'আদ্‌লুন ফীয়্যা কাযা-উক্, আস্‌আলুকা বিকুল্লিস্ মিন্ হুয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফ্‌সাক্, আও আন্‌ঝাল্‌তাহূ ফী কিতা-বিক্, আও 'আল্লামতাহূ আ'হাদাম মিন্ খাল্‌ক্বিকা আওইস্‌তা'সারতা বিহী ফী 'ইল্‌মিল্ গাইবি' ইন্‌দাক্, আন্ তাজ্ব'আলাল কুরআ-না রাবী'আ ক্বাল্‌বী, ওয়া নূরা বাসারী, ওয়া জ্বালা-আ হুঝ্‌নী, ওয়া যাহা-বা হাম্মী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার দাস, তোমার দাসের দাস, তোমার দাসীর পুত্র। তোমার শক্তির মুঠোয় আমার টুটি। তোমারই আদেশ আমার উপর কার্যকর। আমার প্রতিটি ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার কাছে, তোমার প্রতিটি নামের মাধ্যমে—যদ্বারা তুমি নিজের সত্তাকে পরিচিতি দিয়েছ কিংবা যা নিজের কিতাবে অবতরণ করেছ, অথবা নিজের কোন সৃষ্টিকে জানিয়ে দিয়েছ কিংবা নিজের গায়বের ভান্ডারে সঙ্গোপন রেখেছ-এই নিবেদন করছি যে, কুরআন পাককে আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার চোখের জ্যোতি, আমার দুঃখ মোচনকারী এবং আমার উদ্বেগ হরণকারী বানিয়ে দাও।

হাদীসটি ইবনে হাব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকেমেও বর্ণিত হয়েছে।

৪২. বিপজ্জনক জনগোষ্ঠীর ক্ষতির ভয় ও যুদ্ধের সময় দোয়া

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভয় করতেন, তখন একথা বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা- ইন্না- নাজ্ব'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন্ শুরূরিহিম।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! শত্রুদের মুকাবিলায় তোমাকেই আমরা ঢালরূপে গ্রহণ করছি এবং তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

আবু দাউদের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) যখন রণাঙ্গনে থাকতেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতেন, তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَ نَصِيْرِىْ ، بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ○

উচ্চারণঃ আল্লা- হুম্মা আনতা 'উয়ুদী ওয়া নাসীরী, বিকা আহূলু ওয়া বিকা আসূলু ওয়া বিকা উক্বা-তিল্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার হাত ও বাহু, আমার সাহায্যকারী, তোমার উপর নির্ভর করে আমি প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, হামলা করছি এবং লড়ে যাচ্ছি।

হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে আনাস বিন্ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত এক বর্ণনায় দেখা যায়, নবী করীম (স) এক যুদ্ধের সময় আল্লাহ্র কাছে এই প্রার্থনা করেনঃ

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ ، اِيَّاكَ اَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ○

উচ্চারণঃ ইয়া-মা-লিকা ইয়াওমিদ্ দ্বীন, ইয়্যা-কা আ'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা আস্তা'ঈন।

অর্থাৎঃ হে প্রতিফল দিবসের মালিক। আমি তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।

হযরত আনাস (রা) বলেন, এই দোয়ার পর আমি দেখলাম, "ফিরেশতাদের বাহিনী শত্রুবাহিনীর সদস্যদেরকে সামনে ও পিছন থেকে উল্টাপাল্টা করে ছুঁড়ে মারছে।

৪৩. দুঃশাসকের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) বর্ণনা করছেন, একবার রসূলে করীম (স) বলেনঃ তুমি যখন শাসক কিংবা অন্য কাউকে ভয় পাবে, তখন এই দোয়াটি পড়ে নেবেঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

www.pathagar.com

وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল্ 'হালীমুল্ কারীম, সুব্‌হা-নাল্লা-হি রাব্বিস্ সামা-ওয়াতিস্ সাব্'ই ওয়া রাব্বিল্ 'আরশিল্ 'আজীম, লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা আঝ্‌ঝা জ্বা-রুকা ওয়া জ্বাল্লা সানা-উক্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি মহিয়ান ও গরিয়ান। পবিত্র ও নিষ্কলুষ আল্লাহ্, তিনি সাত আসমানের প্রভু, মহান আরশের অধিপতি। (প্রভুহে!) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যে কেউ তোমার আশ্রয়ে এসেছে সে-ই সমুন্নত হয়েছে। তোমার প্রশংসা খুবই উচ্চ মানের।

এ পর্যায়ে মুসনাদে আহমদে হযরত আলী (রা) থেকে একটু ভিন্নতরভাবে এই দোয়াটি বর্ণিত হয়েছেঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল্ হালীমুল কারীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল্ 'আলিয়্যুল 'আজীম। সুব্‌হা-নাল্লা-হি রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব্'ই ওয়া রাব্বিল্ 'আরশিল্ 'আজীম। আল্‌হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন।

হযরত আলী (রা) বলেনঃ এ দোয়াটি আমায় রসূলে আকরাম (স) যত্নের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ 'তুমি যদিও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত, তবু আমি তোমায় এ কালামটি শেখাচ্ছি; তুমি যদি এটি পড়, আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু তোমায় মার্জনা করবেন।'

অপর এক বর্ণনায় হযরত আলী (রা) দোয়াটি সম্পর্কে বলেনঃ নবী করীম (স) আমায় উপদেশ দিয়েছেন, আমার উপর কোন মুসিবত আপতিত হলে আমি যেন এটি পড়ি। (বুখারী, নাসায়ী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, ইবনে আবী শায়বা) বুখারীতে এর শেষ শব্দাবলী নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ، حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রি 'ইবা-দিক্, হাস্‌বুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীল।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দাদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি। আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট আর তিনিই উত্তম কর্মকারী।

৪৪. নতুন পোশাক পরার দোয়া

আবু নাযরাহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) যখন নতুন কাপড় পরতেন, তখন তার নাম (যথা জামা, পাজামা, পাগড়ী) উল্লেখ করে বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকাল্ হাম্‌দ, আন্‌তা কাসাওতানীহ্, আস্‌আলুকা মিন্ খাইরিহী ওয়া খাইরি মা-সুনি'আ লাহ্, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ শার্‌রিহী ওয়া শার্‌রি মা-সুনি'আ লাহ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। তুমি আমায় এই নতুন কাপড় পরিয়েছ; আমি তোমার কাছে এর কল্যাণকারিতা এবং যে উদ্দেশ্যে এটি বানানো হয়েছে, তার কল্যাণকারিতা প্রার্থনা করছি। পক্ষান্তরে এর অনিষ্টকারিতা এবং যে উদ্দেশ্যে এটি বানানো হয়েছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।

সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুস্তাদরাকে হাকেম ও ইবনে হাব্বানে এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

আবু নাযরাহ বলছেন, নবী করীম (স)-এর সহচরগণ যখন কোন বন্ধুর শরীরে নতুন কাপড় দেখতেন, তখন বলতেনঃ تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى (তুব্‌লী ওয়া ইয়ুখ্‌লিফুল্লা-হু তা'আলা-) অর্থাৎ 'খুব পুরানা কর, আল্লাহ্ তোমায় আরো দিন।' (আবু দাউদ ও বায়হাকী)

সাহল্ বিন্ মায়াজ হযরত আনাস (রা) ও তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে এই দোয়া করবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তার আগে-পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেনঃ

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্ লাযী কাসা-নী হা-যা- ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা- কুওওয়াহ্।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমায় এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই একে আমার ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

৪৫. বিপদগ্রস্ত লোকের জন্যে দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রা) রসূলে আকরাম (স) থেকে বর্ণনা করছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে এই দোয়া পড়বে, সে কখনো ঐ বিপদে পড়বে নাঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ اللّٰهُ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্ লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্ তালা-কাল্লা-হু বিহী ওয়া ফাযযালানী 'আলা- কাসীরিম্ মিম্মান্ খালাক্বা তাফ্‌যীলা।

অর্থাৎঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তোমার উপর আপতিত বিপদ থেকে আমায় নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর বহুতর সৃষ্টির উপর আমায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

৪৬. বেহুদা মজলিসে যোগদানের কাফ্‌ফারা

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসবে, যেখানে বিপুলভাবে অশালীন ও অর্থহীন কথাবার্তা হবে, সে যেন মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে এই দোয়া পড়ে। এতে করে মজলিসে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে, তার কাফ্‌ফারা হয়ে যাবেঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিক্‌, আশ্‌হাদু আল্‌ লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্‌।

অর্থাৎঃ পাক ও পবিত্র তুমি হে আল্লাহ্‌! প্রশংসা ও গুণগান তোমারই জন্যে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার মার্জনা চাইছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। (সুনানে তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (স) থেকে আরো বর্ণনা করছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিস থেকে উঠে চলে আসে, যেখানে খোদার কোন যিকর হয় না, সে যেন গাধার লাশের পাশ দিয়ে চলে এল। মজলিসে এই অংশ গ্রহণ তার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হয়ে থাকবে। (সুনানে তিরমিযী)

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করছেনঃ রসূলে আকরাম (স) কোন মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণার পূর্বে নিজের ও নিজের সহচরদের জন্যে নিম্নের দোয়াটি করেননি, এমন ঘটনা খুব কমই ঘটেছেঃ

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ ، وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصَابَ الدُّنْيَا ، اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَ اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَ اجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَ انْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাক্বসিম্‌ লানা- মিন্‌ খাশ্‌ইয়াতিকা মা-তা'হূলু বাইনানা- ওয়া বাইনা মা'সিয়াতিকা ওয়া মিন্‌ ত্বা-'আতিকা মা-তুবাল্লিগুনা- বিহী জ্বান্নাতাক্‌, ওয়া মিনাল্‌ ইয়াক্বীনি মা-তাহূনু বিহী 'আলাইনা- মুযার্‌রুদ্‌ দুন্‌ইয়া, আল্লা-হুম্মা আম্‌তি'না- বিআস্‌মা-'ইনা- ওয়া আব্‌সা-রিনা ওয়া কুওওয়াতিনা- মা- আহ্‌ইয়াইতানা- ওয়াজ্ব'আল্‌হুল্‌ ওয়া-রিসা মিন্না-,

www.pathagar.com

ওয়াজ্ব'আল সা'রানা- 'আলা-মান্ জালামনা- ওয়ান্‌সুরনা-'আলা-মান্ 'আ-দা-না, ওয়ালা- তাজ্ব'আল মুসীবাতানা- ফী দ্বীনিনা, ওয়ালা- তাজ্ব'আলিদ্ দুন্‌ইয়া আক্‌বারা হাম্মিনা- ওয়ালা- মাব্‌লাগা 'ইলমিনা-, ওয়ালা- তুসাল্লিত্ 'আলাইনা মাল্‌লা- ইয়ারহাম্‌না।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার ভয় ও ভীতির এতটা অংশ দাও, যা আমাদের ও পাপাচারের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে। আর সেই বাধ্যতা ও আনুগত্য দাও, যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌছিয়ে দেবে; সেই বিশ্বাস ও প্রত্যয় দান কর, যদ্বারা আমাদের জন্যে দুনিয়ার ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। হে আল্লাহ্! তুমি যতক্ষণ আমাদের জিন্দা রাখবে, আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক শক্তিকে সচল রেখ এবং এই কল্যাণকে আমাদের পরও অব্যাহত রেখ; আর আমাদের উপর যে জুলুম করবে, তার থেকে আমাদের প্রতিশোধ নিও আর যে আমাদের সাথে শত্রুতা করবে, তার উপর আমাদের বিজয় দিও। (প্রভু হে!) আমাদেরকে দ্বীনের অগ্নি-পরীক্ষায় নিক্ষেপ কোরনা এবং দুনিয়াকে বানিওনা আমাদের প্রধান লক্ষ্য এবং আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমগ্র পুঁজি; আর যে ব্যক্তি আমাদের উপর রহম করবে না, তাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না।

৪৭. মূর্তির নামে শপথ ও অশ্লীল বাক্যের কাফ্‌ফারা

নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শপথ করার সময় বলে, "লাত ও উজার শপথ", তাহলে তার কালেমায়ে তাওহীদ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু) পড়ে নেয়া উচিত। আর যদি কেউ তার বন্ধুকে বলে "এস, জুয়ার বাজী ধরি", তাহলে তার কিছু সদকা করে দেয়া উচিত। কেননা যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্‌র নামে শপথ করে, সে শির্কে লিপ্ত হয় এবং কালেমায়ে তাওহীদের পুনরাবৃত্তিই তার প্রকৃত কাফ্‌ফারা। আর জুয়ার অর্থ হলো, অন্যের মাল বাতিল পন্থায় হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা; সুতরাং এর কাফ্‌ফারা হলো, সদকা করা অর্থাৎ নিজের মাল বৈধ পন্থায় অন্যের জন্যে ব্যয় করা।

৪৮. নতুন ফল-ফসল দেখার দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলছেনঃ যখন নতুন ফল-ফসল উঠত এবং লোকেরা তা রসূলে করীম (স)-এর খেদমতে নিবেদন করত, তখন তিনি দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْ

www.pathagar.com

صَاعِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা- ফী সামরিনা-, ওয়া বা-রিক লানা- ফী মাদীনাতিনা-, ওয়া বা-রিক লানা- ফী সা-'ইনা ওয়া বা-রিক লানা- ফী মুদ্দিনা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদের ফল-ফসলে বরকত দাও, আমাদের শহরে বরকত দান কর, আমাদের ওজনে ও মাপে বরকত দাও।

এরপর তিনি ছোট আকারের ও কম বয়েসী ফলটিকে গ্রহণ করতেন।

৪৯. নতুন চাঁদ দেখার দোয়া

আবদুল্লাহ বিন্ উমর (রা) বর্ণনা করছেনঃ রসূলে খোদা (স) প্রথম রাতের চাঁদ (হেলাল) দেখে বলতেনঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْاِيْمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْاِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু, 'আলাইনা- বিল্ আমনি ওয়াল্ ঈমা-নি ওয়াস্ সালা-মাতি ওয়াল্ ইস্‌লা-মি ওয়াত্ তাওফীক্বি লিমা-তুহিব্বু ওয়া তার্‌যা-, রাব্বুনা ও রাব্বুকাল্লা-হু।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্! এই চাঁদকে আমাদের উপর শান্তি, ঈমান, স্বস্তি ও ইসলামের সাথে প্রকাশ কর এবং একে তোমার প্রিয় ও পসন্দনীয় কাজের তওফীক ও কারণে পরিণত কর। (হে চাঁদ) আমাদের ও তোমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্। (তিরমিযী, দারেমী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাব্বান)

সুনানে আবু দাউদে কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) নতুন চাঁদ (হেলাল) দেখে তিনবার বলতেনঃ

هِلَالُ خَيْرٍ وَّ رُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَّ رُشْدٍ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَكَ ○

উচ্চারণঃ হিলা-লু খাইরিওঁ ওয়া রুশ্‌দ, হিলা-লু খাইরিওঁ ওয়া রুশ্‌দ, আ-মান্‌তু বিল্লা-হিল্ লাযী খালাক্বাক্।

অর্থাৎঃ (প্রভু হে!) এই চাঁদ হোক কল্যাণ ও হিদায়েতের নিদর্শন। চাঁদ হোক কল্যাণ ও হিদায়েতের নির্দশন। আমি ঈমান এনেছি সেই আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি সৃষ্টি করেছেন (হে চাঁদ) তোমাকে।

www.pathagar.com

তারপর বলতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرِكَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِكَذَا ○

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্ লাযী যাহাবা বিশাহ্‌রি কাযা- ওয়া জ্বা-আ বিশাহ্‌রি কাযা-।

অর্থাৎঃ সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি অমুক (নাম উল্লেখ পূর্বক) মাসকে বিদায় দিয়েছেন এবং অমুক মাসের সূচনা করেছেন।

৫০. রোজা ভঙ্গের দোয়া

সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) রোজা ভঙ্গের (ইফতারের) সময় বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া 'আলা- রিঝ্‌ক্বিকা আফ্‌ত্বার্‌তু।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যে রোজা রেখেছি এবং তোমারই রিজিক দ্বারা তা ভঙ্গ করছি।

আরেকটি বর্ণনা অনুসারে তিনি এরূপ দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا ، وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْنَا ، فَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুম্‌না-, ওয়া 'আলা- রিঝ্‌ক্বিকা আফ্‌ত্বারনা-, ফাতাক্বাব্বাল্ মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামী'উল্ 'আলীম।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমরা সবাই তোমার (সন্তুষ্টির) জন্যে রোজা রেখেছি এবং তোমারই (প্রদত্ত) রিজিক দ্বারা তা ভঙ্গ করছি। অতএব তুমি আমাদের থেকে এটা কবুল কর; নিঃসন্দেহে, তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৫১. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ কালে তসবীহ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ 'সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটেনা। তোমরা যখন

www.pathagar.com

কোন গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন আল্লাহ্‌কে ডাকবে, তকবীর ধ্বনি উচ্চারন করবে এবং দান–খয়রাত করবে।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুর রহমান বিন্ সামুরাহ (রা) বর্ণনা করছেনঃ রসূলে খোদা (স)–এর জীবন কালের একটি ঘটনা। আমি মদীনার বাইরে তীর চালনা করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। আমি তীর–ধনুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রসূলে করীম (স)–এর কাছে চলে এলাম। তিনি তখন হাত উঁচু করে আল্লাহ্‌র তসবীহ, প্রশংসা ও দোয়া করছিলেন। সূর্য রাহুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দোয়া করতে থাকলেন। এরপর তিনি জামা'আতের সাথে দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করলেন এবং তাতে দু'টি দীর্ঘ সূরা পড়লেন।

হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এই নামাজের পর নবী করীম (স) এক নাতিদীর্ঘ খুতবা পেশ করেন। এতে তিনি বলেনঃ

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: " مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ" ؟ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ فَيَقُوْلُ: "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا" فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اَنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُوْلُ، لَا اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ ○

উচ্চারণঃ ইন্নাশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা আ–য়াতা–নি মিন্ আ–য়া–তিল্লা–হি লা–ইয়াখ্‌সিফা–নি লিমাওতি আহাদিওঁ ওয়ালা– লিহায়া–তিহ্, ফাইযা–

www.pathagar.com

রাআইতুম যা-লিকা ফাদ্‌'উল্লা-হা ওয়া কাব্বিরূ ওয়া সাল্লু ওয়া তাসাদ্দাকূ ওয়া লাক্বাদ উহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাকুম্‌ তুফ্‌তানূনা ফিল্‌ কুবূরি ইউ'তা-আহাদুকুম্‌ ফাইয়ুক্বা-লু লাহুঃ 'মা-'ইল্‌মুকা বিহা-যার্‌ রাজুল্‌?" ফাআম্মাল্‌ মু'মিনু- আওইল্‌ মুক্বিনু-ফায়াকুলঃ মুহাম্মাদুর রাসূলিল্লা-হি জ্বা-আ বিল্‌ বাইয়্যিনা-তি ওয়াল্‌ হুদা- ফাআ-মান্না- ওয়াত্‌ তাবা'না-ফাইয়ুক্বা-লু লাহুঃ নাম সা-লিহান্‌ ফাক্বাদ্‌ 'আলিম্‌না- আন্‌ কুন্‌তা লামু'মিনাওঁ ওয়া আম্মাল্‌ মুনা-ফিকু-আওইল্‌ মুরতা—বু-ফায়াকুল্‌ঃ লা-আদ্‌রী সামি'তু ন্না-সা ইয়াকুলূনা শাইআন ফাকুল্‌তুহু।

অর্থাৎঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এতে গ্রহণ লাগেনা। তোমরা এরূপ পরিস্থিতি (গ্রহণ) দেখলে আল্লাহ্‌কে ডাকবে, তাকবীর উচ্চারণ করবে, নামাজ পড়বে, সদকা দেবে। আমার কাছে অহী এসেছেঃ কবরে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে, তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি জানো?' মুমিন—প্রত্যয়শীল ব্যক্তি—জবাব দেবেঃ 'আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (স)", যিনি এসেছেন সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও নিদর্শনাবলীসহ, আমরা তাঁর সত্যতা স্বীকার করেছি এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছি।' এরপর তাকে বলা হবেঃ ভাল থাক, আমরা পূর্বেই জানতাম, তুমি মুমিন। কিন্তু মুনাফিক—সংশয়বাদী ব্যক্তি—এর জবাবে বলবেঃ এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। আমি লোকদের কিছু বলতে শুনেছি এবং নিজেও তাই বলেছি।

হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) জীবনে একবার মাত্র সূর্য গ্রহণের নামাজ জামা'আতের সাথে পড়েছেন। সূর্য গ্রহণের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণের সময়ও দু'রাকায়াত নামাজ পড়া সুন্নাত। তবে এটা জমা'আতের সাথে পড়া সুন্নাত নয়, বরং একাকী আলাদাভাবে পড়াই বিধেয়।

৫২. ঝড়ের সময় দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেনঃ ঝড় আল্লাহ্‌র এক ধরণের ফুঁৎকার বিশেষ। এটি যেমন রহমত নিয়ে আসে, তেমনি আযাব নিয়েও আসে। কাজেই ঝড় দেখা মাত্রই তাকে মন্দ বলবে না; বরং আল্লাহ্‌র কাছে তার কল্যাণের জন্যে দোয়া এবং অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাইবে। (আবু দাউদ) হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রসূলে খোদা (স) যখন ঝড় উঠতে দেখতেন, তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ

بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَافِيْهَا وَ شَرِّ مَاأُرْسِلَتْ بِهٖ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাহা- ওয়া খাইরা মা-ফীহা- ওয়া খাইরা মা-উর্‌সিলাত্‌ বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন্‌ শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা-ফীহা ওয়া শার্‌রি মা- উর্‌সিলাত বিহ্‌।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে এই ঝড়ের কল্যাণকারিতা এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার কল্যাণকারিতা আর যে উদ্দেশ্যে এটি প্রেরিত হয়েছে, তার কল্যাণকারিতা প্রার্থনা করছি। পক্ষান্তরে এর অনিষ্টকারিতা থেকে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনিষ্টকারিতা থেকে আর যে উদ্দেশ্যে এটি প্রেরিত হয়েছে, তার অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি।

৫৩. মেঘ গর্জন ও বজ্রপাতের সময় দোয়া

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) যখন মেঘ গর্জন ও বজ্রপাতের আওয়াজ সুনতেন, তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লা-তাক্বতুল্‌না-বিগাযাবিকা ওয়ালা- তুহ্‌লিক্‌না- বিআযা-বিকা ওয়া 'আ-ফিনা-ক্বাব্‌লা যা-লিক্‌।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! তোমার গযব দ্বারা আমাদের নিপাত কোরনা, তোমার আযাব দ্বারা আমাদের ধ্বংস কোরনা; বরং এরূপ সময় আসার পূর্বেই তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে স্থান দিও।

সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৫৪. অনাবৃষ্টির সময় দোয়া

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বর্ণনা করছেন, একবার অনাবৃষ্টি কালে আমি নবী করীম (স)-কে উর্ধ্বে হাত তুলে নিতান্ত বিনয় ও আকুতির সাথে এই দোয়া উচ্চারণ করতে শুনেছিঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا، مَرِيْئًا مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَضَارٍّ

www.pathagar.com

عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাস্ কিনা-গাইসান্ মুগীসা, মারীআন মারী'আ-, না-ফি'আন গাইরা যা-রূরি, 'আ-জ্বিলান্ গাইরা আ-জ্বিল্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন বৃষ্টিধারা দাও, যা আমাদের পুরোপুরি স্নাত করবে, স্বস্তিকর ও জীবন-সঞ্চারী হবে, উপকারী ও অক্ষতিকর হবে এবং অবিলম্বে ও দ্রুত আগমনকারী হবে।

তাঁর এই দোয়া শেষ হতে না হতেই লোকদের মাথার উপরি ভাগের আকাশ মেঘের ঘনঘটায় ছেয়ে গেল।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করছেনঃ একবার লোকেরা বৃষ্টি না হওয়ার জন্যে রসূলে করীম (স)-এর কাছে এসে নানা অসুবিধার কথা ব্যক্ত করল। নবী করীম (স) লোকদের ঈদগাহে জমায়েত হবার জন্যে একটা দিন ধার্য করলেন। সেদিন সূর্যের আলো প্রকাশের সাথে সাথেই তিনি ঈদগাহে গেলেন এবং মিম্বরের উপর বসে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও তকবীর ধ্বনি উচ্চারণের পর বললেনঃ 'তোমরা অভিযোগ করছ যে, বৃষ্টি সময়মত আসতে বিলম্ব করছে, জমীন শুষ্ক ও বিরান হয়ে যাচ্ছে। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র হুকুম রয়েছে, (বিপদের সময়) তোমরা তাঁর দরগাহে বিনয়াবনত চিত্তে দোয়া করবে, তোমাদের সাথে তার ওয়াদা রয়েছে, তিনি সে দোয়া কবুল করবেন।' এরপর তিনি এই দোয়া করেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ○

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াফ্'আলু মা-ইয়ুরীদ, আল্লা-হুম্মা আন্‌তাল্লা-হু ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা, আন্‌তাল গানিয়্যু ওয়া নাহ্‌নুল্ ফুক্বারা-উ আন্‌ঝিল 'আলাইনাল্ গাইসা ওয়াজ্ব'আল মা-আন্‌ঝালতা 'আলাইনা-কুওওতাঁও ওয়া বালা-গান্ ইলা-'হীন্।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি যা চান, তা-ই করেন। হে আল্লাহ্! তুমিই (আমাদের) প্রভু; তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি বিত্তবান আর

www.pathagar.com

আমরা অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আর তুমি যা বর্ষণ করাবে, তাকে আমাদের জন্যে শক্তির উৎস বানিয়ে দেবে এবং (প্রয়োজনমত) তার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ করে দেবে।

এরপর তিনি ঊর্ধ্বদিকে নিজের হাত তুললেন। অনেক উপরে হাত তুলে লোকদের দিকে পিছন ফিরিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত বিনয় ও আকুতির সাথে তিনি উপরিউক্ত দোয়া পড়তে লাগলেন। দোয়া শেষে লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি মিম্বর থেকে নামলেন এবং দু'রাকায়াত নামাজ পড়লেন। হঠাৎ আল্লাহ্ মেঘের সঞ্চার করলেন। মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকও শুরু হলো এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় মুষলধারে বৃষ্টি এল। নবী করীম (স) মসজিদে পৌছার আগেই পানির বন্যা শুরু হয়ে গেল। লোকেরা ঘরমুখে ছুটতে লাগল। নবী করীম (স) তাদের দেখে হেসে ফেললেন। তিনি বললেনঃ

اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَاِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ○

উচ্চারণঃ আশ্হাদু আন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ওয়া ইন্নী 'আব্দুল্লা-হি ওয়া রাসূলুহ্।

অর্থাৎঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত বস্তুর উপর পরাক্রমশালী এবং নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্র বান্দাহ ও তাঁর রসূল।

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) বৃষ্টি প্রার্থনা কালে এই দোয়াটি পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ،

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাসক্বি 'ইবা-দাকা ওয়া বাহা-ইমাক্, ওয়ান্শুর, রাহ্মাতাকা ওয়া আ'হ্ই বালাদাকাল্ মাইয়্যিত্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার বান্দাহ্ ও চতুষ্পদ প্রাণীকূলকে স্নাত কর, তোমার রহমতকে চারদিকে ছড়িয়ে দাও এবং তোমার মৃত শহরে প্রাণের সঞ্চার কর।

৫৫. বৃষ্টির সময়ে দোয়া

জায়েদ বিন্ খালেদ বর্ণনা করছেন, রসূলে আকরাম (স) একদা হুদাইবিয়া নামক স্থানে আমাদের ফজরের নামাজ পড়ান। সে রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। নামাজ শেষে নবী

www.pathagar.com

করীম (স) লোকদের মুখোমুখি হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি করেছেন? লোকেরা জবাব দিলঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। ইরশাদ হলো, আল্লাহ্ বলছেনঃ 'আমার বান্দাদের কিছু অংশ আমার প্রতি বিশ্বাসী, আর কিছু অংশ অবিশ্বাসী। যে বলে আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যে বলে যে, অমুক অমুক গ্রহ-নক্ষত্রের দরুণ বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বৃষ্টি দেখে বলতেনঃ صَيِّبًا نَافِعًا (সাইয়্যিবান না-ফি'আ-) অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! উপকারী ও জীবনদায়িনী বৃষ্টি বর্ষণ কর।' হযরত আনাস (রা) বলছেনঃ আমরা রসূলে করীম (স)-এর কাছে ছিলাম, এমনি সময় বৃষ্টি আমাদের ঘিরে ফেলল। রসূলে করীম (স) শরীরের একাংশ থেকে কাপড় খুলে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি এরূপ কেন করলেন? তিনি বললেনঃ 'এই বৃষ্টি এখন পরোয়ারদিগারের নিকট থেকে আসছে।' (সহীহ মুসলিম)

৫৬. অতি-বৃষ্টির সময় দোয়া

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করছেনঃ একবার জুময়ার দিনে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। নবী করীম (স) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি উচ্চৈঃস্বরে বললঃ 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! (পানির অভাবে) গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্যে বৃষ্টির দোয়া করুন।' রসূলে করীম (স) আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বললেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আগিস্‌না-, আল্লা-হুম্মা আগিস্‌না-, আল্লা-হুম্মা আগিস্‌না-।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদের পানি দাও; হে আল্লাহ্! আমাদের পানি দাও, হে আল্লাহ্! আমাদের পানি দাও।

হযরত আনাস (রা) বলেনঃ খোদার কসম! আকাশে মেঘের কোন নাম-নিশানাও ছিল না। আমরা দেখলাম, সালা' উপত্যকার পিছন থেকে এক ফালি মেঘ আত্মপ্রকাশ করল। মধ্য আকাশে পৌঁছেই তা এদিকে ওদিক ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। খোদার কসম! এরপর সাত দিন যাবত আমরা সূর্যের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। পরের শুক্রবার সেই ব্যক্তি আবার মসজিদে প্রবেশ করল। রসূলে করীম (স) তখন যথারীতি

www.pathagar.com

খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি নবী করীম (স)-এর মুখোমুখি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! (পানির কারণে) আমাদের গবাদি পশু মরে যাচ্ছে, রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি থেমে যায়। রসুলে আকরাম (স) দু'হাত তুলে দোয়া করলেনঃ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَ الظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা- লা-'আলাইনা-, আল্লা-হুম্মা 'আলাল্ আকা-মি ওয়াজ্‌জিরা-বি ওয়া বুত্‌নিল্ আওদিয়াতি ওয়া মানা-বিতাশ্ শাজ্বার্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি বর্ষিত হোক, আমাদের উপর যেন বর্ষিত না হয়। হে আল্লাহ্! পাহাড়, টিলা, ফসলের ক্ষেত ও গাছপালার স্থানে যেন বৃষ্টিপাত হয়।

বর্ণনাকারী বলেনঃ এই দোয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি থেমে গেল এবং আমরা রোদের ছোঁয়া পাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৫৭. ঝাড় ফুঁকের অনুমতি ও দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মস্‌উদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) দশটি জিনিস অপসন্দ করতেন। তার মধ্যে একটি হলো ঝাড়-ফুঁক। অবশ্য তিনি সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস কিংবা সূরা ইখলাসসহ এই দুটি সূরা পড়া অপসন্দ করতেন না। (আবু দাউদ, আহমদ, নাসাযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম) কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায়, শুরুতে নবী করীম (স) ঝাড়-ফুঁকের কাজ সম্পূর্ণ বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এই শর্তে তার অনুমতি দিলেন যে, তাতে শির্ক করা হবে না, আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম কিংবা তার পাক কালাম পড়ে ঝাড়তে হবে। আর ভরসা ঝাড়-ফুঁকের উপর থাকবে না, ভরসা রাখতে হবে আল্লাহ্‌র উপর। তিনি চাইলে তাতে উপকার দিবেন-এই আশায়ই এ কাজ করা যাবে।

তাবারানী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করছেনঃ রসূলে করীম (স)-এর নামাজের সময় একবার বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। নামাজ শেষ করে তিনি বললেনঃ বিচ্ছুর উপর খোদার লানৎ। সে না কোন নামাজীকে রেহাই দেয়, না অন্য কাউকে। পরে তিনি পানি

www.pathagar.com

ও লবন আনালেন এবং ক্ষতস্থানে লবন পানি লাগাতে লাগাতে সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস ও এই শেষ দু'টি সূরা পড়তে লাগলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) হযরত হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ফুঁকে দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের পূর্ব-পুরুষ হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ)-কে ফুঁক দিতেনঃ

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ○

উচ্চারণঃ উ'ঈযু কুমা- বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন্ কুল্লি শাইত্বা-নিওঁ ওয়া হা-ম্মাতিওঁ ওয়া মিন্ কুল্লি 'আইনিল্ লা-ম্মা-হ্।

অর্থাৎঃ আমি তোমাদের জন্যে সমস্ত শয়তান ও সমস্ত বিষাক্ত বস্তু এবং সর্বপ্রকার কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করছি। (সুনানে তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে আকরাম (স)-এর পরিবারবর্গের কেউ যখন কোন দৈহিক কষ্ট বা বেদনা অনুভব করতেন, তখন এই দোয়া পড়ে তিনি নিজের ডান হাত তার শরীরের উপর বুলাতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، اَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, রাব্বান্ না-স, আয্হিবিল্ বা'সা, ওয়াশ্ফি আন্তাশ্ শা-ফী, লা-শিফা-আ- ইল্লা-শিফা-উকা শিফা-আল্ লা-ইয়ূগা-দিরু সাক্বামা-।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! মানুষের প্রভু! কষ্ট দূর করে দাও এবং নিরাময় দান কর, তুমিই প্রকৃত নিরাময় দানকারী। তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় নেই। এমন নিরাময় দাও, যা ব্যাধির নাম-চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখবে না।

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হযরত উসমান বিন আবুল আ'স বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে এমন একটি ব্যথা সম্পর্কে অভিযোগ করে বললাম, যাতে আমি ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে

www.pathagar.com

ভুগছিলাম। নবী করীম (স) আমায় বললেনঃ বেদনার স্থানে নিজের ডান হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লা-হ' বল এবং সাতবার এ দোয়াটি পড়ঃ

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَمَا اُحَاذِرُ ○

উচ্চারণঃ আ'উযু- বি'ইঝ্‌ঝাতিল্লা-হি ওয়া কুদ্‌রাতিহী মিন্ শার্‌রি মা-আজ্বিদু ওয়ামা- উহা-যিরু।

অর্থাৎঃ আমি মহান আল্লাহ্‌র ইজ্জত ও কুদরতের আশ্রয় চাইছি সেই অনিষ্ট থেকে, যা আমি অনুভব করছি এবং যাকে আমি ভয় পাচ্ছি।

(মুসলিম, মুয়াত্তা, তাবারানী)

মুয়াত্তায় এও বর্ণিত হয়েছে যে, উসমান বিন্ আবুল আ'স বললেনঃ এরূপ করার পর আমার সেই ব্যথা দূর হয়ে গেল। আমি আমার পরিবারের লোকদেরকেও এই জিনিসের শিক্ষা দিচ্ছি।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করছেনঃ নবী করীম (স) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন জিব্রাঈল এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি রুগ্ন হয়ে পড়েছেন? তিনি বললেনঃ হাঁ। জিব্রাঈল বললেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ ○

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হি আর্‌ক্বীকা মিন্ কুল্লি শাইয়িন ইয়ু'যীকা মিন্ শার্‌রি কুল্লি নাফ্‌সিন্ আও 'আইনিন্ হা-সিদ্, আল্লা-হু ইয়াশ্‌ফীকা বিস্‌মিল্লা-হি আরক্বীক্।

অর্থাৎঃ আমি আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি আপনাকে পীড়া দেয় এমন প্রতিটি জিনিস থেকে এবং প্রতিটি নফস ও হিংসুটে দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ আপনাকে নিরাময় করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করছেনঃ একদিন নবী করীম (স) আমার ঘরে এলেন। তখন আমার নিকট শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্ নাম্নী এক মহিলা বসা ছিলেন। তিনি নামেলা (যুবাব)কে ঝাড়তেন। নবী করীম (স) বললেনঃ 'তুমি হাফসাকেও ঝাড়বার ঐ প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দাও।'

www.pathagar.com

হযরত আবু দারদা (রা) বলছেন, আমি রসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমার কিংবা তোমার কোন ভাইর যদি শারীরিক কষ্ট দেখা দেয়, তাহলে এই দোয়া পড়ঃ

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، اَمْرُكَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَآءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ وَاغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا، اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ، فَاَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ○

উচ্চারণঃ রাব্বুনাল্লা-হুল্ লাযী ফিস্ সামা-ই, তাক্বাদ্দাসাস্‌মুক্, আম্‌রুকা ফিস্‌সামা-ই ওয়াল্ আরয্, কামা-রা'হ্‌মাতুকা ফিস্ সামা-ই ফাজ্ব'আল রা'হ্‌মাতাকা ফিল্ আরয্, ওয়াগ্‌ফির লানা- হূবানা- ওয়া খাত্বাইয়া-না- আন্‌তা রাব্বুত্ ত্বাইয়্যিবীন্ ফাআন্‌ঝিল্ রা'হ্‌মাতাম্ মির রা'হ্‌মাতিকা ওয়া শিফা- আম্ মিন্ শিফা-ইকা 'আলা-হা-যাল ওয়াজ্ব'ই।

অর্থাৎঃ আমাদের প্রভু আল্লাহ্, যিনি রয়েছেন আসমানে। (হে আল্লাহ্!) তোমার নাম পবিত্র, তোমার নির্দেশ আসমান ও জমীনে কার্যকর রয়েছে। আসমানে তোমার রহমত যেভাবে নাজিল হয়, সেভাবে জমীনেও রহমত নাজিল কর। আমাদের দোষ-ত্রুটি ও গুনাহ্-খাতা মাফ করে দাও। তুমি পবিত্র মানুষের প্রভু। তুমি আপন রহমত ও নিরাময়ের ভান্ডার থেকে এই বেদনার প্রতি তোমার রহমত ও নিরাময় নাজিল কর।

৫৮. ক্রোধ সংবরণের দোয়া

সুলাইমান বিন সুরদা (রা) বলেনঃ আমি নবী করীম (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমনি সময়ে দু' ব্যক্তির মধ্যে গালাগাল শুরু হয়ে গেল। তার মধ্যে একজনের চেহারা ক্রোধের তীব্রতায় লাল হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (স) তা দেখে বললেনঃ আমার এমন একটি কালাম জানা আছে, যা বলে দেয়া হলে ওর ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাহলোঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজ্বীম) অর্থাৎ 'আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইছি পথভ্রষ্ট শয়তানের অস্‌অসা থেকে।' লোকটি যদি এই দোয়া পড়ে নিত, তাহলে ওর ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

আতিয়া বিন উরওয়া বলছেন, রসূলে করীম(স) ইরশাদ করেনঃ ক্রোধ শয়তান থেকে সৃষ্টি হয়। শয়তানের সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে আর আগুন নিভানো যায় পানি দ্বারা। অতএব, তোমাদের কারো মধ্যে যদি ক্রোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে সে অযূ করবে। (আবু দাউদ)

অন্য এক বর্ণনা মতে, নবী করীম (স) বলেনঃ যার মধ্যে ক্রোধের সৃষ্টি হবে, সে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে।

৫৯. ভীতিকর অবস্থায় দোয়া

বারাআ বিন আজেব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (স)–এর খেদমতে এসে বলঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। রসূলে করীম (স) তাকে এই দোয়া পড়ার উপদেশ দিলেনঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ،
جَلَّلْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ○

উচ্চারণঃ সুবহা–নাল্লা–হিল মালিকিল্ কুদ্দূস্, রাব্বাল্ মালা–ইকাতি ওয়াররূহ, জ্বাল্লালতাস্ সামা–ওয়া–তি ওয়াল্ আর্‌যা বিল্ 'ইঝ্‌ঝাতি ওয়াল জ্বাবারূত।

লোকটি যখন এই দোয়া পড়তে শুরু করল, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু তার ভিতর থেকে আতঙ্কবোধ দূর করে দিলেন। (তাবারানী)

৬০. শুভাশুভ নির্ণয়ে দোয়া

কোন কাজে শুভাশুভ নির্ণয় একটি সুপ্রাচীন প্রথা। সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে শুভাশুভ নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে নানা রূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এক দীর্ঘ বর্ণনায় মুয়াবিয়া বিন্ হাকাম বলেন, আমি নবী করীম (স)–এর কাছে নিবেদন করলামঃ আমাদের মধ্যে কিছু লোক পশু ও পাখীর সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় করে থাকে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে এ জিনিসটি লক্ষ্য করা যায় বটে, তবে কোন ভাল কাজে এটা তোমাদের বাধা হওয়া উচিত নয়। (মুসনাদে আহমদ)

উকবা বিন্ আমের বলেন, রসূলে করীম (স)–কে পাখী উড়ানোর সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যে ভাল বিষয় (ফাল) মুসলমানকে সঙ্গত কাজে বাধা না দেয়, তা নির্দোষ। কিন্তু তোমরা যদি কোন অপ্রিয় বিষয়ের সম্মুখীন হও, তাহলে বলবেঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লা-ইয়া'তী বিল্ হাসানা-তি ইল্লা- আন্‌তা ওয়ালা- ইয়াযহাবু বিস্ সাইয়্যিআ-তি ইল্লা-আন্‌তা ওয়ালা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কেউ কল্যাণ ও মঙ্গল বিধান করতে পারে না। আর তুমি ছাড়া আর কেউ মন্দ ও ক্ষতিও দূর করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো শক্তি ও প্রচেষ্টা কার্যকর হয়না।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি অশুভ মনে করে কোন সঙ্গত কাজ থেকে বিরত থাকল, সে প্রকৃতপক্ষে শির্ক করল। সাহাবীগণ নিবেদন করলেনঃ এরূপ গুনাহ যদি হয়েই যায়, তবে তার প্রতিকার কিভাবে হবে? নবী করীম (স) বললেন, তখন এই দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লা-খাইরা ইল্লা- খাইরুকা ওয়ালা- ত্বাইরা ইল্লা- ত্বাইরুক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। আর তোমার অকল্যাণ ছাড়া আর কোন অকল্যাণ নেই। (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী)

৬১. কুকুর, গাধা ও মোরগের আওয়াজ শুনে দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তোমরা যখন গাধার চিৎকার শুনবে, তখন বলবেঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজীম)। কেননা, গাধা শয়তানকে দেখে চিৎকার করে। আর যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে, তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে। কেননা, সে আওয়াজ করে ফিরেশতাকে দেখে। হযরত জাবির (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা যখন কুকুরের গর্জন এবং গাধার চিৎকার শুনবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইবে। কেননা, ওরা এমন জিনিস দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাওনা। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম)

www.pathagar.com

৬২. শয়তান বিতাড়নের দোয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু নবী করীম (স)-কে এই দোয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ○

উচ্চারণঃ রাব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাঝা-তিশ্ শায়া-তীনি ওয়া আ'উযুবিকা রাব্বি আঁইইয়া'হ্যুরূন্।

অর্থাৎঃ হে প্রভু! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি এবং আমার কাছে তার আগমন থেকেও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে প্রায়শঃ এই কালাম পড়তেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ○

উচ্চারণঃ আ'উযু বিল্লা-হিস্ সামী'ইল্ 'আলীমি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজ্বীমি মিন্ হামঝিহী ওয়া নাফ্‌খিহী ওয়া নাফ্‌সিহ্।

অর্থাৎঃ আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র সাহায্য চাচ্ছি পথভ্রষ্ট শয়তানের কুমন্ত্রণা, তার অহঙ্কারের ফুঁৎকার ও যাদুক্রিয়া থেকে। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত উসমান বিন আবুল আ'স বর্ণনা করছেন, একদা আমি রসূলে খোদা (স)-এর কাছে নিবেদন করিঃ 'শয়তান আমার নামাজে হস্তক্ষেপ করে এবং আমার কিরআতকে তালগোল পাকিয়ে ফেলে।' নবী করীম (স) বলেনঃ 'এ হলো 'খান্‌জাব' শয়তানের কাজ। তুমি যখন তার হস্তক্ষেপ টের পাবে, তখন অবিলম্বে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইবে, অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু-বিল্লা-হি মিনাশ্ শাইত্বা-নির রাজ্বীম) পড়ে নেবে এবং তিনবার নিজের বামদিকে থু থু ফেলবে।' এরপর আমি সে অনুসারে কাজ করি এবং শয়তানকে আমার কাছ থেকে দূর করে দেই।

(মুসনাদে আহমদ)

www.pathagar.com

৬৩. উপকারকারীর জন্যে দোয়া

উসামা বিন জায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে আকরাম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির কিছু উপকার বা কল্যাণ সাধন করা হয় এবং এর জবাবে সে উপকারকারীকে বলে جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا (জ্বাঝা-কাল্লা-হু খাইরা) অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাকে ভাল প্রতিদান দিন', সে পুরোপুরি তার প্রশংসা ও বিনিময় দান করল।

সুনানে তিরমিযীতে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৬৪. দৃঢ় মনোবল ও বিশ্বাস নিয়ে দোয়া

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে করীম (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন একথা বলে দোয়া না করে, 'হে আল্লাহ্! তুমি ইচ্ছা করলে আমায় ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমার প্রতি রহম কর'; বরং দৃঢ়তার সাথে দোয়া করবে। কেননা, তাঁর উপর কারো জোর বা প্রভাব খাটেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছেঃ পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আগ্রহের সাথে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে দোয়া করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বান্দাকে যা দেন, তা তাঁর কাছে বিরাট কিছু নয়।

www.pathagar.com

মহানবী (স)-এর পসন্দনীয় দোয়া

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) দোয়াসমূহের মধ্যে জামে' (ব্যাপক অর্থবোধক) দোয়া পসন্দ করতেন এবং অন্যান্য দোয়া (সাধারণতঃ) পরিহার করে চলতেন। (সুনানে আবু দাউদ) তাঁর কয়েকটি পসন্দনীয় দোয়া নিম্নরূপঃ

১. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলে করীম (স) অধিকাংশ সময় এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ-তিনা- ফিদ্ দুন্ইয়া হাসানাহ্, ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাসানাহ্, ওয়া ক্বিনা- আযা-বান্ না-র্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমায় দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং দোজখের আযাব থেকে আমায় বাঁচাও। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আনাস বলেন, নবী করীম (স) যখন কোন দোয়া করতে চাইতেন, তখন এই দোয়াটির মাধ্যমে দোয়া করতেন এবং যখন অন্য কোন দোয়া করতে চাইতেন, তখন এ দোয়াটিও তার মধ্যে শামিল করতেন।

২. নেক কাজে আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেনঃ নবী করীম (স) এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ ، وَ اَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ ، وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَ اجْعَلِ

www.pathagar.com

الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আস্‌লিহ্ লী দ্বীনী, আল্লাযী হুয়া 'ইস্‌মাতু আম্‌রী, ওয়া আস্‌লিহ্ লী দুন্‌ইয়া-য়া আল্লাতী ফীহা- মা'আ-শী, ওয়া আস্‌লিহ্‌লী আ-খিরাতী, আল্লাতী ফীহা-মা'আ-দী, ওয়াজ্ব'আলিল্ হায়া-তা' ঝিয়া-দাতাল্ লী ফী কুল্লি খাইর্, ওয়াজ্ব'আলিল মাওতা রা-'হাতাল্ লী মিন্ কুল্লি শাররর্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার দ্বীনকে আমার জন্যে সুমার্জিত করে দাও, যা আমার কাজের সুরক্ষাকারী; আমার দুনিয়াকে আমার জন্যে পরিশুদ্ধ করে দাও, যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবিকা; আমার আখিরাতকে আমার জন্যে সুমার্জিত করে দাও, যেখানে আমায় ফিরে যেতে হবে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে আমার আয়ু বৃদ্ধি করে দাও আর প্রতিটি অনিষ্টকর কাজ থেকে মৃত্যুকে আমার জন্যে আরামদায়ক করে দাও। (সহীহ মুসলিম)

৩. বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে আশ্রয় কামনা

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলে খোদা (স) এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَ الْهَرَمِ وَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ 'আজ্‌ঝি ওয়াল্ কাসালি ওয়াল্ জ্বুবনি ওয়াল্ হারামি ওয়াল বুখ্‌লি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ আযা-বিল্ ক্বাব্‌র, ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ ফিত্‌নাতিল্ মা'হ্‌ইয়া- ওয়াল্ মামা-ত্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে এবং আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

অন্য একটি বর্ণনায় এর সাথে যুক্ত হয়েছেঃ

وَ ضَلَعِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ ওয়া যালা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজ্বা-ল্।

অর্থাৎঃ ঋণের বিপুল বোঝা ও লোকদের প্রতিপত্তি বিস্তার থেকে।

(সহীস মুসলিম)

৪. উপকারহীন জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

জায়েদ বিন্ আরকাম (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ الْبُخْلِ وَ الْهَرَمِ،
وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوٰىهَا، وَ زَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰىهَا
اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ
قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ
لَهَا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল্ 'আজ্বঝি ওয়াল্ কাসাল্, ওয়াল বুখ্‌লি ওয়াল্ হারামি ওয়া 'আযা-বিল্ ক্বাব্‌র, আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফ্‌সী তাক্বওয়া-হা-, ওয়া ঝাক্কিহা- আন্‌তা খাইরুমানঝাক্কা-হা, আন্‌তা ওয়ালিয়্যুহা- ওয়া মাওলা-হা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন্ 'ইল্‌মিল্ লা-ইয়ানফা'উ ওয়া মিন্ ক্বাল্‌বিল লা-ইয়াখ্‌শা'উ, ওয়া মিন্ নাফ্‌সিল্ লা- তাশ্‌বা'উ, ওয়ামিন্ দা'ওয়াতিল্ লা-ইয়ুস্‌তাজ্বা-বু লাহা-।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে এবং কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্! আমার প্রবৃত্তিকে তোমার ভীতি দান কর এবং তার পরিচ্ছন্নতা বিধান কর, তুমি সবচেয়ে ভাল পরিচ্ছন্নতা বিধানকারী, তুমিই তার পৃষ্ঠপোষক ও স্বত্ত্বাধিকারী। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি এমন জ্ঞান থেকে, যা কোন উপকার করেনা, এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়না, এমন প্রবৃত্তি থেকে, যার চাহিদা মেটেনা এবং এমন দোয়া থেকে, যা কবুল হয় না। (সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

৫. ক্ষুধা ও অনাহার থেকে আশ্রয় কামনা

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলে করীম (স) এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ জু'য়ি ফাইন্নাহূ বি'সায্ যাজ্বী-'উ, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল্ খিয়া-নাহ্, ফাইন্নাহা- বি'সাতিল্ বিত্বা-নাহ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি ক্ষুধা ও উপোস থেকে, যেহেতু তা হচ্ছে নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী; আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি খিয়ানত ও আত্মসাৎ থেকে, যেহেতু তা নিকৃষ্ট গোপন অভ্যাস। (আবু দাউদ)

৬. খারাপ ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ،

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল্ বারাসি ওয়াল্ জুনূনি ওয়াল্ জুযা-মি ওয়া সাইয়্যিইল্ ইস্‌ক্বা-ম্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে (শ্বেতকুষ্ঠ, উম্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও সমস্ত খারাপ ব্যাধি থেকে। (আবু দাউদ)

৭. দ্বীনের উপর অবিচল থাকার আকুতি

শাহ্‌র বিন্ হাওশাব (রা) উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রসূলে খোদা (স) যখন আপনার কাছে থাকতেন, তখন বেশীর ভাগ সময় কি দোয়া পড়তেন? জবাবে তিনি বলেন, বেশীর ভাগ সময় তিনি এই দোয়া পড়তেনঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ ○

উচ্চারণঃ ইয়া-মুক্বাল্লিবাল্ ক্বুলূবি সাব্বিত্ ক্বাল্‌বী 'আলা-দ্বীনিক্।

অর্থাৎঃ হে হৃদয়সমূহকে ঘুরিয়ে দেবার অধিকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (সুনানে তিরমিযী)

www.pathagar.com

৮. প্রাচুর্যের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) এই কথাগুলো বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَ الْفَقْرِ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন্ ফিত্‌নাতিন্ না-র্, ওয়া আযা-বিন্ না-র্, ওয়া মিন্ শার্‌রিল্ গিনা ওয়াল্ ফাক্বর্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব থেকে এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্রের অনিষ্টকারিতা থেকে।
(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৯. খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

জিয়াদ বিন্ ইলাকা (রা) বলেন, রসূলে করীম (স) এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ، وَ الْاَعْمَالِ وَ الْاَهْوَاءِ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ মুন্‌কারা-তিল্ আখ্‌লা-ক্ব, ওয়াল্ আ'মা-লি ওয়াল্ আহওয়া-ই।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই খারাপ চরিত্র, খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে। (সুনানে তিরমিযী)

১০. দুঃখ ও কষ্টের সময়ে আকুতি

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) দুঃখ ও কষ্টের সময় বলতেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ○

www.pathagar.com

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল্ 'আজীমুল 'হালীম্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাবুল্ 'আরশিল্ 'আজীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাবুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রাবুল্ আর্‌যি ওয়া রাবুল 'আরশিল কারীম।

অর্থাৎঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, যিনি মহান ও সহনশীল; আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি আসমান, জমিন ও মহান আরশের প্রভু।

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১১. নিয়ামত হারিয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমর (রা) বলেন, রসূলে খোদা (স) নিজের দোয়ার মধ্যে এই কথাগুলো শামিল করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ ঝাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তা'হাওউলি 'আ-ফিয়াতিক, ওয়া মিন্ ফুজ্বআতি নিক্বমাতিকা ওয়া মিন্ জ্বামী'ই সাখাত্বিক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাইছি তোমার নিয়ামত হারিয়ে যাওয়া ও অপসৃত হওয়া থেকে, তোমার স্বস্তি পরিবর্তিত হওয়া থেকে, তোমার শাস্তি হঠাৎ নেমে আসা ও তোমার সমস্ত অসন্তুষ্টি থেকে। (সহীহ মুসলিম)

১২. দুনিয়ার লাঞ্ছনা থেকে নিরাপত্তা কামনা

বুসার বিন ইরতাত (রা) বলেন, আমি রসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আহ্‌সিন্ 'আ-ক্বিবাতিনা- ফিল্ উমূরি কুল্লিহা-, ওয়া আজ্বিরনা- মিন্ খিঝ্‌ইদ্ দুন্‌ইয়া -ওয়া মিন্ আযা-বিল আ-খিরাহ্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমাদের সমস্ত কাজের পরিণতি কল্যাণময় হোক, এবং আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখ।

(মুসনাদে আহমদ)

www.pathagar.com

১৩. সুন্দর জীবন ও উত্তম মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) আপন প্রভুর কাছে এই বলে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَ
خَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِىْ
وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِىْ وَارْفَعْ دَرَجَتِىْ وَتَقَبَّلِ الْخَيْرَ
وَخَوَاتِمَهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ
الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ، اٰمِيْنَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল্‌ মাস্‌আলাতি ওয়া খাইরাদ্‌ দু'আ–ই ওয়া খাইরান্‌ নাজ্বা–হি ওয়া খাইরাল্‌ 'আমালি ওয়া খাইরাস্‌ সাওয়া–বি ওয়া খাই–রাল্‌ হায়া–তি ও খাইরাল্‌ মামা–তি ও সাব্বিত্‌নী ওয়া সাক্কিলি মাওয়াঝীনী ও হাক্কিক্ব ঈমা–নী, ওয়াআরফা' দারাজ্বাতী ওয়া তাক্বাব্বালিল্‌ খাইরা ওয়া খাওয়া–তিমাহূ ওয়া আওয়ালাহূ ওয়া আ–খিরাহূ ওয়া জা–হিরাহূ ওয়া বা–ত্বিনাহূ ওয়া আস্‌আলুকুদ্‌ দারাজ্বা–তিল্‌ 'উলা– মিনাল্‌ জ্বান্নাত,আ–মীন্‌।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে উত্তম প্রার্থনা, সুন্দর আর্তি, উত্তম সাফল্য, সুন্দর আমল, উত্তম প্রতিদান, সুন্দর জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে অবিচল দৃঢ়তা দান কর, আমার সুকৃতির পাল্লাকে ভারী কর, আমার ঈমানকে পূর্ণত্ব দান কর, আমার মর্যাদাকে সমুন্নত কর, আমার সুকৃতিকে ও সুকৃতির সমাপ্তিকে, তার সূচনা ও সমাপ্তিকে এবং প্রকাশ্য ও গোপনকে কবুল কর এবং বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা দান কর। আমীন।(সহীহ হাকেম)

১৪. উজ্জ্বল ও পবিত্র হৃদয় কামনা

নবী করীম (স) তাঁর দোয়ার মধ্যে এ কথাগুলোও শামিল করতেনঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُحْصِنَ فَرْجِىْ وَتُنَوِّرَ لِىْ قَلْبِىْ وَتَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা আন্ তারফা'আ যিক্‌রী ওয় তাযা'আ উইঝ্‌রী ওয়া তুত্বাহ্‌হিরা ক্বাল্‌বী ওয়া তুহ্‌সিনা ফারজ্বী ওয়া তুনাওউইরা লী ক্বাল্‌বী ওয়া তাগ্‌ফিরা লী যাম্‌বী।

অর্থাৎঃ হে খোদা! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছিঃ আমার যিকরকে সমুন্নত কর, আমার বোঝাকে নামিয়ে দাও, আমার হৃদয়কে পবিত্র কর, আমার আবরণকে পরিচ্ছন্ন কর, আমার হৃদয়কে সমুজ্জল কর এবং আমার গুনাহসমূহ মার্জনা কর। (সহীহ হাকেম)

১৫. জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রার্থনা

রসূলে খোদা (স) তাঁর দোয়ায় এ কথাগুলোও বলতেনঃ

وَاَسْأَلُكَ اَنْ تُبَارِكَ لِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَفِىْ سَمْعِىْ وَفِىْ بَصَرِىْ وَفِىْ رُوْحِىْ وَفِىْ خَلْقِىْ وَفِىْ خُلُقِىْ وَاَهْلِىْ وَفِىْ مَحْيَاىَ وَفِىْ مَمَاتِىْ وَفِىْ عَمَلِىْ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِىْ وَاَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ ـ اٰمِيْن ○

উচ্চারণঃ ওয়া আস্‌আলুকা আন্ তুবা-রিকা লী ফী নাফ্‌সী ওয়া ফী সাম'ঈ ওয়া ফী বাসারী ওয়া ফী রূহী ওয়া ফী খালক্বী ওয়া ফী খুল্‌ক্বী ওয়া আহ্‌লী, ওয়া ফী মা'হইয়া-য় ওয়া ফী মামা-তি ওয়া ফী আমালী, ওয়া তাক্বাব্বাল্ হাসানা-তী ওয়া আস্‌আলুকাদ্ দারাজ্বা-তিল 'উলা- মিনাল্ জ্বান্নাতি, আ-মীন।

অর্থাৎঃ (হে আল্লাহ্!) আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছিঃ তোমার বরকত দান কর আমার স্বভাব-প্রকৃতিতে, আমার শ্রবণশক্তিতে, আমার দৃষ্টিশক্তিতে, আমার প্রাণশক্তিতে, আমার দৈহিক আকৃতিতে, আমার আচার-ব্যবহারে, আমার পরিবার-পরিজনে, আমার জীবন-মৃত্যুতে ও আমার কর্মশক্তিতে। (হে

www.pathagar.com

আল্লাহ্!) আমার নেক কাজগুলোকে কবুল কর। আমি তোমার কাছে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করছি। আমীন।

১৬. ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ না করার তওফীক কামনা

হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রা) বলেনঃ একদা রসূলে আকরাম (স) ফজরের নামাজে আসতে বিলম্ব করেন। তিনি নামাজ শেষে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ রাতে আমি যথাসাধ্য নামাজ আদায় করি। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে মহান প্রভুর সাক্ষাত পাই। অতঃপর তিনি একথা বলার জন্যে আমায় আদেশ করেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَ تَغْفِرَلِىْ وَ تَرْحَمَنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَ فِىْ خَلْقِكَ فِتْنَةً فَنَجِّنِىْ اِلَيْكَ فِيْهَا غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাত্ ত্বাইয়্যিবা-তি ওয়া ফি'লাল্ খাইরা-তি ওয়া তারাকাল্ মুন্‌কারা-তি ওয়া হুব্বাল্ মাসা-কীন্, ওয়া আন্ তাতূবা আলাইয়্যা ওয়া তাগ্‌ফিরালী ও তার'হামনী, ওয়া ইযা- আরাদ্‌তা ফী খাল্‌ক্বীকা ফিত্‌নাতান্ ফানাজ্জিনী ইলাইকা ফীহা- গাইরা মাফতূনি।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পবিত্র জিনিসের, নেক কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজ পরিহারের এবং মিসকীনদের সাথে ভালবাসা পোষণের তওফীক কামনা করছি। তোমার কাছে একান্ত নিবেদনঃ আমার তওবা কবুল কর, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম কর; আর যখন তুমি আপন সৃষ্টিকুলকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ কর, তখন আমায় পরীক্ষার সম্মুখীন না করেই তোমার দিকে ডেকে নাও। (সহীহ হাকেম)

১৭. কল্যাণময় জ্ঞান লাভের প্রার্থনা

হযরত আনাস বিন্ মালেক (রা) নবী করীম (স) থেকে এই দোয়াটি বর্ণনা করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَ عَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَارْزُقْنِىْ عِلْمًا يَنْفَعُنِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মান্ ফা'নী বিমা- আল্লাম্‌তানী ওয়া 'আল্লিম্‌নী মা-ইয়ান্‌ফা'উনী ওয়ারঝুক্বনী ইল্‌মান্ ইয়ানফা'উনী।

www.pathagar.com

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! যে জ্ঞান তুমি আমায় দিয়েছ, তাকে আমার জন্যে লাভজনক কর এবং যে জ্ঞান লাভজনক তা আমায় দান কর আর সেই জ্ঞান আমায় দান কর, যা আমার কল্যাণ সাধন করবে। (সহীহ হাকেম)

১৮. বরকতময় জীবিকা লাভের কামনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলে করীম (স) এই দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ক্বান্নি'নী বিমা- রাঝাক্বতানী ওয়া বা-রিক্ লী ফীহি ওয়াখ্‌লুফ্ 'আলা- কুল্লি গা-ইবাতিল্ লী বিখাইর্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! যে জীবিকা তুমি দিয়েছ তার উপর আমায় সন্তুষ্ট করে দাও, তাকে আমার জন্যে বরকতময় কর এবং আমায় প্রতিটি অদৃশ্যমান বস্তুর বিনিময় দান কর। (সহীহ হাকেম)

১৯. গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি প্রার্থনা

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ (রা) রসূলে খোদা (স) থেকে এই দোয়াটি বর্ণনা করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্‌আলুকা মূজ্বিবা-তি রাহ্‌মাতিকা ওয়া 'আঝা-ইমা মাগ্‌ফিরাতিক্, ওয়াস্ সালা-মাতা মিন্ কুল্লি ইস্‌মিন্ ওয়াল্ গানীমাতা মিন্ কুল্লি বির্‌র্, ওয়াল্ ফাওঝা বিল্ জ্বান্নাতি ওয়ান্ নাজ্বা-তা মিনান্ না-র্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে তোমার রহমতের কারণসমূহ, তোমার মাগফিরাতের উপায়সমূহ, সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বাঁচার পথ ও পন্থা, সমস্ত নেকীকে পর্যাপ্ত ভাবার জজবা, বেহেশ্‌ত অর্জন ও দোজখ থেকে মুক্তি কামনা করছি। (সহীহ হাকেম)

www.pathagar.com

২০. ঈমানী উদ্দীপনা ও শক্তিমত্তা কামনা

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (স) সালমান ফারেসী (রা)–কে অসিয়ত করে বলেনঃ আমি তোমায় কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিতে চাই, যার সাহায্যে তুমি দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা করবে, দয়াময়ের দিকে ফিরে আসবে এবং দয়াময়ের কাছে রাতদিন দোয়া করবে। তাহলো এইঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ صِحَّةً فِیْ اِیْمَانٍ وَاِیْمَانًا فِیْ حُسْنِ خُلُقٍ وَ نَجَاحًا یَتْبَعُهٗ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِیَةً وَّ مَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ○

উচ্চারণঃ আল্ল -হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাসিহ্‌হাতান্‌ফী ঈমা–নিওঁ ওয়া ঈমা–নান্ ফী হস্‌নি খুলুক্বিঁও ওয়া নাজ্বা–হান্ ইয়াত্‌বা'উহূ ফালাহ্, ওয়া রাহ্‌মাতাম্ মিন্‌কা ওয়া আ–ফিয়াতাঁও ওয়া মাগ্‌ফিরাতাম্ মিন্‌কা ওয়া রিয্‌ওয়া–না–।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে শক্তি ও উদ্দীপনাময় ঈমান, ঈমানের প্রভাবযুক্ত সুন্দর আখলাক ও পরকালীন কল্যাণময় সাফল্য কামনা করছি এবং তোমার রহমত, শান্তি, মার্জনা ও সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। (তাবারানী, হাকেম)

২১. প্রাণোচ্ছল জীবনের জন্যে প্রার্থনা

হযরত আম্মার বিন্ ইয়াসির (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)–কে এই দোয়া পড়তে শুনেছিঃ

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَیْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْیِنِیْ مَا عَلِمْتَ الْحَیَاةَ خَیْرًا لِّیْ وَتَوَفَّنِیْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِّیْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা–হুম্মা বি'ইলমিকাল্ গাইবা ওয়া ক্বুদ্‌রাতিকা 'আলাল্ খাল্‌ক্বি আ'হ্‌ইনী মা– 'আলিম্‌তাল্ 'হায়া–তা খাইরাল্ লী ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা– 'আলিম্‌তাল্ ওয়াফা–তা খাইরাল্ লী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান এবং সৃষ্টিজগতের উপর তোমার পূর্ণ ক্ষমতার সাহায্যে আমায় প্রাণোচ্ছল রাখ যতক্ষণ জীবনকে আমার জন্যে

www.pathagar.com

উত্তম মনে কর এবং (দুনিয়া থেকে) আমায় তুলে নাও, যখন মৃত্যুকে আমার জন্যে শ্রেয়ঃ মনে কর।

২২. ইসলামের উপর কায়েম রাখার আকুতি

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ (রা) বলেন, রসূলে করীম (স) এই মর্মে দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَاتُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا حَاسِدًا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাহ্ ফিজ্‌নী, বিল্ ইসলা-মি ক্বা-ইমান্ ওয়াহ্‌ফিজ্‌নী বিল্ ইসলা-মি ক্বা-'ইদান্ ওয়াহ্‌ফিজ্‌নী বিল্ ইসলা-মি রা-ক্বিদাও ওয়ালা-তুশমিত্ বী 'আদুওয়ান্ হা-সিদা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমায় উঠতে, বসতে, শুইতে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) ইসলামের উপর কায়েম রাখ এবং কোন হিংসুক শত্রুকে আমায় বিদ্রুপ করার সুযোগ দিওনা। (হাকেম)

২৩. কল্যাণ কামনা ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) নিম্নরূপ দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ খাইরিন্ খাঝা-ইনুহ্ বিয়াদিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ শাররি খাঝা-ইনুহ্ বিয়াদিকা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সেই সব কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যার ভান্ডার তোমার করায়ত্ত রয়েছে আর সেই সব অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইছি, যার ভান্ডার তোমার কব্জায় রয়েছে। (সহীহ হাকেম)

২৪. প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা থেকে বেঁচে থাকার কামনা

হুসাইন বিন্ মনজার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রসূলে খোদা (স) তাঁকে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় শিক্ষা দান করেনঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَقِنِىْ شَرَّ نَفْسِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আল্‌হিম্‌নী রুশ্‌দী ওয়াক্বিনী শার্‌রা নাফ্‌সী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে হিদায়েত অবতারণ কর এবং আমায় প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচাও। (সুনানে তিরমিযী)

সহীহ হাকেমের বর্ণনায় নিম্নের কথাগুলো এর সাথে যুক্ত হয়েছেঃ

وَاعْزِمْ لِىْ عَلٰى اَرْشَدِ اَمْرِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ، مَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ ○

উচ্চারণঃ ওয়া'ঝিম্ লী 'আলা- আরশাদি আম্‌রী, আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লী মা- আস্‌রারতু ওয়ামা- আ'লান্‌তু, ওয়ামা- আখ্‌তা'তু ওয়ামা- তা'আম্মাদ্‌তু, মা- 'আলিমতু ওয়ামা- জ্বাহিল্‌তু।

অর্থাৎঃ আমায় সঠিক পথে টিকে থাকার দৃঢ় ইচ্ছা প্রদান কর। হে আল্লাহ্! যা কিছু আমি গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছি, ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি, জেনে-বুঝে করেছি, না জেনে করেছি, তা সব আমায় ক্ষমা করে দাও।

২৫. শান্তি, স্বস্তি ও জীবিকা প্রার্থনা

আবু মালিক আশজায়ী (রা) বর্ণনা করছেন, রসূলে আকরাম (স) নও-মুসলিমদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লী ওয়ার'হাম্‌নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ারঝুক্বনী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমায় মাফ করে দাও, আমার প্রতি রহম কর, আমায় হিদায়েত দাও, শান্তি ও স্বস্তি দান কর এবং জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও।

(সহীহ মুসলিম)

২৬. আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা ভিক্ষা

হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (স)-এর কাছে নিবেদন করেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগ্যে যদি 'লাইলাতুল ক্বদর' না জুটে তাহলে আমি তখন আল্লাহ্‌র কাছে কি প্রার্থনা করব। জবাবে তিনি বলেন, তখন একথাটি বলবেঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ فَاعْفُ عَنِّىْ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফূউন্ ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তুমি মার্জনাকারী, কাজেই আমায় মার্জনা কর।

(সুনানে তিরমিযী)

২৭. উত্তম ইবাদাতের তওফীক কামনা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (স) একদা সাহাবায়ে কিরামকে বলেনঃ লোকসকল! তোমরা কি দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে চাও? সবাই বললেনঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল। নবী করীম (স) ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমরা একথা বলঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ'ইন্না- 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবা-দাতিক্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! তোমার যিকর, শুক্‌র ও উত্তম ইবাদাত করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য কর। (সহীহ হাকেম)

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) মায়াজ বিন্ জাবাল (রা)-কে প্রত্যেক নামাজের পর এই দোয়াটি পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

২৮. মনের ব্যাধি দূরীকরণের প্রার্থনা

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) প্রায়শঃ এই দোয়া পড়তেনঃ

رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْ لِىْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى اِلَىَّ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ، رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيْبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ

www.pathagar.com

حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ ○

উচ্চারণঃ রাব্বি আ'ইন্নী ওয়ালা- তু'ইন্ আলাইয়্যা, ওয়ান্‌সুরনী ওয়ালা- তান্‌সুর্ আলাইয়্যা, ওয়াম্‌কুরলী ওয়ালা- তামকুর আলাইয়্যা, ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ইয়াস্‌সিরিল্ হুদা- ইলাইয়্যা ওয়ান্‌সুরনী 'আলা- মাম্ বিগা- আলাইয়্যা, রাব্বিজ্ব' 'আল্‌নী লাকা শাক্‌কা-রা, লাকা যাক্কা-রা, লাকা রাহ্‌হা-বা, লাকা মিত্বওয়া-'আ, লাকা মুখ্‌তিবান্, ইলাইকা আওয়ামাম্ মুনীবা, রাব্বি তাক্বাব্বাল্ তাওবাতী, ওয়াগ্‌সিল্ হাওবাতী, ওয়া আজিব্ দা'ওয়াতী, ওয়া সাব্বিত্ হুজ্জাতী, ওয়াহ্‌দি ক্বাল্‌বী, ওয়া সাদ্দিদ্ লিসা-নী, ওয়াস্‌লুল্ সাখীমাতি সাদ্‌রী।

অর্থাৎঃ হে আমার প্রভু! আমায় সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য দিওনা। আমায় সফলকাম কর, আমার উপরে কাউকে সফলতা দিও না। আমার অনুকূলে কৌশল প্রয়োগ কর, আমার উপর কারো কৌশল ফলপ্রসূ হতে দিওনা। আমায় সৎপথের পথিক বানাও এবং আমার জন্যে সৎপথে চলা সহজতর করে দাও। যে আমার উপর বাড়াবাড়ি করে, তার উপর আমায় আধিপত্য দান কর। হে প্রভু! আমায় তোমার জন্যে শুক্‌রকারী, যিকরকারী, ভয়কারী, আনুগত্যকারী, বিনয় প্রকাশকারী - তোমার দরবারে অনুশোচনাকারী এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। প্রভু হে! আমার তওবা কবুল কর, আমার গুনাহ্-খাতাহ্ ধুয়ে দাও, আমার দোয়া কবুল কর, (দ্বীনের পথে) আমার দলীল ও যুক্তিতে দৃঢ়তা দাও, আমার হৃদয়কে ঠিক পথে রাখ, আমার ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখ এবং আমার অন্তরের ব্যাধিকে দূর করে দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম)

২৯. নিয়ামতের শুক্‌রগুজারীর তওফীক কামনা

শাদ্দাদ বিন আওস (রা) বর্ণনা করছেন, রসুলে করীম (স) আমায় নির্দেশ করেনঃ শাদ্দাদ! তুমি যখন দেখবে লোকেরা সোনা-রূপার মজুদ গড়ে তুলছে, তখন তুমি এই কালামসমূহের ভাণ্ডার গড়ে তুলবেঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَ
اَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا
وَلِسَانًا صَادِقًا، وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ
مَاتَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাস্ সাবা-তা ফিল্ আম্‌রি ওয়াল্ 'আঝীমাতা 'আলার রুশ্‌দি, ওয়া আস্‌আলুকা শুক্‌রা নি'মাতিক্, ওয়া হুস্‌না 'ইবা-দাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা ক্বাল্‌বান সালীমা, ওয়া লিসা-নান্ সা-দিক্বা, ওয়া আস্‌আলুকা মিন্ খাইরি মা-তা'লামু ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ শার্‌রি মা-তা'লামু, ওয়া আস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা- তা'লামু ইন্নাকা আন্‌তা আল্লা-মুল গুইউব্।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা এবং সত্য পথের সঙ্কল্প প্রার্থনা করছি। তোমার নিয়ামতের শোক্‌রগুজারী এবং তোমার উত্তম ইবাদতের তওফীক কামনা করছি। (তোমার কাছে) পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ এবং সত্যনিষ্ঠ জবান চাইছি; তুমি জান এমন প্রতিটি কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তোমার জানা প্রতিটি অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইছি। আমার যে গুনাহ সম্পর্কে তুমি অবহিত, সে সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত গায়বী বিষয়ে অবহিত। (মুসনাদ ও হাকেম)

৩০. জান্নাতের নিকটবর্তী করার প্রার্থনা

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রসূলে আকরাম (স) তাঁকে এই দোয়া পড়ার আদেশ দিয়েছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا
لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ

www.pathagar.com

وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ وَاَسْأَلُكَ مَاقَضَيْتَ لِيْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا ○

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিনাল্ খাইরি কুল্লিহী 'আ-জ্বিলিহী ওয়া আ-জ্বিলিহী মা-'আলিমতু মিন্‌হু ওয়ামা- লাম্ আ'লাম্, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাশ্ শার্‌রি 'আ-জ্বিলিহী ওয়া আ-জ্বিলিহী মা-'আলিমতু মিন্‌হু ওয়ামা-লাম্ আ'লাম, ওয়া আস্‌আলুকাল্ জ্বান্নাতা ওয়ামা- ক্বার্‌রাবা ইলাইহা- মিন্ ক্বাওলিন্ আও 'আমাল্, ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্ না-রি ওয়ামা- ক্বাররাবা ইলাইহা মিন্ ক্বাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আস্‌আলুকা মিন্ খাইরিন মা সাআলাকা 'আবদুকা ওয়া রাসূলুকা মুহাম্মাদ, ওয়া আস্‌আলুকা মা-ক্বাযাইতা লী মিন্ আমরিন্ আন্ তাজ্ব'আলা 'আ-ক্বিবাতাহূ রুশ্‌দা।

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি-তা অবিলম্বে হোক আর বিলম্বে, জ্ঞাত হোক আর অজ্ঞাত। আর সমস্ত অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি-তা শীঘ্র হোক কিংবা দেরীতে, জানা হোক কিংবা অজানা। তোমার কাছে বেহেশতের এবং বেহেশতের নিকটতর করার উপযোগী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি। পক্ষান্তরে দোজখের এবং দোজখের নিকটতর করার উপযোগী কথা ও কাজ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণও প্রার্থনা করছি, যা তোমার বান্দাহ ও তোমার রসূল মুহাম্মদ (স) প্রার্থনা করেছিলেন। আর তোমার কাছে দোয়া করছি, তুমি আমার অনুকূলে যাকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তার পরিণতি ভাল করে দাও।

(ইবনে মাজাহ্, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকেম এবং সহীহ বুখারী)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনে 'যিক্‌র' প্রসঙ্গটি এসেছে নানা স্থানে, নানা প্রেক্ষিতে। কোথাও 'যিক্‌র' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে; আবার কোথাও 'যিক্‌র'-এর স্থলে এসেছে 'তসবীহ', কোথাও কোথাও আবার 'দোয়া' বা ইবাদতকেও বলা হয়েছে 'যিক্‌র।'

অনুরূপভাবে কোথাও 'যিক্‌র' প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে সৃষ্টিলোক-পাহাড়-পর্বত, ফিরেশতাকূল ও পশু-পাখির স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে; আবার কোথাও 'যিক্‌র'-এর কথা এসেছে নবী-রসূল ও অনুগত বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ হিসেবে। মোটকথা, 'যিক্‌র' এমন একটি বিষয়, যার সাথে সৃষ্টিলোকের প্রতিটি বিষয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। আসমান ও জমিনের কোন বস্তুই 'যিক্‌র'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

নাকিব পাবলিকেশন্স